

কালীতন্ত্রম্

(মূল, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সহ)

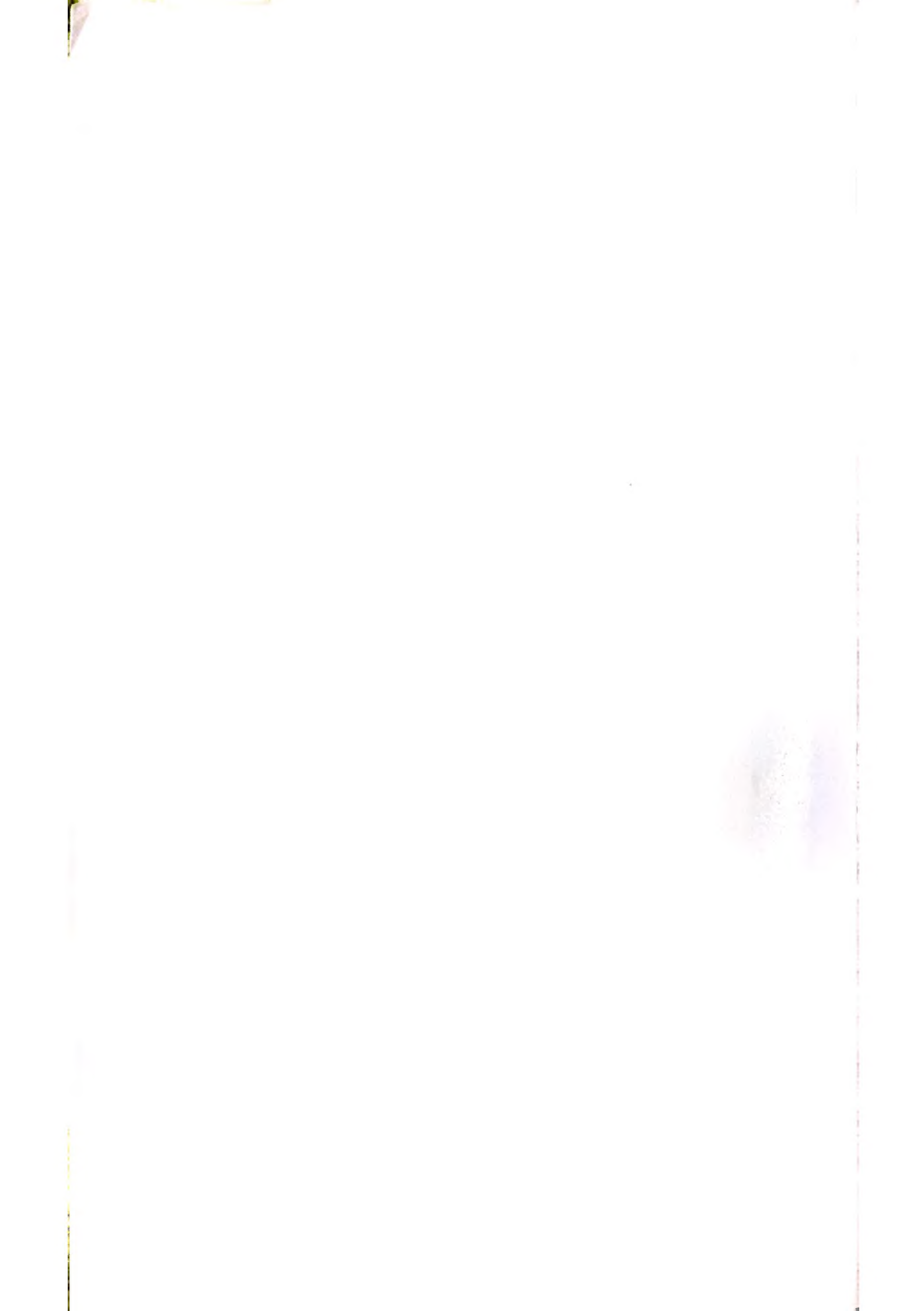
পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক
সম্পাদিত

নবভারত



পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯



কালীতন্ত্রম্

(মূল, টিঙ্কনী ও বঙ্গাবৃত্তাদ সহ)

পণ্ডিত শ্রীবিত্যাসন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়প্রাধ্যাপক
সম্পাদিত

নবভারত



প্রাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ
মহালয়া, ১৩৮৮
প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

ঃ গ্রন্থসত্ত্ব :
নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ঃ প্রকাশক :
শ্রীমতী রত্না সাহা ও সুজিত সাহা

ঃ মুদ্রক :
শ্যামলী প্রিটিং
৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

ঃ বাইণ্ডিং :
মা সারদা বুক বাইণ্ডিং
৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী
কোলকাতা - ১১৮

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

শিববক্তৃ-বিনির্গত আগম এবং পার্শ্বতীমুখারবিন্দ-বিনিঃসূত্ররূপ তত্ত্বশাস্ত্র
অন্যতম শ্রুতি । এই বিষয়ে কুল্লুকভট্ট-ধৃত হার্যাত-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

“শ্রুতিস্ত দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ ।”

অতএব তত্ত্বের প্রামাণ্য সম্বন্ধে শিষ্টগণের মধ্যে কোন বৈমত্য নাই, সকল
শিষ্টগণই তত্ত্বকে বেদের অনুরূপ মর্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন । এই তত্ত্বশাস্ত্র
কিন্তু নিতান্ত হ্রদিগম্য । সাধারণ বুদ্ধিবিদ্যার সাহায্যে ইহার তত্ত্ব অবগত
হইতে চাহিলে বিভ্রান্তি হইতে হইবে । গুরুকৃপা ব্যতীত এই দুরূহ গোপনের
শাস্ত্রের যথার্থ্য অবগতি কখনই সম্ভব নহে । এই জন্য শঙ্কর পুনঃ পুনঃ সাবধান
করিয়াছেন । কেবলমাত্র গ্রন্থে লিখিত শব্দের অক্ষরার্থমাত্র অবগতি পূর্বক
প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে । ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে গুরু-
পরম্পরায় যিনি ইহা আচরণ করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশক্রমে কার্য্য করিলেই
ফললাভ সম্ভব ।

তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর এত বিরোধ দেখা যায় যাহাতে যতই বিভ্রান্তি হইতে
পারে । যেমন কোন কোন তত্ত্বে “বীরাচার ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না এবং
সেই বীরাচারের প্রধান অবলম্বন পঞ্চ মকার” ইহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং
ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-নির্বিশেষেই এই আচারের কথা বলা হইয়াছে । বর্তমানে এইরূপ
আচারও প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । আবার কোন কোন তত্ত্বে ইহার
বিরুদ্ধ মতও পাওয়া যায় । দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে
পারে ।

ন মদ্যং প্রপিবেদ্ বিপ্রো ন মুদ্রাং ক্ষপয়েন্নরঃ ।

ন মৈথুনমগম্যাসু কর্তব্যং সিদ্ধিসাধনম্ ॥

ন কলৌ সাধনং মদ্যং প্রত্যক্ষং বদ্রবর্ণিনি ।

গৃহাবধূতৈ ন কৈশিৎ কর্তব্যস্ত দিগম্বরৈঃ ॥ (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২য় পটল)

সুরা বৈ মলমন্নানাং পুরীষং মলমুচ্যতে ।

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ-রাজ্ঞৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥ (কালীকুল সর্বস্ব)

ব্রাহ্মণস্ত সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ।

ব্রাহ্মণঃ পতরাখ্যাতঃ পাশবং কল্পমাচরেৎ ॥ (কালীকুলামৃত ৪র্থ পটল)

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি ।

মানুষেণ বালং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন শ্মরেৎ কচিৎ ॥ (বারাহীতন্ত্র ৯ম পটল)

বেদভ্যাগান্নপান-চ্ছদ্রদারনিষেবণং ।

তৎক্ষণাজ্জাহতে বিপ্র-শৃগালাদপি গহিতঃ ॥ (ক্রম্ভযামল)

ভুক্ত, মৎস্যক মাংসক স্পৃষ্ট, হেতুক পার্জতি ।

ত্রিরাত্রোপষিতো ভূত পক্ষগব্যেন শুধ্যতি । (কুস্তিকাতন্ত্র)

এইভাবে তত্ত্বই বিভিন্নভাবে ব্রাহ্মণের সুরাদিব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, ব্যবহারে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দেখা যায় । ব্যবহারে নানাপ্রকার দোষক্রটিও রহিয়াছে । কেহ কেহ এই বচনগুলির উপপাদনের জন্ত এইগুলি অনভিষিক্তের পক্ষে প্রযোজ্য এই কথা বলিয়া থাকেন । কিন্তু তাহার সমীচীনতা-বিষয়েও প্রশ্ন থাকে । কারণ অনভিষিক্ত ব্রাহ্মণ কেন, অনভিষিক্ত কাহারও পক্ষেই ত, সুরাদিতে অধিকার নাই । তাহা হইলে এই সকল বচনে ব্রাহ্মণাদি বিশেষ উল্লেখের কোন সার্থকতা থাকে না । তাহার পর আরও দেখা যাইতেছে—

যত্রাসবমবশস্ত দেয়মিত্যন্তি পার্জতি ।

ব্রাহ্মণস্ত বিশেষণ তত্রানুকল্পমাচরেৎ ॥

গুড়ার্কক বলিং দদ্যাৎ তক্রং বা গুড়মিশ্রিতম্ ॥ (নিবন্ধতন্ত্র উনবিংশ পটল)

এই বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ পটলেও কথিত হইয়াছে—

আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ প্রদদ্যান্নধুরত্রঃ স্ম ।

শেষতত্ত্বস্য পার্জতি ধ্যানং দেব্যাঃ পদান্তোজ্ঞে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা ।

শ্রীক্রেমেণ কথিত হইয়াছে—

গুড়ার্ককরসেনৈব ব্রাহ্মণানাং সুরা ভবেৎ ॥

এই সকল বিভিন্ন প্রমাণে ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাহলে গুড়ার্ককাদি বিহিত হওয়ায় অনভিষিক্ত-ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রমাণাবলীর প্রযোজ্যতাবাদ কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বিবেচ্য । এই সকল কারণে তন্ত্রসাধকগণের মধ্যে সাধনার প্রধানতঃ দুইটি মার্গ পরিলক্ষিত হয়, একটি দক্ষিণাচার, আরেকটি বামাচার । বামাচার, বীরাচার বা কোলাচারের উপদেশ ভূরি ভূরি পাওয়া যায় । দক্ষিণাচার বা পশ্চাচার বিষয়ে স্বল্প উপদেশই পরিলক্ষিত হয় । তবে সংক্ষেপতঃ দক্ষিণাচার সম্বন্ধে বলা যায়—

বলিদানং বিনা দেবি সর্বং বেদবদাচরেৎ ।

এই ভাবে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায় । তাহাতে অনভিষিক্ত সাধকগণের মধ্যে বিভ্রান্তির উদয় হইয়া সাধনায় বিঘ্ন আসিয়া পড়ে । অতএব কেবলমাত্র গ্রন্থসম্বাদে কেহ যদি সাধনা করিতে যান, তাহা হইলে

তাঁহাদের অভীক্ষিত ফল অতীব দ্রুত। এই তত্ত্বসাধনা সম্বন্ধে বিশেষতঃ বীরাচার-বিষয়ে তত্ত্বশাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে—

কৃপাণধারাগমনাদ্ ব্যাত্তকঠাবলম্বনাৎ ।

ধারণাৎ কৃষ্ণসর্পস্য দৃষ্ণরং কুলবর্তনম্ ॥

পরমকৃপালু শ্রীশঙ্করও এইজন্ম পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, এই তত্ত্বশাস্ত্র অতি গোপনীয় এবং কেবল মাত্র গুরুগম্য। অতএব অধিকারি-ভেদে গুরুপদেশানুসারে কুলাচারক্রমে তত্ত্বশাস্ত্রের অনুষ্ঠেয়তা, এই বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্র নাই এবং সেই ভাবেই বিরোধের সমাধান করিতে হইবে।

এই তত্ত্বশাস্ত্রের অন্তর্গত শ্রীশ্রীকালীতন্ত্র। ইহা কালীসাধকগণের অত্যন্ত আদরণীয় ও পরম আশ্রয়ণীয় গ্রন্থ এবং ইহাকে সকল তান্ত্রিকগণ শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকার করিয়া নিজেদের বক্তব্য সমর্থনের জন্ম বিভিন্ন স্থলে এই গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ গাভার্যাদি বর্তমান, ইহার দুরধিগম্যতাও সেইরূপ।

এই অপূর্ব তন্ত্রের ভাবরহস্য সংস্কৃতজ্ঞ এবং অসংস্কৃতজ্ঞ সকল কালী-সাধকগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্ম বঙ্গভাষার মাধ্যমেই ইহার অনুবাদ ও টিপ্পনী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কতটা সফল হইয়াছি তাহা সেই জগজ্জননীই বিদিত আছেন।

আমি এই গ্রন্থসম্পাদনে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় সম্পাদিত শ্রীকালীতন্ত্রকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছি। ইহা ছাড়া হিন্দী অনুবাদসহ মুদ্রিত গ্রন্থ এবং আরও দুইটি হস্তলিখিত গ্রন্থ (এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রাপ্ত) এবং আরও দুইটি হস্তলিখিত গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি। টিপ্পনীতেও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় রচিত টীকাকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে, এমনকি টীকারই বঙ্গানুবাদ ইহা বলিলেও অত্যাঙ্গী হইবে না। স্বল্পবুদ্ধি স্বল্পজ্ঞান আমার পক্ষে যতটা যত্ন লওয়া সম্ভব তাহাতে কোন কাৰ্পণ্য করি নাই। ইহা দ্বারা যদি কোন সাধকের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে ভ্রম সার্থক মনে করিব। এই দ্রুত গ্রন্থের প্রকাশনে ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটি থাকা খুবই সম্ভব, তাহা সংশোধন করিবার ভার আমি সাধকগণের উপরই ন্যস্ত করিতেছি। পরিশেষে আরও নিবেদন করি এই গ্রন্থেও বহু সুগোপ্য আচারাদি বা প্রয়োগের উল্লেখ আছে কিন্তু গুরুপদেশ ব্যতীত কেবলমাত্র গ্রন্থসম্বাদে কেহ যেন তাহার

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হন। তাহা হইলে তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধির পরিবর্তে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা বর্তমান।

যাহা হউক, জগজ্জননী করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার এই অকুতিসম্মান দ্বারা তাঁহার পরমপ্রিয় এই গ্রন্থসম্পাদনা করাইলেন, তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণাবিন্দে ইহা নিবেদন করিলাম, জগজ্জননী প্রীতা হউন ইহাই প্রার্থনা।

নবভারত পার্লিশাস্ এর কর্তৃপক্ষ জগজ্জননীপ্রেরিতবুদ্ধি হইয়া জগৎ-কল্যাণার্থে এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া সকলের আলোচনার সুযোগ করিয়া দেওয়ার জগজ্জননীচরণে প্রার্থনা—তিনি তাঁহার অশেষ মঙ্গল সাধন করুন।

ইতি

শ্রীনিত্যানন্দ দেবশর্মা

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১। প্রথম পটল—সপরিয়া-বিধি—মহামায়া কালিকা- দেবীর দ্বাবিংশ অক্ষর মহামন্ত্র, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, পীঠন্যাস, ধ্যান ও অর্চনবিধি বলা হয়েছে।	১-৪৫
২। দ্বিতীয় পটল—পুরস্চরণ-বিধি—জপ, হোম ও তর্পণের কথা বর্ণিত হয়েছে। (প্রসঙ্গতঃ টিপ্পনীতে অন্যান্য পুরস্চরণের কথা ৪৬ পৃষ্ঠা থেকে ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে।)	৪৬-৪৮
৩। তৃতীয় পটল—নৈমিত্তিক-বিধি—হোমবিধি, বলির দ্রব্যাদি ও তর্পণের বিধি।	৪৯-৫৬
৪। চতুর্থ পটল—কামনা-বিধি—কাম্য-বিধি, কুলনারীর দর্শনে জপাদির বিধান।	৫৭-৬০
৫। পঞ্চম পটল—সিদ্ধ-বিদ্যা-বিধি—পঞ্চদশ ও দ্বাবিংশ শক্তি অক্ষর কালিকামন্ত্রের জপে সাধক সর্বার্থ লাভে সমর্থ হয়।	৬১-৬৪
৬। ষষ্ঠ পটল—বীর-সাধনা—শব-সাধনা, তার মন্ত্র ও প্রক্রিয়া, উগ্রচণ্ডা মহাবিদ্যার কথা ও সাধন- প্রণালী।	৬৫-৭৬
৭। সপ্তম পটল—রহস্য- পুরস্চরণ- বিধি—বিবিধ প্রকারে পুরস্চরণের দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধির কথা, লতা-সাধনের ইঙ্গিত, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ইষ্টসিদ্ধি।	৭৭-৮৩
৮। অষ্টম পটল—আচার-বিধি—বীরাচারীর আচরণ, মহামন্ত্রের সাধনার যোজনানিয়ম, কুল- রমণীদের সঙ্গে ব্যবহার, জপ, পূজা ও কুলতত্ত্ব-সমূহের অনুষ্ঠান।	৮৪-৮৮

- ৯। নবম পটল—বিদ্যা-ফল-বিধি—সকল বিদ্যার ৮৯-৯৩
 অধীশ্বরী অনিরুদ্ধ-সরস্বতীর জ্ঞানমাত্রে
 সর্বার্থ লাভ। ইহার জপই ব্রহ্ম-জপ,
 ইহার দ্বারা সাধকের সমস্ত বিপদ থেকে
 উদ্ধার প্রাপ্তি। বীর সাধক শ্রমশানে কুল-
 জ্ঞীগণের সাথে বিহার রত থেকে
 কালিকাদেবীর পূজায় সিদ্ধি লাভ করেন।
- ১০। দশম পটল—সিদ্ধ-বিদ্যা-বিধি—আকর্ষণ, বশী- ৯৪-১০২
 করণ, মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি কর্মসমূহ
 সাধনের অতি সহজ বিদ্যা।
- ১১। একাদশ পটল—সামান্য-সাধন—কালিকার সামান্য ১০৩-১০৭
 সাধন প্রণালী, তা দিয়ে আপদ বিপদ
 হতে অতি সহজে উদ্ধার লাভ হয়।
- ১২। দ্বাদশ পটল—পরম গুহ্যচার—বীর সাধকের নিত্য ১০৮-১১২
 ক্রিয়া। কুলাচার সাধনের গোপনীয়তা
 ও সিদ্ধি কথন।

কালীতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

[সপর্য্য-বিধিঃ]

কৈলাসশিখরাসীনঃ^১ দেবদেবঃ জগদ্গুরুম্^২ ।

উবাচ পার্বতী দেবী^৩ ভৈরবং পরমেশ্বরম্ ॥ ১

অনুবাদ—কৈলাস শিখরে উপবিষ্ট দেবদেব, জগদ্গুরু, পরমেশ্বর,
ভৈরবকে পার্বতী বলিয়াছিলেন ।

টিপ্পনী

শ্রীগুরুশ্চরণং বন্দে মাতাপিত্রোঃ পদাবুজম্ ।

বিঘ্নরাশিচ্ছিদঃ পাদৌ হেরদ্বয়ং মুদা তথা ॥

দ্বৈপাদযুগং বন্দে ভক্তিতঃ সৰ্ব্বসিদ্ধিদম্ ।

সংসারসাগরে ঘোরে জাগকৃদ্ ভীতিনাশকম্ ॥

শ্রীকালীতন্ত্রসংজ্ঞস্য গুহ্যতম্বনয়স্য হি ।

বিবৃতিঃ ক্রিয়তে সন্তঃ! শ্রীনিত্যানন্দ-শর্মণা ॥

বঙ্গভাষাময়ী ব্যাখ্যা তন্ত্রতত্ত্বাভিলাষিণাং ।

বঙ্গীয়ানাং মুদে কাচিং ক্ষম্যতাং ত্রুটরত্র যা ॥

শ্রীভগবান্ নিত্য ও এক । তাঁহার নিত্য নিবাসস্থান শ্রীকৈলাসধাম ।
সেই নিত্যধাম কৈলাসে অবস্থান করিয়াই পরমকারুণিক শ্রীমহেশ্বর
লোককল্যাণার্থে স্বয়ং দুই মূর্তি অর্থাৎ স্পষ্টতা ও বক্তা এই উভয় রূপ গ্রহণ করিয়া
তন্ত্ররাশি প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীভাস্কররায় ইহা বলিয়াছেন । ইহার সমর্থন
স্বচ্ছন্দতন্ত্রে পাওয়া যায়, ‘সদাশিব স্বয়ং গুরু ও শিষ্যের পদে অবস্থান করিয়া
প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে তন্ত্রের অবতারণা করিবেন’ । কল্পনুত্রেও কথিত
হইয়াছে—ভগবান্ পরমশিব ঐতি প্রভৃতি অষ্টাদশবিদ্যা, সকল দর্শনশাস্ত্র সেই
সেই অবস্থায় অনায়াসে প্রকাশ করিয়া নিজের অভিনা, জ্ঞানময়ী, ভগবতী
ভৈরবী কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া পঞ্চমুখে পাঁচটি আঙ্গুল প্রকাশ করিয়াছেন । তাহা

১। শিখরাক্রুৎ। হ।

২। জগৎপতিম্। গ।

৩। পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা। ক, ঘ, চ।

শ্রীপার্বত্যাচাৰ্য্য—

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিতিসংহারক^১ ।

কিং তদ্^২ ব্রহ্মময়ং ধাম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২

কালিকায়া মহাবিদ্ভাং সমস্তভেদ-সংযুতাম্^৩ ।

সপৰ্য্যভেদ-সহিতাং চতুৰ্ভুজ-ফলপ্রদাম্ ॥ ৩

শ্রীপার্বতী বলিলেন, হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারক দেবদেব মহাদেব । সেই ব্রহ্মময় তেজ্জ কীরূপ তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি । এবং কালিকাদেবীর চতুৰ্ভুজ-ফল-প্রদানকারী মহামন্ত্র সমস্ত ভেদের সহিত ও পূজার ভেদের সহিত শুনিতে ইচ্ছা করি । ২-৩

হইলে বিতর্কস্থলে পরমশিব নিজেই নিজকে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং উত্তরস্থলে নিজেই স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, ইহাই তাৎপর্য্য । ‘উবাচ’ এখানে লিট্ প্রত্যয় অতীতকালের দ্বারা তন্ত্রের সদাতনত্বই খ্যাপিত হইতেছে । এইজন্য তন্ত্ররাজের উত্তরপটলে ভবিষ্যৎ বাচ্য অর্থও ‘প্রোক্তম্’ এই অতীতকালীন প্রত্যয়ে কথিত হইয়াছে । ‘জগদগুরুম্’ এই বিশেষণ দ্বারা তন্ত্রের নির্দেশ প্রত্যেক মানবের অবশ্য পালনীয় ইহাই সূচিত হইতেছে । ১

ধামপদের অর্থ ভেদঃ । তত্ত্বশব্দের ব্রহ্ম ও যথার্থ্য দুইটি অর্থ থাকিলেও এখানে যথার্থ্য অর্থ গ্রহণীয় । আপাত দৃষ্টিতে পার্বতীর দুইটি প্রশ্ন বলিয়া মনে হইতেছে । একটী হইল ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ অপরটী হইল কালিকাদেবীর মহামন্ত্র এবং পূজাভেদ নিরূপণ । কিন্তু তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে বস্তুতঃ ইহা প্রশ্নদ্বয় নহে, ইহা একটীই প্রশ্ন । কারণ ব্রহ্ম ও শক্তি এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই । শক্তি ও শক্তিমানের কোন ভেদ নাই । ব্রহ্মকোটিতেই শক্তি অবস্থান করেন । পার্বতীর প্রশ্ন যে একটীই তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে ভৈরবের একটী উত্তর প্রদানে । আরও প্রমাণ হইল দেবীর মহামন্ত্রের বিশেষণরূপে চতুৰ্ভুজ ফলপ্রদাতৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে এই চতুৰ্ভুজফল হইল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । প্রাকৃতগুণাভিভূতের পক্ষে অপ্রাকৃত মোক্ষ প্রাপ্তি বা প্রদান সম্ভব নহে । অতএব মোক্ষরূপ ফল যিনি প্রদান করিবেন তাঁহাকে গুণত্রয়বিনিমুক্ত হইতে হইবে । যেহেতু

১। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক । ২। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক । ৩। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক ।

৪। কালিকায়া মহাদেব্যাঃ পূজাভেদ-বিশেষতঃ । ৫। ক, ও, চ ।

শ্রীভৈরব উবাচ—

মহাবিদ্ভাং মহামায়াং মহাযোগীশ্বরীং^১ পরাম্ ।
 সৰ্ববিদ্ভা-মহারাজ্ঞীং^২ সৰ্বসারসত-প্রদাম্^৩ ॥ ৪
 কামত্রয়ং বহিসংস্থং^৪ রতিবিন্দু-বিভূমিতম্^৫ ।
 কূৰ্চযুগ্মং তথা লজ্জা-বুগলং তদনন্তরম্ ॥ ৫
 দক্ষিণে কালিকে চেতি পূৰ্ববীজানি চোচ্চরেৎ^৬ ।
 অস্তে বহিবধুং দত্তাদ্ বিদ্যারাজ্ঞী প্রকৌত্তিতা ॥ ৬

শ্রীভৈরব বলিলেন, তোমার প্রশ্ন অনুসারে যে মন্ত্র নিরূপণ করিব, সেই মন্ত্রময়ী কালিকা দেবীকে মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহাযোগীশ্বরী, সৰ্ববিদ্যার অধীশ্বরী এবং সৰ্ববিদ্যাদায়িনীরূপে জানিবে। অতঃপর দেবীর দ্বাবিংশত্যক্ষর-রূপ মহামন্ত্র নিরূপিত হইতেছে। তিনটী কাম অর্থাৎ ককার, তাহার সহিত যুক্ত বহি অর্থাৎ রকার, রতি অর্থাৎ ঈকার, বিন্দু অর্থাৎ ঃ (অনুস্বার)। তাহা হইলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং এইরূপ হইল। তাহার পর দুইটী কূৰ্চ অর্থাৎ হুং হুং, দুইটী লজ্জা হ্রীং হ্রীং। তাহার পর দক্ষিণে কালিকে এবং পূর্বোক্ত সপ্ত মন্ত্র অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং। তাহার পর স্বাহা প্রদান করিবে। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইল ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। এই দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রময়ী মহাবিদ্যা সৰ্ববিদ্যাশ্রেষ্ঠারূপে কথিত। ৪-৬

কালিকামন্ত্রের মোক্ষফলদাত্ত অভিহিত হইয়াছে, সেইহেতু ইহা গুণত্রয়-বিনির্মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শ্লোকে যে মহাবিদ্যাপনটী রহিয়াছে তাহার অর্থ হইল মহামন্ত্র। মন্ত্র এবং দেবতার কোন ভেদ নাই। ‘কালিকায়াঃ’ এখানে যে ষষ্ঠী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও দেবতা ও মন্ত্রের মধ্যে অভেদ বুঝাইবার জন্য। অতএব ‘চতুর্বর্গ ফলদায়িনী কালিকা’ ইহাই ফলিতার্থ। মহাবিদ্যা এই পদ দ্বারা মহামন্ত্র অর্থাৎ দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রই প্রধান, ইহা সূচিত হইল। এইজন্য দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র প্রথমে নিরূপিত হইয়া পরে অন্যান্য মন্ত্র নিরূপিত হইয়াছে। সপর্যায়শব্দের অর্থ হইল পূজা। বিভিন্ন অধিকারিভেদে সেই পূজার যে বিভিন্নতা আছে তাহা। ২-৩

১। মহাযোগেশ্বরীম্। গ, ঘ। ২। সৰ্ববিদ্ভাং। খ। মহাসিদ্ধাং। চ।
 মহারাজ্ঞীং। ছ। ৩। সৰ্বসারসফলপ্রদাম্। ক। চতুর্বর্গফলপ্রদাম্। ঙ। ৪। বহিসংস্থং
 বহিসংযুক্তম্। ঙ। ৫। সমধিতম্। ঙ, গ, ঘ, চ। ৬। চোচ্চরেৎ। ঙ, চ।

কামশব্দের অর্থ ককার, কারণ “কঃ ক্রোধীশো মহাকালী কামদেবঃ প্রকাশকঃ” ভাস্কররায়ধৃত কোষের এই প্রমাণে কামশব্দে ককারকে বলা হইয়াছে। বহিবীজ অর্থাৎ রেফ, কারণ একাক্ষরকোষে “রঃ স্যাৎ কামেহনিলে বহৌ” এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। রতি অর্থাৎ ঙ্গকার, কারণ “ঙ্গেগোবিন্দ-স্তিমূর্তিঃ স্যাদ্ বামাক্ষী কমলা কলা। মায়া লক্ষ্মীরতিঃ শান্তি বৈষ্ণবী বিন্দু-মালিনী,” এই মন্ত্রাভিধানকোষে বামাক্ষীশব্দে ‘ঙ্গকার’ অভিহিত হইয়াছে। বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার। কারণ মাতৃকানিঘণ্টনুতে কথিত হইয়াছে—“অত্রুরো ব্যোম-রূপশ্চ প্রদ্যুম্নচন্দ্রসংজ্ঞকঃ। অনুস্বারস্তথা বিন্দুরঙ্গারশ্চ শিরোগতঃ।” তাহা হইলে ঙ্গকার ও অনুস্বারবিভূষিত রকারাবস্থিত তিনটি ককার। তাহার পর দুইটি কূর্চ। কূর্চ অর্থাৎ হুং, কারণ মন্ত্রাভিধানে অভিহিত হইয়াছে “হুং কূর্চং পরমেশি দীর্ঘকবচম্”। তাহার পর দুইটি লজ্জা অর্থাৎ হ্রীং-দ্বয়। কারণ মন্ত্রাভিধানে কথিত হইয়াছে “হ্রীং লজ্জা গিরিজা চ শক্তিরপি হুল্লেকা চ মায়া পরা”। বহিবধু অর্থাৎ স্বাহা, কারণ মন্ত্রাভিধানে কথিত হইয়াছে “স্বাহা বহিবধুঃ শিরোহপি ঠ-যুগম্”। তাহা হইলে সম্পূর্ণমন্ত্র হইল ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। প্রথমে যে দ্বিতীয়ান্ত পদ রহিয়াছে তাহাকে ‘জানীয়াৎ’ এইরূপ ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া তাহার কর্মরূপে অন্বয় করিতে হইবে। মহামায়াশব্দের তাৎপর্য্য হইল যিনি পরমেশ্বরকেও বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই মহামায়া (মাতি ঈশ্বরমপি বশীকরোতি মায়া)। অথবা যাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ অবস্থাদ্বারা পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের অবস্থিতি অনুভূত হইয়া থাকে, তিনিই মহামায়া। মহাযোগীশ্বরী অর্থাৎ মহাযোগীও যাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মহাযোগীর পক্ষেও যাঁহাকে অতিক্রম করা সম্ভব নহে। যাঁহার করুণাব্যাতিরেকে মহাযোগীর যোগাশ্রয়ও সম্ভব নহে, তিনিও মহাযোগীশ্বরী। সারস্বত অর্থাৎ বিন্যা। মহাবিদ্যা ও মন্ত্রের অভেদ পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে। এখানেও তাহারই সূচনা করিয়া মহাবিদ্যার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াই মন্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন।

মন্ত্র হইল তিন প্রকার। (১) পুং-মন্ত্র, (২) স্ত্রী-মন্ত্র, (৩) ক্লীব-মন্ত্র। তাহাদের স্বরূপ যথা—(১) হুং বা ফট্ যে সকল মন্ত্রের অন্তে থাকিবে সেই সকল মন্ত্র পুং-মন্ত্র-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। (২) যে সকল মন্ত্রের অন্তে স্বাহা থাকিবে সেই সকল মন্ত্র স্ত্রীমন্ত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। (৩) নমঃ যাহাদের অন্তে থাকিবে সেই সকল মন্ত্র ক্লীবমন্ত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা, শারদাতিলকের দ্বিতীয় পটলে—

মন্ত্ৰাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ ।

পুংস্ত্রীনপুংসকাঙ্কানো মন্ত্ৰাঃ সৰ্ব্বৈ সমীৰিতাঃ ॥

পুংমন্ত্ৰা হুংফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিষ্ঠান্তাশ্চ ত্রিয়ো মতাঃ ।

নপুংসকা নমোহন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধাঃ ॥

স্ত্রীমন্ত্ৰ বিদ্যানামে অভিহিত হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্ৰরূপিণী বিদ্যা সর্ববিদ্যার অধীশ্বরী । অথবা বিদ্যারাজ্ঞী পদের এইরূপ অর্থ হইতে পারে, বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, বহুবিধ ব্রহ্মবিদ্যা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই মন্ত্ৰরূপিণী বিদ্যা সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সেইজন্য ইহা ‘বিদ্যারাজ্ঞী’-রূপে অভিহিতা । এইজন্য শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

উপায়া বহবঃ সন্তি জ্ঞাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

তথাপি প্রকৃতেযোষাং ক্ষিপ্ৰং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ ॥

ইহার অর্থ হইল সনাতন ব্রহ্মকে জানিতে বহু উপায় আছে, তবুও স্ত্রীপ্রকৃতি হেতু তিনি ত্বরায় প্রত্যক্ষ হইবেন ।

যদিও কাম-শব্দদ্বারা রেফাদি, বহি-শব্দদ্বারা ঈকারাদি, রতি-শব্দদ্বারা উকারাদিও অভিহিত হইয়া থাকে, তথাপি বিভিন্নতন্ত্রের কখন অনুসারে এখানে ককারাদিকেই গ্রহণ করিতে হইবে । এই বিষয়ে কালিকোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

অথ হৈনাং ব্রহ্মরক্তে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাং ত্রিগুণামুক্তা কামরেফে-
ন্দিরাবিন্দুমেলনরূপা, এতত্রিগুণামাদৌ, তদনু কূর্চবীজদ্বয়ং, কূর্চবীজস্ত
ব্যোমষষ্ঠদ্বরবিন্দুমেলনরূপং, তদেব দ্বিরুচ্চার্য্য, ভুবনাদ্বয়ং, ভুবনা তু ব্যোম-
জ্বলনেন্দিরাশূন্যমেলনরূপা, তদ্বয়ং, দক্ষিণে কালিকে চেতি মুখ্যতা, তদনু
সপ্তবীজমুচ্চার্য্য বৃহস্তানুজায়াং সমুচ্চরেৎ ।

ইহার তাৎপর্য্য হইল, বক্ষ্যমাণমন্ত্ৰ বলিলে ব্রহ্মরক্তে ব্রহ্মস্বরূপিণীর উপলব্ধি হয় । মন্ত্ৰোদ্ধার যথা—প্রথমে সুভগা, কাম অর্থাৎ ককার, তাহার পর রেফ, তাহার পর ইন্দিরা অর্থাৎ ঈকার, ইহার সহিত বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার যুক্ত হইলে ক্রীং হইল, ইহাই সুভগানামে অভিহিত হয় । ইহা তিনবার, তাহা হইলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং । তাহার পর কূর্চবীজদ্বয়, তাহার উদ্ধার যথা—ব্যোম অর্থাৎ হকার, তাহার সহিত ষষ্ঠদ্বর অর্থাৎ উকার, ইহার সহিত বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারকে মিলাইলে হুং হইল । ইহার দুইটি অর্থাৎ হুং হুং । তাহার পর ভুবনাদ্বয় । ভুবনার উদ্ধার হইল—ব্যোম অর্থাৎ হকার । জ্বলন অর্থাৎ রকার । ইন্দিরা অর্থাৎ ঈকার, ইহার সহিত শূন্য অর্থাৎ অনুস্বার মিলাইলে ত্রীং হইল । তাহা

দুইটি অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং । ইহার পর দক্ষিণে কালিকে । তাহার পর পুনরায় পূর্বোক্ত সপ্তবীজ অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং । তাহার পর বৃহত্তানুজ্ঞায়া অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিতে হইবে । তাহা হইলে সমুদয় মিলিয়া মন্ত্র হইল—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা । কাল্যার্কনচন্দ্রিকাধৃত বীরতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

ককারং বহিসংযুক্তং রতি-বিন্দু-সমন্বিতম্ ।

ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কৃচ্চয়ুগং লজ্জায়ুগং ততঃ ॥

দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ববীজানি চোদ্ধরেৎ ।

বহিজ্ঞায়াবধিঃ প্রোক্তঃ কালিকায়ামনুষ্মতঃ ॥

অর্থাৎ ককার, বহি—রকার, রতি—ঈকার, বিন্দু—অনুস্বার=ক্রীং, ইহা তিনটি ; ইহার পর কৃচ্চ—হুং, ইহা দুইটি ; ইহার পর লজ্জা—হ্রীং, ইহা দুইটি ; তাহার পর দক্ষিণে কালিকে ; তাহার পর পূর্বোক্ত সাতটি বীজ, ইহার পর বহিজ্ঞায়া—স্বাহা যুক্ত করিলে কালিকার মন্ত্র জানিতে হইবে ।

তন্ত্রসারধৃত যামলতন্ত্রে মন্ত্রের অর্থ কথিত হইয়াছে—

ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী ।

জলনার্থসমায়োগাৎ সর্বতেজোময়ী শুভা ॥

মায়াত্রয়েণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।

বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী ॥

বীজত্রয়া শাস্তবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা ।

শব্দবীজত্রয়েণৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী ॥

লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।

সম্বোধনপদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী ॥

স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্বপাপ-প্রণাশিনী ॥

তাৎপর্য্য হইল—ককার হইল জলরূপ, সেইজন্য তিনি মোক্ষদাত্রী । জলনার্থক রকারের যোগহেতু তিনি মঙ্গলময়ী সর্বতেজোময়ী । হে দেবেশি ! তিনটি মায়াবীজ দ্বারা তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী এই অর্থের বোধ হইতেছে । বিন্দুসমূহের নিষ্কলত্বহেতু তিনি কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষফলদায়িনী । শাস্তবী সেই তিনটি বীজ জ্ঞান ও চৈতন্য ফলপ্রদান করে । তিনটি শব্দ-বীজত্রয় হেতু শব্দরাশির বোধকারিণী । লজ্জাবীজদ্বয়হেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী । সম্বোধনপদে তিনি সর্বদা সান্নিধ্য করিয়া থাকেন । স্বাহাতে বুঝা যাইতেছে জগজ্জননী সর্বপাপ বিনষ্ট করেন ।

রামানন্দ তীর্থস্বামী বিরচিত তন্ত্রসার পরিশিষ্টগ্রন্থে উল্লিখিত উত্তরাতন্ত্রের
বচনে মন্ত্রের অক্ষরসমূহ দ্বারা অঙ্গ বিভাগ কথিত হইয়াছে। যথা—

ক্রীংকারো মস্তকং দেবি ক্রীংকারশ্চ ললাটিকম্ ।
নেত্রত্রয়ঞ্চ ক্রীংকারো হুংকারেণ চ নাসিকা ॥
হুংকারো মুখপদ্মং স্রীং হ্রীংকারঃ কর্ণযুগ্মকম্ ।
হ্রীংকারেণ ভবেদ্ গ্রীবা দকারশ্চিবুকং ভবেৎ ॥
ক্ষিকারেণ ভবেদ্ দন্তো ণেকারেণোষ্ঠযুগ্মকম্ ।
কাকারেণ স্তনদ্বন্দ্বং লিকারঃ পৃষ্ঠদেশকঃ ॥
কেকারেণ ভবেদ্ বাহুঃ ক্রীংকারেণোদরং ভবেৎ ।
ক্রীংকারো নাভিদেশঃ স্রীং ক্রীংকারশ্চ নিতম্বকঃ ॥
হুংকারো যোনিরূপঃ স্রাদ্ হুংকারেণোরুযুগ্মকম্ ।
হ্রীংকারো জ্ঞানযুগ্মং স্রাদ্ হ্রীংকারো গুল্ফদেশকঃ ।
স্রাশব্দেন পদদ্বন্দ্বং হ্রাশব্দৈর্নখরং তথা ॥

অর্থাৎ—হে দেবি । ক্রীং হইল মস্তক, ক্রীং ললাট, ক্রীং নেত্রত্রয়, হুং
নাসিকা, হুং মুখপদ্ম, হ্রীং কর্ণযুগল, হ্রীং গ্রীবা, দকার চিবুক, ক্ষিকার দন্ত,
ণেকার ওষ্ঠযুগল, কাকার স্তনযুগল, লিকার পৃষ্ঠদেশ, কেকার হস্ত, ক্রীং উদর,
ক্রীং নাভিদেশ, ক্রীং নিতম্বদেশ, হুং যোনি, হুং উরুযুগল, হ্রীং জ্ঞানযুগল, হ্রীং
গুল্ফদেশ, স্রা পদযুগল, হ্রা নখরসমূহ ।

ইহাতে অনুষ্ঠ অঙ্গগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ।

শান্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত যামলতন্ত্রে মন্ত্র ও দেবতার ঐক্যভাবনার কথা বলা
হইয়াছে । যথা—

মন্ত্রার্থদেবতারূপচিন্তনং পরমেশ্বরী ।
মন্ত্রাঙ্ককস্য দেহস্য মন্ত্রবাচ্যো দেবতা ॥
বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ।
মন্ত্রবাচ্যা দেবতা চ মন্ত্রো হি বাচকঃ স্মৃতঃ ॥
বাচকেহপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি ॥

অর্থাৎ—হে পরমেশ্বরী । মন্ত্রার্থ ও দেবতার রূপ চিন্তা করিবে । মন্ত্রস্বরূপ
দেহের অর্থাৎ মন্ত্রের বাচ্য হইলেন দেবতা । বাচ্য-বাচকভাবে মন্ত্র ও দেবতার
মধ্যে কোন ভেদ নাই । মন্ত্রের বাচ্য হইলেন দেবতা, বাচককে জানিলে বাচ্য
প্রসন্ন হয়েন ।

উত্তরাতন্ত্রে মন্ত্রের অক্ষরসমূহদ্বারা দেবতার ইন্দ্রিয় কল্পনার কথা বলা

নাত্র সিদ্ধাভ্যপেক্ষাস্তি ন বা মিত্রারিলক্ষণম্^১ ।

ন বা প্রয়াসবাহুল্যং^২ ন কায়ক্ৰেশসম্ভবঃ ॥ ৭

পূর্ব্ব কথিত এই মন্ত্রে সিদ্ধ-সাধ্যাদি অথবা মিত্র-অরি বিচারের কোন অপেক্ষা নাই। কোন অনুষ্ঠান-বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না, শারীরিক ক্রেশেরও অবকাশ নাই। ৭

হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু দেবতার রূপ হইল মন্ত্রস্বরূপ। এই বিষয়ে বামকেশ্বরতন্ত্রের সেতুবন্ধ টীকায় ভাস্কররায় বলিয়াছেন—

“উপাস্তায়াঃ পরমেশ্বর্য্যাস্ত্রীণি রূপাণ্যুপাস্তিযোগ্যানি, স্থূলং সূক্ষ্মং পরঞ্চৈতি ।
তজ্জাদং করচরণাণ্ডবয়বশীলং মন্ত্রসিদ্ধিমতাং চক্ষুরিল্লিয়-পাণীল্লিয়যোগ্রাহম্ ।
দ্বিতীয়ং মন্ত্রাশ্রকং পুণ্যবতাং শ্রবণেল্লিয়-বাগিল্লিয়যোগ্রাহম্ । তৃতীয়ং
বাসনাশ্রকং পুণ্যবতাং মনসো যোগম্ । এতল্লিতয়াতীতন্ত বাহ্মনসাতীতং
মুক্তৈরহম্ভুগানুভূয়মানমখণ্ডং রূপম্ ।

অর্থাৎ—উপাস্তা পরমেশ্বরীর উপাসনাযোগ্য তিনটি রূপ আছে। যথা—
স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর। প্রথম স্থূল রূপ মন্ত্রসিদ্ধিশালিগণ চক্ষুরিল্লিয় ও পাণীল্লিয়ার
সাহায্যে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মন্ত্রাশ্রক সূক্ষ্মরূপ পুণ্যবান্গণ শ্রবণেল্লিয় ও
বাগিল্লিয়ার সাহায্যে গ্রহণ করেন। তৃতীয় বাসনাশ্রক পররূপ পুণ্যবান্গণের
কেবল মনের গ্রহণীয়। ইহার অতীত যে রূপ তাহা বাক্য ও মনেরও অতীত।
এই অখণ্ডরূপকে মুক্তপুরুষ অহংরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। ৪-৬

যদিও মূলে কেবল অ ক থ হ চক্রোক্ত সিদ্ধ-সাধ্যাদি বিচারের এবং কুলা-
কুল চক্র বিচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার উপলক্ষণত্ব স্বীকার করিয়া
কোন চক্রবিচারেরই আবশ্যকতা নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। কলিকালে
কর্মসমূহের চতুর্গুণ অনুষ্ঠানে ফল লাভের যে উপদেশ আছে ‘প্রয়াসবাহুল্য’
বাক্য দ্বারা এই মন্ত্রে তাহারও প্রয়োজন নাই বলা হইল। যোগশাস্ত্রে আসন,
প্রাণায়াম প্রভৃতি যে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে,
এই মন্ত্র সাধনার সেই সকলের প্রয়োজন হয় না। এই বিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ,
এই জ্ঞান ইহার স্মরণমাত্রে সাধক জীবমুক্ত হইলেন। ইহা কাল্যার্কনচল্লিকাধৃত
কামাখ্যাভক্তে কথিত হইয়াছে—

১। নাত্র বিদ্যাবিশুদ্ধাস্তি নারিমিত্রাদিলক্ষণম্ । ৬, ৮। নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধিস্ত
নারিমিত্রাদিলক্ষণম্ । ৯। নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধির্বা নারিমিত্রাদিচিন্তনম্ । ১০। ২। ন
বিশুব্যবাহুল্যম্ । ৩।

কালীতারা-মন্ত্রদানে চক্রচিন্তাং কৰোতি যঃ ।

কা গতিৰিদ্ধ্যতে তস্য নিস্তারো বিদ্যতে ন চ ॥

অর্থাৎ যিনি কালী ও তারার মন্ত্রদানে চক্রবিচারের চিন্তা করেন, তাঁহার কি গতি হয় এবং নিস্তারের কি কোন উপায় আছে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

ঈশ্বর উবাচ—

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ কালীতারামনৌ প্রিয়ে ।

কৃতে চক্রাদিগগনে শুনীবিষ্ঠাকুমির্ভবেৎ ॥

কল্লান্তেহপি মহাদেবি নিস্তারো বিদ্যতে ন হি ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলেন হে প্রিয়ে ! যদি কেহ অজ্ঞান বা মোহবশতঃ কালী ও তারার মন্ত্রে চক্রাদিগগনা করেন তাহা হইলে, তিনি কুকুরীর বিষ্ঠায় কুমি হইবেন । হে মহাদেবি ! কল্লান্তেও তাঁহার নিস্তার নাই ।

পুরশ্চর্য্যার্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত দেবীপুরাণের বচনে কথিত হইয়াছে—

কালিকায়াক্ষ তারায়াক্ষ কুল্লকায়াক্ষ ত্রিকূটকে ।

তথৈবাক্ষরকূটে চ শিবপঞ্চাক্ষরেহপি চ ॥

ষড়ক্ষরে তু তস্মৈব বিষ্ণোরষ্টাক্ষরেহপি চ ।

বিষ্ণোদ্বাদশবর্ণে চ রামচন্দ্রেহথ তারকে ॥

বৈষ্ণবেষু চ ভৈরব্যাক্ষ সুন্দরীমন্ত্রবর্য্যাকে ।

সারস্বতে চ বালায়াক্ষ সিদ্ধাদীনু নৈব শোধয়েৎ ॥

অর্থাৎ কালিকায়, তারায়, কুল্লকায়, ত্রিকূটে, অক্ষরকূটে, শিবপঞ্চাক্ষরে, শিবষড়ক্ষরে, বিষ্ণুর অষ্টাক্ষরে, বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষরে, রামচন্দ্র-মন্ত্রে, তারক-ত্র্যমন্ত্রে, বিষ্ণুবিষয়ক মন্ত্রসমূহে, ভৈরবীমন্ত্রে, সুন্দরীমন্ত্রে, সরস্বতীমন্ত্রে, বালামন্ত্রে সিদ্ধাদি-চক্রবিচার করিবে না ।

কেহ কেহ উক্ত বচনগুলিকে মন্ত্রসমূহের অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাবাক্য মনে করিয়া সিদ্ধাদি বা অরিমিত্রাদি বিচার করেন । আবার কেহ কেহ তত্ত্বসারধৃত—কালিকায়াক্ষ তারায়াক্ষতারাচক্রং শুভং ভবেৎ । এই প্রমাণ অনুসারে কেবলমাত্র তারাচক্র বিচার করেন । কেহ কেহ অরিমন্ত্রের অত্যন্ত দোষশ্রুতি থাকায় অকথহচক্রের বিচার করেন । ৭

যন্তাঃ স্মরণমাত্রেণ জীবমুক্তো ভবেন্নরঃ^১ ।
 ভৈরবোহস্ত ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহতম্^২ ॥ ৮
 দেবতা কালিকা প্রোক্তা^৩ লজ্জাবীজস্ত বীজকম্ ।
 শক্তিস্ত^৪ কূর্চবীজং শ্রাদানিরুদ্ধ-নরস্বতী ॥ ৯

যাঁহার স্মরণমাত্রে মানব জীবমুক্ত হন, তাঁহার এই মন্ত্রে ঋষি হইলেন ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দেবতা কালিকা, বীজ হ্রীং, শক্তি হুং । এবং এই মন্ত্রের উপসনা করিলে সাধকের সরস্বতী অর্থাৎ বাক্ কখনও নিরুদ্ধ হন না অর্থাৎ এই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাধককে বাক্‌সিদ্ধি প্রদান করেন । ৮-৯

সকল বিদ্যারই শিব হইলেন ভৈরব, তিনি বিদ্যাবিশেষে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । কালিকা বিদ্যার ঋষি ও ভৈরব হইলেন মহাকাল । এই বিষয়ে পুরশ্চর্য্যাবধৃত শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

কালিকায়াম্ মহাকালঃ সূন্দর্য্যা ললিতেশ্বরঃ ।

যিনি আদি পুরুষ হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয় । এই বিষয়ে তন্ত্রসাহিত্যে গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মহেশ্বরমুখাজ্ জাতা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুন্ ।

সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তচ্চ ঋষিরীকিতঃ ॥

অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বরের মুখ হইতে মন্ত্র জানিয়া তপস্যা দ্বারা সেই মন্ত্রের সাধনা করেন, সেই শুদ্ধাত্মা সেই মন্ত্রের ঋষিরূপে কথিত হইয়া থাকেন ।

ইহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে । কালীর সহিত অভিন্ন মহাকালরূপী মহেশ্বর লোকশিক্কার জন্ম যমঃ কালীর উপাসনা করিয়াছেন এ বিষয়ে মহাকাল-বিরচিত কর্পূরাদিস্তোত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে । এবং সেইজন্য তাঁহাকেই ঋষি বলা হয় । মূলে ছন্দোরূপে উষ্ণিক্, দেবতারূপে দক্ষিণ কালিকা, বীজরূপে লজ্জাবীজ হ্রীংকার, শক্তিরূপে কূর্চবীজ হুংকার এবং বিনিয়োগ-রূপে কবিতাদি উল্লিখিত হইয়াছে । ৮-৯

১। ততাঃ । অস্তাঃ স্মরণমাত্রেণ সিদ্ধায়েহতৌ ভবন্তি হি । ৮, গ, ঘ । ২। ছন্দো বদ্যননে । গ । ৩। দেবী । ক । ৪। তন্ত্রসারে শ্যামাবহন্তে চ উদ্ধৃতং কালীতন্ত্র-বচনাবল্যাং 'বীজকম্' ইত্যন্তঃ পরম্ 'শক্তিস্ত' ইত্যন্তঃ পূর্বং 'কালিকাকান্তবীজং শ্রাদ্ধতুর্বার্হকল-প্রসম্' ইত্যাদিকঃ প্যাঠো দৃশ্যতে ।

কবিত্বার্থে নিয়োগঃ^১ শ্রাদেবং ঋষ্যাদিকল্পনা ।

অঙ্গশাস-করশাসৌ যথাবদভিধীয়তে ॥ ১০

কবিত্বার্থে ইহার বিনিয়োগ হইবে। এই প্রকারে ঋষি—প্রভৃতি কথিত হইল। অনন্তর যথায়থ ভাবে অঙ্গশাস ও করশাস কথিত হইবে। ১০

মূলে ঋষি প্রভৃতি অভিহিত হইলেও কীলক অভিহিত হয় নাই। এই বিষয়ে শ্রামারহস্য ধৃত কালীক্রমে কথিত হইয়াছে—

কীলকশ্রাদবীজন্ত চতুর্বর্গার্থসিদ্ধয়ে ।

অর্থাৎ—আদ্যবীজ ক্রীং হইল কীলক এবং চতুর্বর্গ লাভ হইল ফল ।

মূলে যদিও কবিত্ব লাভকে প্রয়োজন বলা হইয়াছে বস্তুতঃ ইহা উপলক্ষণ। সাধক নিজের অভিলষিতার্থেরই উল্লেখ করিবেন ইহাই শ্রামারহস্যকারের সিদ্ধান্ত। তিনি তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার জন্য পূর্বোক্ত কালীক্রমের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, কুলচূড়ামণিগ্রন্থ হইতেও এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ভৈরবোহস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষিক্ ছন্দ উদাহৃতম্ ।

দক্ষিণা কালিকা দেবী চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥

অর্থাৎ—এই মন্ত্রের ভৈরব হইলেন ঋষি, ছন্দঃ উষিক্, দেবতা দক্ষিণ-কালিকা। তিনি চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন।

চতুর্বর্গ ফলের উল্লেখ থাকায় অনেকে ‘চতুর্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ’ এইরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তত্ত্বসারে কিন্তু ‘পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ’ এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুইটি বাক্যের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই, কারণ চতুর্বর্গ বলিতে যেরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বোধ হয়, পুরুষার্থ বলিতেও ঐ চারিটির বোধ হয়।

ঋষি প্রভৃতি না জানিয়া উপাসনা অত্যন্ত দোষাবহ। এই বিষয়ে গোতমীরত্নে কথিত হইয়াছে—

ঋষিচ্ছন্দোহপরিজ্ঞানায় মন্ত্রঃ ফলদো ভবেৎ ।

দৌর্দল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজ্ঞানতাম্ ॥

অর্থাৎ—ঋষি, ছন্দঃ না জানিলে মন্ত্র ফলদান করেন না। যিনি বিনিয়োগ জানেন না, তিনি দুর্দলতাকে প্রাপ্ত হন।

ঋত্বাদিত্যাসের অবস্থা করণীয়তা বিষয়ে শাস্ত্রানন্দ-তরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে—

ঋষিচ্ছন্দোদেবতানাং বিত্বাসেন বিনা যদি ।

করোতি সাধকো যচ্চ তৎ সৰ্ব্বং বিফলং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ—ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা প্রভৃতির ত্যাস ব্যতিরেকে ঋষিনি সাধনা করেন, সেই সাধকের সেই সাধনা ব্যর্থ হয় ।

গৌতমীয়তন্ত্রে ত্যাসের স্থান কথিত হইয়াছে—

গুরুত্বান্নস্তকে চাস্য ত্যাসস্ত পরিকীর্তিতঃ ।

সৰ্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে ॥

অক্ষরত্বাং পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ প্রকীর্তিতম্ ।

সৰ্ব্বেষামেব জন্তুনাং ভাষণাং প্রেরণাস্তথা ॥

হৃদয়াভ্যোজ্জমধ্যস্থাং দেবতাং তত্র তাং ত্যসেৎ ॥

অর্থাৎ—যেহেতু ঋষি হইলেন গুরু সেইজন্য তাঁহাকে মন্তকে স্থাপন করিবে হয় । সকল মন্ত্রতত্ত্বকে আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দো নামে অভিহিত হয় এবং উহা অক্ষররূপী ও পদরূপী বলিয়া মুখে উহার স্থাপন হয় । সকল প্রাণীকে ভাষণসামর্থ্য প্রদান করেন ও প্রেরণাদান করেন এবং সকলের হৃৎপদ্মে তিনি অবস্থান করেন, এইজন্য সেই দেবতাকে হৃৎপদ্মেই স্থাপন করিতে হয় ।

শাস্ত্রানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে—

ঋষিং ত্যসেন্দৃষ্টি দেশে ছন্দস্ত মুখপঙ্কজে ।

দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজস্ত গুহ্যদেশকে ॥

শক্তিস্ত পাদয়োশ্চৈব সৰ্ব্বাঙ্গে কীলকং ত্যসেৎ ॥

অর্থাৎ—মন্তকদেশে ঋষিকে, মুখপদ্মে ছন্দকে, হৃদয়ে দেবতাকে, গুহ্যদেশে বীজকে, চরণযুগলে শক্তিকে, সৰ্ব্বাঙ্গে কীলককে ত্যস্ত করিবে ।

কাল্যর্চনচন্দ্রিকাদ্বিত কালীসৰ্ব্বস্বসম্পূটক গ্রন্থের বচনে ঋত্বাদিত্যাসে অঙ্গুলি-নিয়ম কথিত হইয়াছে—

অঙ্গুষ্ঠস্ত শীর্ষদেশে মধ্যমাণামিকে মুখে ।

অঙ্গুষ্ঠরহিতং দেবি হৃদি দেবং বিনির্দ্দেশেৎ ॥

তত্ৰাখ্যমুদ্রয়া দেবি গুহ্যে বীজং বিনির্দ্দেশেৎ ।

শক্তিস্ত বিত্বসেদ্ ভদ্রে মধ্যাঙ্গুল্যা পদদ্বয়ে ॥

কীলকং বিত্বসেদ্ দেবি সৰ্ব্বাঙ্গে তলয়োস্তথা ॥

ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাচেন কল্পয়েৎ ।

হৃদয়ায় নমঃ প্রোক্তং শিরসে বহ্নিবল্লভা ॥ ১১

শিখায়ৈ বষড়্‌িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্ ।

নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ স্তাদস্ত্রায় ফড়্‌িতি ক্রমঃ^১ ॥ ১২

প্রথমে প্রণব অর্থাৎ, ওঁ উচ্চারণ করিয়া আং, ঈং, উং ঐং, ঔং, অং এই ছয়টি দীর্ঘ স্বরযুক্ত বীজদ্বারা যথাক্রমে হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্‌, কবচায় হুং, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ এই মন্ত্রে অঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রুং শিখায়ৈ বঁষট্‌, ওঁ ক্রৈং কবচায় হুম্, ওঁ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। ওঁ ক্রঃ স্ত্রায় ফট্‌ এইভাবে অঙ্গন্যাস এবং এইভাবে করন্যাসও করিতে হয়। ১১-১২

অর্থাৎ—হে দেবি! মস্তকে ঋষিগ্নাসে অঙ্কুষ্ঠ, মুখে ছন্দোগ্নাসে মধ্যমা ও অনামিকা, হৃদয়ে দেবতা স্থাপনে অঙ্কুষ্ঠ ব্যতিরিক্ত অস্থ সকল অঙ্কুলী, গুহে বীজগ্নাসে তত্ত্বমুদ্রা, চরণযুগলে শক্তিগ্নাসে মধ্যাঙ্কুলী, সর্কাস্ত্রে কীলকগ্নাসে উভয়হস্তের তলদেশ প্রযুক্ত করিতে হয়।

পূর্বোক্ত ক্রমে গ্নাসের পূর্বে কৃতাজলি হইয়া “অস্থ মন্ত্রস্য ভৈরবঋষি-
রুষ্ণিকৃচ্ছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং
পুরুষার্চতুষ্টিয়সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ” এইরূপ পাঠ করিতে হয়। ১০

প্রণব অর্থাৎ ওঁ আদিতে আছে যাহার তাহাকে প্রণবাদ্য বলা হয়। এই পদটি ‘বীজেন’ ইহার বিশেষণ। ষট্‌দীর্ঘান্ (আ-ঈ-উ-ঐ-ও-অঃ) ভজতে অর্থাৎ ছয়টি দীর্ঘস্বরকে যে ভজনা করে, এই পদটিও ‘বীজেন’ ইহার বিশেষণ। বীজশব্দের অর্থনির্দ্ধারণে কিন্তু মতভেদ আছে। তন্ত্রসারপ্রণেতা শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ-
আগমবাগীশের মতে ‘হ্রীং’-কারকে বীজশব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমৎ
পূর্ণানন্দ পরমহংস বীজশব্দে আদ্য বীজ ‘ক্রীং’-কারকে গ্রহণ করিয়াছেন।
শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ “লজ্জাবীজস্ত বীজকম্” এই প্রমাণে ‘হ্রীং’
বীজকে পারিভাষিক বীজরূপে গ্রহণ করিয়া ‘তেন মায়য়া ষড়্‌ঙ্গক্রমঃ’ এইরূপ
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস তাহার শ্যামারহস্য গ্রন্থে মূলের

১। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, চ স্ত্রায় ফট্‌, প্রকীর্ণিতম্! খ, গ, ঘ। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌,
স্তাদস্ত্রায় ফট্‌, প্রকীর্ণিতম্! চ।

বীজশব্দে আদ্য বীজ হইবে বলিয়া তাহার সমর্থনে স্বতন্ত্রতন্ত্র হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

প্রণবক্ষ্যাদ্যবীজঞ্চ বড়্ দীর্ঘস্বরভাজিতম্ ।

কুর্য্যাৎ বড়্‌স্ববিজ্ঞাসং মূলখণ্ডত্রয়েণ বা ।

অর্থাৎ প্রথমে ওঁ উল্লেখ করিয়া আদ্য বীজ ক্রীং-কারকে ছয়টি দীর্ঘস্বরে যুক্ত করতঃ বড়্‌স্ববিজ্ঞাস করিবে অথবা মূলকে ত্রিভাগ করিয়া তাহা দ্বারা বড়্‌স্ব-বিজ্ঞাস করিবে । এই বচনে স্পষ্টতঃ আদ্য বীজ উল্লিখিত হওয়ায় ক্রীং বীজেরই গ্রহণ হইবে, পারিভাষিক হ্রীং বীজের নহে । ইহার সমর্থনে তিনি বীরতন্ত্র হইতে—

দীর্ঘষট্‌কযুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ।

অর্থাৎ প্রণবপূর্বক ছয়টি দীর্ঘ স্বরযুক্ত আদ্য ক্রীং বীজের দ্বারা করাজ্ঞাস কল্পনা করিবে—এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহা হইলে এই আলোচনায় ইহাই বুঝা গেল তন্ত্রসার-প্রণেতা শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশের মতে ‘হ্রীং’ বীজদ্বারা, শ্যামা-ব্রহ্মকার শ্রীমৎপূর্ণানন্দ পরমহংসের মতে ‘ক্রীং’ বীজদ্বারা করাজ্ঞাস করিতে হইবে । কেহ কেহ বলেন বস্তুতঃ বিরোধ না থাকায় এখানে ইচ্ছা বিকল্প হইবে অর্থাৎ ক্রীং বা হ্রীং যে কোন একটি বীজদ্বারা জ্ঞাস করা যাইতে পারে ।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে ‘মূলখণ্ডত্রয়েণ বা’ এইরূপ উল্লিখিত হওয়ায় করাজ্ঞাসে ইহাও একটি কল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে । শ্যামাব্রহ্মে কথিত হইয়াছে—

“মূলখণ্ডত্রয়দ্বিরাহৃত্য বা কুর্য্যাৎ । আদ্যসপ্তবীজেন হৃদয়ং, দ্বিতীয়খণ্ড-ষড়্‌ক্ষরেণ শীর্ষং, তৃতীয়খণ্ডেন শেষাঙ্করেণ শিখাং, পুনরাদ্যখণ্ডেন কবচং, দ্বিতীয়খণ্ডষড়্‌ক্ষরেণ নেত্রত্রয়ং, তৃতীয়খণ্ডেনাস্তম্ । ইখং বা বড়্‌স্ববিজ্ঞাসং কুর্য্যাৎ ।”

অর্থাৎ মূলকে খণ্ডত্রয় করিয়া তাহার দুই আবৃত্তি দ্বারা বড়্‌স্ববিজ্ঞাস করিবে । যথা প্রথম সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, দ্বিতীয় ষড়্‌ক্ষর দ্বারা—দক্ষিণে কালিকে শিরসে দ্বাহা, তৃতীয় সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং শিখায়ৈ বযট্, পুনরায় প্রথম সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং কবচায় হুং, দ্বিতীয় ষড়্‌ক্ষরদ্বারা—দক্ষিণে কালিকে নেত্রত্রয়ায় বোঁষট্, তৃতীয় সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং অস্ত্রায় ফট্—এইভাবে অঙ্গজ্ঞাস করিবে ।

এই ষড়ঙ্গ্যাস তিনবার অথবা একবার করিতে হয়। এই বিষয়ে শ্যামা-
রহস্য গ্রন্থে ভৈরবতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে—

ষড়ঙ্গানি শ্যামেন্দ্রী ত্রিঃ সঙ্ঘা যথাক্রমম্।

অর্থাৎ সাধক যথাক্রমে তিনবার বা একবার ষড়ঙ্গ্যাস করিবেন।
‘অঙ্গোৎকর্ষে ফলোৎকর্ষঃ’ এই মীমাংসাপ্রমাণে তিনবার ষড়ঙ্গ্যাস করিলে
ফলবাহুল্য বৃদ্ধিতে হইবে।

তন্ত্রসারধৃত যামলতন্ত্রে ষড়ঙ্গ্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম কথিত হইয়াছে—

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ।

মধ্যমতর্জ্জনীভ্যাং শ্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা ॥

দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভিনেত্রমীরিতম্।

প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যামস্ত্রং শ্যাদঙ্গুরিণ্ডিয়ং মতা ॥

অর্থাৎ মধ্যমা অনামা ও তর্জ্জনী দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। মধ্যমা ও
তর্জ্জনী দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। প্রতি হস্তের
পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা অর্থাৎ উভয় হস্তের দশটি অঙ্গুলি দ্বারা উভয় হস্তের
কবচ স্পর্শ করিবে, তিনটি অঙ্গুলি তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্র স্পর্শ
করিবে, পূর্বোক্ত অঙ্গুলিঘন অর্থাৎ মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম হস্তের করতল
স্পর্শ করিবে।

‘তিসৃভিঃ’ এই পদে যে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার গ্রহণ হইবে তাহা
রাঘব ভট্টধৃত এই প্রমাণে বুঝা যাইতেছে।

তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রে ক্রমাৎ।

অর্থাৎ নেত্রত্রে স্পর্শে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কথিত হইয়াছে।

অঙ্গুলিঘন বলিতেও যে মধ্যমা ও তর্জ্জনীর গ্রহণ হইবে তাহাও রাঘব ভট্ট
বলিয়াছেন—

তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং ততোহস্তং বিগ্ৰহসেং প্রিয়ে।

অর্থাৎ হে প্রিয়ে! তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা অঙ্গ্যাস করিবে।

করগ্ৰাস বিষয়ে প্রপঞ্চসারের পঞ্চম পটলে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে—

অঙ্গুলীষু ক্রমাদঙ্গৈরঙ্গুষ্ঠাদিষু বিগ্ৰহসেং।

কনিষ্ঠান্তাসু তদাহতলয়োঃ করয়োঃ সূদীঃ ॥

অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্যন্ত অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গ্যাসের মন্তক্রমে যথা—
ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্রুং মধ্যমাভ্যাং বমট্,
ওঁ ক্রৌং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌমট্—এইভাবে গ্ৰাস

করিয়া উভয় হস্তের বাহু ও তলদেশ সংযোগে ওঁ ক্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্ এই মন্ত্রে শ্বাস করিবেন।

‘অন্ত্রেন তালজিতয়ম্’ এই প্রমাণে তিনবার করতল-পৃষ্ঠ-সংযোগে শ্বাস উল্লিখিত হইতেছে।

যাঁহাদের মতে হ্রীং বীজ দ্বারা শ্বাস হইবে সেইখানে যথাক্রমে হ্রাং, হ্রীং, হ্রুং, হ্রৈং, হ্রৌং, হ্রঃ এইরূপ বিশেষ উল্লিখিত হইবে, অন্য সকল একই প্রকার।

‘অঙ্গশ্বাস-করশ্বাসৌ।’ এখানে এইরূপ পাঠ থাকায় প্রথমে অঙ্গশ্বাসের কর্তব্যতা বুঝা যাইতেছে।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে দেখা যাইতেছে—

‘অঙ্গশ্বাস-করশ্বাসৌ মায়য়া দীর্ঘশ্বাসচরেৎ’।

“অর্থাৎ দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট মায়্যাবীজ দ্বারা অঙ্গশ্বাস ও করশ্বাস করিবে।” এই বচন মূলে শাক্তসাধারণ পক্ষেই ‘হ্রীং’ বীজ দ্বারা অঙ্গশ্বাস ও করশ্বাস এবং পূর্বের অঙ্গশ্বাস ও পরে করশ্বাসের কর্তব্যতা অভিহিত হইয়াছে।

সংসান্দ্রদায়িকগণ কিন্তু প্রথমে করশ্বাস এবং পরে অঙ্গশ্বাস করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে প্রমাণ হইল।

করশ্বাসং পুরা কৃত্বা দেহশ্বাসমতঃ পরম্।

অঙ্গশ্বাসং শ্বাসেৎ পশ্চাদেব সাধারণো বিধিঃ ॥

“অর্থাৎ প্রথমে করশ্বাস করিয়া পরে অঙ্গশ্বাস করিবে। পরে অঙ্গশ্বাস করিবে ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম”। রাঘব ভট্টও এই বচন উল্লেখপূর্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। “পাঠক্রমাচ্ছাঙ্গক্রমঃ বলবান্”—মীমাংসা শাস্ত্রে পাঠক্রম অপেক্ষা শাঙ্গক্রম বলবান্; এইরূপ কথিত হওয়ায় প্রথমে করশ্বাস ইহাই বুঝিতে হইবে।

প্রপঞ্চসারের ষষ্ঠ পটলে অঙ্গশ্বাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে—

হৃদয়ং বুদ্ধিগম্যত্বাং প্রণামঃ শ্যালমঃ পদম্।

ক্রিয়তে হৃদয়েনাভো বুদ্ধিগম্যা নমস্ক্রিয়া ॥

তুঙ্গার্থজ্ঞাচ্ছিরঃ স্বে স্বে বিষয়াহরণে দ্বিষ্টঃ।

শিরোমন্ত্রেণ চোত্তুঙ্গ বিষয়াহুতিরীরিতা ॥

শিখা তেজঃসমুদ্ভিষ্ঠা বযড়িত্যঙ্গমুচ্যতে।

তত্তেজোহস্য তনুঃ প্রোক্তা শিখামন্ত্রেণ মন্ত্রিণঃ ॥

করগ্রহণ ইত্যঙ্গাদ্ধাতোঃ কবচসম্ভবঃ।

হুংতেজস্তেজসা দেহো গৃহ্যতে কবচং ততঃ ॥

নেত্রং দৃষ্টিঃ সমুদ্ভিষ্টা বৌষট্ দর্শনমুচ্যতে ।

দর্শনং দৃশি যেন শান্তস্তেজো নেত্রবাচকম্ ।

অসুত্রসাদিকৌ ধাতু স্তঃ ক্ষেপচলনার্থকৌ ।

তাভ্যামনিষ্ঠমাক্ষিপ্য চালয়েৎ ফট্পদাগ্নিনা ।

অর্থঃ—বুদ্ধিগম্যত্বহেতু হৃদয় প্রণামস্থানীয় হয়, এইজন্ত নমঃ-পদ সংযোগে হৃদয় দ্বারা নমস্কার করা হয় । শ্রেষ্ঠার্থতাহেতু মন্তক, নিজ নিজ বিষয় আহরণে বাহা । এইজন্ত শিরোমন্ত্রে উক্ত শ্রেষ্ঠবিষয় আহরণ কথিত হইয়াছে । তেজোরূপে শিখা এবং অঙ্গরূপে বষট্ নিকূপিত হইয়াছে । শিখামন্ত্রে (বষট্) মন্ত্র সাধকের সেই তেজঃপূর্ণ শরীর কথিত হইয়াছে । গ্রহণার্থক কব ধাতু হইতে কবচ এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । হুং হইল তেজঃস্বরূপ । সেই তেজোদ্বারা দেহ গৃহীত হইতেছে, সেইজন্ত কবচ বলা হইয়াছে । নেত্র হইল দৃষ্টি, বৌষট্ দর্শন । যাহাতে চক্ষুতে অধ্যাত্মদর্শন হয় সেইজন্ত চক্ষুতে নেত্রবাচক তেজ আরোপিত হইতেছে । অস্ এবং তস্ ধাতু ক্ষেপণ ও চলনার্থক । ফট্পদরূপ অগ্নিদ্বারা ক্ষেপণ ও চলনার্থক অস্-তস্-ধাতু নিষ্পন্ন অস্ত্র-শব্দ দ্বারা সাধকের সর্কানি অনিষ্ট দূরে অপসারিত করিয়া চালনা করিবে ।

কাষবট্টমুত গোতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

ইদ্যমানো হৃদায়াং হৃদয়ে শান্তিদাতাকঃ ।

ক্রিয়তে তৎপরতন্ত্র হৃদায়েণ ততঃ পরম্ ॥

সর্কজাদি-গুণোত্তমৈঃ সংবিজ্ঞপে পরাঅনি ।

ক্রিয়তে বিষয়াহারঃ শিরোমন্ত্রেণ ধীমতা ॥

হৃদ্বিরোক্তপ-চিহ্নামমমতা ভাবনা দৃঢ়া ।

ক্রিয়তে নিজদেবস্য (দেহস্য) শিখামন্ত্রেণ সাদরম্ ।

মন্ত্রাত্মকস্য দেহস্য মন্ত্রবাচোন তেজসা ।

সর্কতো বর্ণমন্ত্রেণ ক্রিয়তেহনন্তংবৃত্তিঃ ॥

যদদ্যতি পরং জ্ঞানং সংবিজ্ঞপে পরাঅনি ।

হৃদপ্রাণিময়ং তেজঃ শান্তিদেতেনৈতৎসংজ্ঞকম্ ॥

আধ্যাত্মিকাদিক্রপং যং সাধকস্য বিনাশয়েৎ ।

অবিন্যজাতমন্ত্রং তৎ পরং যাম সমীরিতম্ ॥

অর্থঃ—হৃদয়ে চৈতন্যরূপ পরমাত্মার উপাসনা করা হয়, হৃদয়ের নমঃ এই প্রকার হৃদয়ে, হৃদয়ে সেই পরমাত্মাকে স্থাপন করা হয় । বুদ্ধিমান্ শিরসে বাহা এই মন্ত্রে সর্কজাদি শ্রেষ্ঠ গুণবিভূষিত মূর্তি-পরমাত্মার নমস্কার বিষয়ের সমর্পণ

এবং যথাবিধিঃ^১ কৃত্বা বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ ।
 বর্ণন্যাসং প্রবক্ষ্যামি যেন দেবীময়ো ভবেৎ ॥ ১৩
 অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ বৈ হৃদয়ং স্পৃশেৎ^২ ।
 এ ঐ ও ঔ ততোহপ্যং অঃ ক খ গ ঘ পুনন্ততঃ ॥ ১৪
 উক্ত্বা দক্ষিণং ভূজং স্পৃশেৎ সাধকনন্তমঃ ।
 ও চ ছ জ সমুচ্চার্য ঋ ঌ ট ঠ ড ঢ তথা ॥ ১৫
 ইতি বামভূজে ন্যস্য ন ত থ দ পুনঃ স্মরেৎ ।
 ধ ন প ফ ব ভ ইতি দক্ষিণজজ্বকে ন্যসেৎ ॥ ১৬
 ম য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ বামজজ্বকে^৩ ।
 ইতি বর্ণান্ প্রবিন্যস্য মূলবিদ্যাং সমুচ্চরন্^৪ ॥ ১৭

এই প্রকারে করাস্ত্যাস করিয়া যথাবিধি বর্ণন্যাস করিবে। যে বর্ণন্যাস দ্বারা সাধক দেবীময় হইলেন সেই বর্ণন্যাস বলিতেছি। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এই মন্ত্রে হৃদয়ে। এ ঐ ও ঔ অঃ অঃ ক খ গ ঘ এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুতে, ও চ ছ জ ঋ ঌ ট ঠ ড ঢ এই মন্ত্রে বাম বাহুতে, ন ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ এই মন্ত্রে দক্ষিণ জজ্বায়, ম য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ এই মন্ত্রে বামজজ্বায় শাস করিয়া মূল বিদ্যা সমুচ্চারণ পূর্ব্বক। ১৩-১৭

করিয়া থাকেন। শিখায়ৈ বস্তু এইরূপ শিখামন্ত্রে আদরের সহিত নিজদেহে হৃদয় ও মস্তকে অবস্থিত চৈতন্যময়স্বরূপকে বুদ্ধিদ্বারা দৃঢ় করা হয়। মন্ত্রবাচ্য তেজঃস্বরূপ কবচায় হুং এই কবচ মন্ত্রে মন্ত্রাত্মক দেহকে সর্ব্বপ্রকারে অহংতত্ত্বে পরিব্যাপ্ত করা হয়। যেহেতু বিজ্ঞানরূপ পরমাত্ম-বিষয়ে হৃদয়াদিময় তেজ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন, সেইজন্ত ইহাকে নেত্র বলা হয় এবং তেজঃস্বরের বিধান। অস্ত্রন্যাস করিলে তাহা অস্ত্ররূপে সাধকের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক এই ত্রিবিধ হৃৎকে এবং অবিদ্যাপ্রসূত সকল অজ্ঞানকে বিনষ্ট করে। সেইজন্ত তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধামরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ১১-১২

১। যথাবিধিঃ। ২। হৃদয়ে স্পৃশেৎ। ৩। অঃ অঃ ইত্যাদি হৃদয়ে ন্যসেৎ। ৪। চ। ৫। ইতি বামকে। ৬। ইতি বর্ণানি বিন্যস্ত। ৭। চ। ৮। ব্যাপ্ত্যা পাঠভেদঃ। ইতি ব্যাপ্ত্যা সমুচ্চার্য মূলবিদ্যাং সমুচ্চরেৎ। ৯। খ, গ, ঘ, ঙ। ১০। বিজ্ঞানমুক্তো বর্ণন্যাসঃ ৬, ৮ পুস্তকযোনির্গতি।

বর্ণাশাস হইল দুই প্রকার বিন্দু-(অনুস্বার) যুক্ত ও বিন্দু-রহিত । কালী-
তন্ত্রে বিন্দু-রহিত বর্ণাশাসের কথাই বলা হইয়াছে । শ্যামারহস্যকার কালী-
তন্ত্রের এই বচন উল্লেখপূর্বক বিন্দু-রহিত বর্ণাশাস প্রদর্শন করিয়া বিরূপাক্ষের
মত উল্লেখ পূর্বক বিন্দুযুক্ত বর্ণাশাস বলিয়াছেন । তত্ত্বসারকারও কালীতন্ত্রের
বিন্দুরহিত বর্ণাশাসের উল্লেখ করিলেও বিন্দুযুক্ত বর্ণাশাস বলিয়াছেন ।

আচার্য্য উল্লিখিত ভৈরবীয় বাক্যে দেখা যাইতেছে—

“সবিন্দুন্ শাসেদেতান্ নির্বিন্দুন্ বাথ বর্ণবান্ ॥”

অর্থাৎ বর্ণবান্ সাধক বর্ণসমূহকে বিন্দুযুক্ত করিয়া অথবা বিন্দুরহিত করিয়া
শাস করিবেন ।

ইহা দ্বারা বর্ণাশাসের বিন্দুযুক্ততা এবং বিন্দুরহিততা এই উভয় প্রকারের
প্রতীতি হইতেছে । যদিও বর্ণ শাসের উভয়বিধেই ইচ্ছা-বিকল্প রহিয়াছে,
তথাপি রাঘবভট্ট কর্তৃক নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য পূজায় সবিন্দু বর্ণাশাস উল্লিখিত
হইয়াছে । শ্যামারহস্যকার, তত্ত্বসারকার প্রভৃতি অধিকাংশ শিষ্য বিন্দুযুক্ত বর্ণ
শাসের উল্লেখ করিয়াছেন । বিন্দুযুক্ত বর্ণাশাসের প্রমাণ শ্যামারহস্যকার কবচে
উল্লেখ করিয়াছেন । বিন্দুরহিত বর্ণাশাসের প্রয়োগ শিষ্যের মধ্যে প্রায়
পরিলক্ষিত হয় না ।

এই বিষয়ে হরতত্ত্বদীপ্তি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

“সবিন্দু-নির্বিন্দুভয়ম্ শাস্ত্রসিদ্ধতাদিচ্ছাবিকল্পেহপি সাম্প্রদায়িকাঃ
সবিন্দুমেব ব্যবহরন্তি ।”

অর্থাৎ সবিন্দু এবং নির্বিন্দু এই উভয় প্রকার বর্ণাশাসের শাস্ত্রসিদ্ধি নিবন্ধন
ইচ্ছাবিকল্প হইলেও সাম্প্রদায়িকগণ সবিন্দু বর্ণাশাসই ব্যবহার করিয়া থাকেন ।
বহু হস্তলিখিত কালীতন্ত্রগ্রন্থেও বিন্দুযুক্ত পাঠ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।
তাহাতে নির্বিন্দু লিখনকে লিপিকর-প্রমাদ বলা যায় না, কারণ পূর্বোক্ত
নিবন্ধকারগণ কর্তৃক নির্বিন্দু লিখনের সহিত বিরোধ হয় । অতএব হরতত্ত্ব-
দীপ্তিতে যে কালীতন্ত্রে সবিন্দু বর্ণাশাস এবং কঙ্কালমলিনীতন্ত্রাদিতে নির্বিন্দু
বর্ণাশাস বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ।

স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে কিন্তু বিন্দুরহিত বর্ণাশাস হইবে । এই বিষয়ে তারা-
রহস্যধৃত তারার্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

নাদবিন্দুসমোপেতং সর্ব্ববর্ণে ব্যবস্থিতম্ ।

স্ত্রীশূদ্রয়োরেতদেব নাদবিন্দুনিবজ্জিতম্ ॥

অর্থাৎ সকল বর্ণের পক্ষে নাদ (ঐ) বিন্দু (অনুস্বার) যুক্ত বর্ণাশাস বিহিত

সপ্তধা ব্যাপকং কুর্যাদ্ যেন দেবীময়ো ভবেৎ ।

ব্যাপকত্বেন সংশ্রাস্য ততো ধ্যায়েৎ পরাং শিবাম্ ॥ ১৮

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিয়া সাতবার ব্যাপকশ্রাস করিবেন । এই শ্রাস দ্বারা সাধক দেবীময় হইবেন । ব্যাপকশ্রাস করিয়া পরা শিবাকে ধ্যান করিবেন । ১৮

হইয়াছে । স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে ইহাই নাদ ও বিন্দু রহিত করিয়া বিহিত হইয়াছে ।

এই শ্রাসের মুদ্রাবিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মনসা বা শ্রসেন্নাসান্ পুষ্পৈর্নৈবাথবা মূনে ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা অনুথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ মনের দ্বারা, পুষ্পদ্বারা, অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা সাধক শ্রাসগুলি করিবেন ।

এ বিষয়ে অবশ্য ভাস্কররায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অন্তর্যোগে মনের দ্বারা, দেবতাগাত্রে পুষ্পদ্বারা, নিঃসঙ্গাত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকায়ুক্ত তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা শ্রাস করিতে হইবে । ইহার প্রমাণ যথা—

“এবমন্তঃ প্রবিগন্ত্য মনসাতো বহিন্যাসেৎ” (অগস্ত্যসংহিতা)

অর্থাৎ অন্তর্যোগে এই ভাবে মনের দ্বারা শ্রাস করিয়া বাহ্যশ্রাস করিবেন ।

“স্বদেহেহনাময়া কার্য্যঃ পুষ্পেণ সুরমূর্তিষু ।” (মেরুতন্ত্র)

অর্থাৎ—নিজের দেহে অনামিকাদ্বারা দেববিগ্রহে পুষ্পদ্বারা শ্রাস করা বিধেয় ।

কেহ কেহ যে গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত বিধির ইচ্ছাবিকল্পের কথা বলেন, এই সকল বচনের অনর্থক্য প্রসঙ্গ হেতু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । অতএব ভাস্কররায়ের সিদ্ধান্তই প্রমাণরূপে গ্রহণীয় । ১৩-১৭

ব্যাপকশ্রাসের বিধি বিষয়ে হরতত্ত্বদোষতি গ্রন্থে নিগমকল্পলতার বচনটি উল্লিখিত হইয়াছে—

শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং পাদাদিশীর্ষকং ততঃ ।

করাভ্যাং মার্জ্জয়েদ্ গাত্রং ব্যাপকশ্রাস ঈরিতঃ ॥

অর্থাৎ—করণগুলদ্বারা মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সকল গাত্র এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সকল গাত্র স্পর্শ ব্যাপকশ্রাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

(পীঠন্যাসং ততঃ কুর্যাদ্ যেন দেবীময়ো ভবেৎ ।

হ্রৎসরোজে সুধাসিন্ধুমধ্যে দ্বীপ-সুবর্ণজম্ ॥ ১৯

পরিতঃ পারিজাতাংশ্চ মধ্যে কল্পতরুং ততঃ ।

তন্মূলে হেমনিশ্যাগং দ্বাশ্চতুষ্টয়-ভূষিতম্ ॥ ২০

মণ্ডপং মন্দবাতেন পরাক্রান্তং সুধূপিতম্ ।

মল্লৈস্তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২১

শ্মশানং তত্র সম্পূজ্য তত্র কল্পক্রমং যজেৎ ।

তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতম্ ॥ ২২

নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যং মুনিদেবৈশ্চ ভূষিতম্ ।

শিবাভির্বহ্মাংসাস্ত্রি-নোদমানাভিরন্ততঃ ॥ ২৩

তাহার পর পীঠন্যাস করিবে । যে পীঠন্যাসদ্বারা সাধক দেবীম্বরূপ হইবেন । অনন্তর পীঠন্যাস কথিত হইতেছে । সাধক নিজের হৃদয়কমলে সুধাসিন্ধুর মধ্যে সুবর্ণময় দ্বীপ কল্পনা করিবেন । সেই দ্বীপের চারিদিকে পারিজাত বৃক্ষ, মধ্যে কল্পবৃক্ষশোভিত । তাহার মূলে স্বর্ণময় চতুর্দ্বারশোভিত মণ্ডপ অবস্থিত । সেই মণ্ডপ মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, ধূপগন্ধে সুগন্ধীকৃত । সেই মণ্ডপে যন্ত্রদ্বারা দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবে । সেখানে শ্মশানের পূজা করিয়া কল্পবৃক্ষের পূজা করিবে । তাহার মূলে বিবিধ মণিগণে বিভূষিত, নানাবিধ অলঙ্কাররাজিতে শোভিত, মুনি ও দেবগণে

এই ব্যাপকন্যাসে মূলমন্ত্র প্রতিবারে উচ্চারণ করিতে হয় । ঐ হর-ভদ্রদীপ্তিতেই সৃষ্ঠ্যাদিভেদে মূলমন্ত্রের প্রণব পুটিত্ব ব্যবস্থা করিয়া অধিকারি-ভেদে ব্যাপকন্যাসের তিনটি প্রকার কথিত হইয়াছে । তন্ত্রসারে ইহা সমর্থিত হয় নাই ।

মূলে যে “দেবীময়ো ভবেৎ” এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ইহারও বিশেষ তাৎপর্য আছে । বিভিন্ন স্থানে কথিত হইয়াছে ‘নাদেবো দেবমর্চয়েৎ’ অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন না হইয়া দেবতার অর্চনা করিবে না, “দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ”— দেবীম্বরূপ হইয়া দেবীর পূজা করিবে । এই বিধি ও নিষেধ মুখে সাধকের মধ্যে দেবত্বের স্থাপনা করিয়া সাধকের পূজাধিকার ব্যংস্থাপিত হইয়াছে । এবং সাধক বহিঃপূজায় আত্মগত দেবতাকে যন্ত্র বা প্রতিমা প্রভৃতি আধারে স্থাপন

চতুর্দিক্ষু শবমুণ্ডা-শ্চিত্তাঙ্গারাস্থি-ভূষিতাঃ ।
 ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী ॥ ২৪
 রতী রতিপ্রিয়া নন্দা মধ্য চৈব মনোন্মনী ।
 হ্-সোঃ সদাশিবোত্যুক্তা মহাপ্রেতেতি তৎপরম্ ॥ ২৫
 পদ্মাসনায় হৃদয়ং পীঠন্যাস উদাহতঃ ।
 এবং দেহময়ে পীঠে চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্) ॥ ২৬*
 ধ্যানমন্ত্ৰাঃ প্রবক্ষ্যামি স্মরণাচ্ছিবতাং ব্রজেৎ ।
 করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ॥ ২৭

বিরাজিত মণিপীঠ অবস্থান করিতেছে। তাহার চতুর্দিকে বহুমাংস ও অস্থিভোজনে পরিতৃপ্ত শিবাগণ বিচরণ করিতেছে। চারিদিকে শবমুণ্ডা-শ্চিত্তার কাষ্ঠ ও অস্থি বিভূষিতা ইচ্ছা জ্ঞানা, ক্রিয়া কামিনী কামদায়িনী রতি, রতিপ্রিয়া, মধ্যদেশে মনোন্মনী অবস্থান করিতেছেন। ইহাদের সকলের পূজা করিয়া মধ্য 'হ্-সোঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। ইহাই হইল পীঠন্যাস। দেহময় আসনে এইভাবে ইষ্ট দেবতাকে সাধক চিন্তা করিবেন। ১৯-২৬

এই মহাদেবী কালিকার ধ্যান বলিবে, যাহার স্মরণ হইতে সাধক শিবত্ব

করতঃ পূজা করিয়া থাকেন। সাধকের দেবদ্রুপত্ব সাধনের জন্যই শাস্ত্রে ন্যাসের বিধান করা হইয়াছে। 'ন্যাস' এই শব্দটি নি-অস্ + ঘঞ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে এই প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে সাধক-শরীরে অঙ্গদেবতা সহ উপাস্যদেবতার স্থাপনকেই ন্যাসপদে বুঝা যাইতেছে। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্কর গ্রন্থে বলিয়াছেন—“ন্যাসো নাম তত্ত্ব-দেবতানাং তত্ত্বদবয়বেষু স্থাপনম্। অবস্থিতত্বেন ভাবেনেতি যাবৎ।” অর্থাৎ অবস্থিতভাবে সেই সেই দেবতাগণের সেই সেই অবয়বে অবস্থাপন ন্যাস নামে অভিহিত। মূলমন্ত্রে হস্ততলদ্বারা সকল অবয়ব স্পর্শরূপ ব্যাপকন্যাস দ্বারা সাধকের সকল অবয়বে দেবতার স্থাপনা হওয়ান সাধক দেবময় হইয়া যান। ১৮

অনেক হস্তলিখিত গ্রন্থে ১৯ হইতে ২৬ শ্লোকের উল্লেখ নাই। বহু নিবন্ধ-কারও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এইসকল কারণে এই শ্লোককল্পটির প্রামাণ্য-বিষয়ে সংশয় থাকায় বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে। ১৯-২৬

* বন্ধনামধ্যস্থাঃ শ্লোকাঃ কেবলং ঘ-পুস্তকে বিদ্যন্তে।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং^১ মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্^২ ।
 সত্ত্বচ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোদ্ধ করাস্মুজাম্ ॥ ২৮
 অভয়ং বরদধৈব দক্ষিণোদ্ধাধ-পাণিকাম্^৩ ।
 মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্^৪ ॥ ২৯
 কণ্ঠাবসত্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চচ্চিত্তাম্ ।
 কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাম্^৫ ॥ ৩০
 ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্ত্রাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
 শবানাং করসজ্জাতৈঃ কৃতফাঙ্কীং হসস্মুখীম্^৬ ॥ ৩১
 স্কন্ধদ্বয়গলদ্রুত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ।
 ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং^৭ শ্মশানালয়-বাসিনীম্ ॥ ৩২

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবীর বদনমণ্ডল ভয়ঙ্কর। অভক্তের পক্ষে দেবী ভয়ঙ্করী। তাঁহার কেশরাশি মুক্ত (লম্বমান)। দিব্যা দক্ষিণা কালী চতুর্হস্তে বিরাজিতা। বামভাগের উর্দ্ধহস্তে খড়্গ, অধোহস্তে সত্ত্বচ্ছিন্নমুণ্ড। দক্ষিণভাগের উর্দ্ধহস্তে অভয় এবং অধোহস্তে বর শোভা পাইতেছে। দেবীর মহামেঘের স্থায় শ্যামবর্ণ। দেবী দিগ্‌বসনা। ক্ষরিত-রুধিরচচ্চিত মুণ্ডমালায় গলদেশ শোভিত। দুইটি শব কর্ণের ভূষণ হওয়ায় দেবী ভয়ানকা। দন্তগুলি ভয়ানক। মুখ ভীষণ। স্তনযুগল স্থূল। শবসমূহের হস্তরাশিদ্বারা কটিদেশের ভূষণ ধারণ করিয়াছেন। বদন হাস্যময়। গণ্ডযুগল হইতে রক্তধারা নির্গত হইতেছে এবং তাহাতে মুখমণ্ডল বিস্ফুরিত। মহারৌদ্রী ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিতেছেন।

‘করালবদনাং’ এই করাল শব্দের অর্থ হইল দন্তুর। ইহার প্রমাণ যথা মেদিনীকোষ—“করালো দন্তুরে ভুজে ভীষণে চাভিধেয়বৎ।” তাহা হইলে দন্তুর মুখবিশিষ্টা এইরূপ অর্থ হইল। অতএব বোরা অর্থাৎ ভয়ানকা। ঘোর শব্দের অর্থ ভয়ানক, ইহার প্রমাণ অমরকোষে। যথা—“দারুণং ভীষণং ভীষ্ণং

১। দেবীং। চ। ২। ২৮ শ্লোকস্থ প্রথমার্দ্ধস্থ গ, ঘ পুস্তকযোঃ—“দংষ্ট্রা-
 করালবদনাং ললাটস্থিতাং ভয়ানকাম্” এতন্ম পাঠো বর্ততে। ৩। দক্ষিণাধোদ্ধ পাণি-
 কাম্। গ। ৪। দিগম্বরীম্। ক। দিগম্বরীং। ছ। নীলমেঘপ্রভাং তথাং
 ঘোররূপাং দিগম্বরীম্। গ। গ। শ্লোকাচ্ছিন্নমেতং গ, ঘ পুস্তকযোঃ নাস্তি। ৬। স্মিতস্মুখীম্।
 খ। ৭। কর্ণাবতংসতানীত। চ।

বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়াস্থিতাম্^১ ।

দন্তরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্ ॥ ৩৩

শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ।

মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্^২ ॥ ৩৪

শিবাভির্ঘোররাবাভি-চতুর্দিক্ সমস্থিতাম্^৩

মুখপ্রসন্ন-বদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্^৪ ॥ ৩৫

(যোগিনীচক্রসহিতাং কালিকাং ভাবয়েৎ সদা^৫ ।)

এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে^৬ ॥ ৩৬

তিনি শ্মশানভূমিতে বাস করেন। উদয়কালীন সূর্যের স্থায় জ্যোতিতে নেত্রত্রয় শোভা পাইতেছে। দন্তরাজি উচ্চ। দক্ষিণভাগে মুক্ত লহমান কেশরাশি শোভা পাইতেছে। শবরূপ মহাদেবের হৃদয়ের উপরে অবস্থিত। মহাকালের সহিত বিপরীতরমণে নিরত। চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ-নিরত শিবাগণে পরিবৃত্ত। মুখে মুখমণ্ডল প্রসন্ন। ঈষদ্ব্যাস্থে মুখপদ্ম উদ্ভাসিত। (যোগিনী-চক্রের সহিত সর্বদা কালীকে ভাবনা করিবে।) সকল কামনা এবং অর্থ-সিদ্ধির জন্য এইভাবে কালীকে সম্যকরূপে চিন্তা করিবে। ২৭-৩৬

ঘোরং চৈব ভয়ানকম্ ।” মুক্তকেশী অর্থাৎ যাহার কেশরাশি বিগলিত। চতুর্ভুজা অর্থাৎ চারিটি হস্ত আছে যাহার। দেবীর “দক্ষিণকালিকা” এই নাম সিদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণাং কালিকাং এইরূপে উক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে নির্বাণতন্ত্রের দশম পটলে কথিত হইয়াছে।

দক্ষিণস্থাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সূতঃ ।

কালীনাম্না পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ ।

অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ।

পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগদ্যতে ।

- ১। বাল্যার্কমণ্ডলাকারঃ ত্রিনেত্রামুন্নতশুনীম্ । গ. ৭ । ২। মহাকালেন বৈ সার্বমুপবিষ্টরতাতুরাম্ । খ। মহাকালেন সার্বং তামুপবিষ্টাং রতাতুরাম্ । গ। মহাকালেন চ সমমুপবিষ্টাং রতাতুরাম্ । ঘ। ৩। স্নোকাচ্ছমেতং ক-পুস্তকে নাস্তি । ৪। স্নোকাচ্ছমেতং গ-পুস্তকে নাস্তি । ৫। বহুনীহং তেবলং ঘ-পুস্তকে বিদ্যতে । ৬। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ । খ। স্নোকাচ্ছমেতং গ-পুস্তকে নাস্তি । এবং সঞ্চিন্ত্য তাং কালীং প্রাপন্যাসং সমাচরৎ । ঘ। সর্বকামার্থমোদ্ধরৎ । ৬।

বামন্য দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী ।

অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

নিগুণঃ পুরুষঃ কাশ্যো সৃজ্যতে লুপাতে যতঃ ।

অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

অর্থাৎ—দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সূর্য্যানন্দন স্বয়ং কালীনামে চতুর্দিকে পলায়ন করেন, এই জন্তই দেবী ‘দক্ষিণকালী’ নামে ত্রিলোকে পরিগীতা হইয়া থাকেন। পুরুষ দক্ষিণ আখ্যায় এবং শক্তি বামা আখ্যায় কীৰ্ত্তিত হয়েন। বামা দক্ষিণাখ্য পুরুষকে জয় করিয়া মহামোক্ষ প্রদান করেন বলিয়া তিন লোকে দক্ষিণারূপে অভিহিতা হইয়া থাকেন। যেহেতু কালী নিগুণ পুরুষকে সৃষ্টিও করেন আবার ধ্বংসও করেন, এইজন্ত তিনি তিন লোকে দক্ষিণানামে কীৰ্ত্তিতা হইয়া থাকেন।

দিব্যঃ অর্থাৎ অলৌকিক। যাহাকে লৌকিক ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে দিব্য নয়নেরই আবশ্যক। ইহার সমর্থন শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের বাক্যেই পাওয়া যায়। যথা—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

অর্থাৎ—হে অজ্ঞান। তুমি তোমার এই লৌকিক স্থূল চক্ষুরিল্লিখদ্বারা আমাকে দেখিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক দৃষ্টি প্রদান করিতেছি। তুমি ইহার সাহায্যে আমার যোগাশ্রিত ঐশ্বররূপ অবলোকন কর।

ইহাই গুহ্যচিন্তামপি গ্রন্থেও ধ্বনিত হইতেছে—

‘কৃত্বা দেব্যাঃ পদান্তোজদর্শনং শিবচক্ষুষা’। ইত্যাদি।

অর্থাৎ—শিবনেত্রদ্বারা দেবীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া। শিবচক্ষুঃ শব্দের তাৎপর্য্য হইল জ্ঞানেন্দ্র।

‘মৃণমালাবিভূষিতাম্’ অর্থাৎ অমুরগণের মুণ্ডে রচিত মালায় অলঙ্কৃত। এখানে যদিও মুণ্ডের কোন সংখ্যা উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু বিরূপাক্ষকৃত-দ্ব্যনে পঞ্চাশৎ সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এখানেও তাহাই গ্রহণীয়, কারণ “একত্র নির্গাতঃ শাস্ত্রার্থঃ বাধকমন্তরেণ অন্তত্রাপি প্রসজ্যতে” এইরূপ প্রমাণ রহিয়াছে। পঞ্চাশৎ সংখ্যার প্রমাণ যথা বিরূপাক্ষকৃত-দ্ব্যনে—

“পঞ্চাশদ্ব্যুদঘটিতমালাশোণিতলোলিতাম্ ॥”

অর্থাৎ পঞ্চাশতি মুণ্ডের দ্বারা রচিত মালার বস্ত্রদ্বারায় যিনি চক্ৰা।

এই মৃত্তমালাটিও আবার কোন সূত্রের দ্বারা গ্রথিত নহে। মৃত্তসমূহের কেশের দ্বারা পরস্পর গ্রথিত হইয়াছে। এবং সেই মৃত্তমালা গলদেশ হইতে পাদপদ্মপর্যন্ত লম্বিত হইয়াছে। যদিও কালীদ্ব্যানে এইরূপ কথিত হয় নাই, তথাপি তারাদ্ব্যানে এইরূপ কথিত হওয়ার, “বথা কালী তথা তারা” এইরূপ উক্তি থাকায় কালীবিষয়েও এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। এই বিষয়ে একছটাকল্পিত তত্ত্বচূড়ামণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

সদ্যচ্ছিন্নগলদ্রস্তনুমুণ্ডৈ রক্তভূষিতৈঃ ।

অন্যোন্মুকেশগ্রথিতৈঃ পাদপদ্মপ্রলম্বিতৈঃ ॥

পঞ্চাশত্তির্মহামালাশোভিতাং পরমেশ্বরীম্ ॥

অর্থাৎ সদাঃ ছিন্ন এবং বে নরমুণ্ড হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতেছে এইরূপ, পরস্পরের কেশের দ্বারা গ্রথিত, পাদপদ্ম পর্যন্ত প্রলম্বিত পঞ্চাশটি নরমুণ্ডে রচিত মহামালায় পরমেশ্বরী শোভিতা।

“সদ্যচ্ছিন্নশিরঃখড়্গাবামাধোদ্ধকরাশ্চুভ্রাম্ ।” অর্থাৎ যাহার বামভাগের অধোহস্তে সদাঃকর্তিত মস্তক এবং উর্দ্ধহস্তে খড়্গ শোভা পাইতেছে। বাক্যস্থ ‘অধ’ এই শব্দটি প্রকৃতপক্ষে সকারান্ত ‘অধস্’ শব্দ। এখানে ছন্দের অনুরোধে অকারান্ত ‘অধ’ শব্দ গৃহীত হইয়াছে, কারণ একটি নিয়ম আছে “সর্কে সান্তাঃ পক্ষে অদস্তাঃ ।”

“অভয়ং বরদকৈব দক্ষিণোদ্ধাধপানিকাম্ ।” এখানেও দ্বিতীয়ান্ত ‘অভয়ং’ ও ‘বরদং’ এই দুইটি কর্মপদ ক্রিয়াকে আকাজ্জক করিতেছে, ক্রিয়া ব্যতিরেকে এই দুইটির অবয়ব হইতে পারে না। সেই জন্য ‘প্রাপ্য’ এই অসমাপিকা ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া অবয়ব করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইল অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া যাহার দক্ষিণভাগের উর্দ্ধ ও অধোহস্ত শোভা পাইতেছে। এখানেও অকারান্ত ‘অধ’ শব্দবিষয়ে পূর্বোক্ত নিয়ম বুদ্ধিতে হইবে। বাক্যস্থ এব শব্দটিকে এবমর্থক বুদ্ধিতে হইবে, কারণ ‘অনেকার্থা হি অব্যয়াঃ’ এইরূপ প্রমাণ আছে। এই মুদ্রা সম্বন্ধে তত্ত্বসারে কথিত হইয়াছে—

অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রসূতো বরমুদ্রিকা ।

উর্দ্ধাঙ্কতো বামহস্তঃ প্রসূতোহভয়মুদ্রিকা ।

অর্থাৎ নিম্নভাবে রক্ষিত প্রসারিত দক্ষিণহস্ত হইল বরমুদ্রা এবং উর্দ্ধভাবে রক্ষিত প্রসারিত বামহস্ত হইল অভয়মুদ্রা। এখানে সাধারণভাবে বর ও অভয়-মুদ্রার নিরূপণ। বামহস্তে অভয়মুদ্রার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু দেবীবিষয়ে দক্ষিণহস্তের উপরিহস্তেই অভয় মুদ্রার অবস্থিতি বুদ্ধিতে হইবে। কারণ দেবীকে

চতুর্ভুজা বলা হইয়াছে এবং বামভাগের দুইটি হস্তের নিরুপগই পূর্বে করা হইয়াছে, কাজেই বামহস্তে অভয়মুদ্রা অবস্থানের আর কোন অবকাশ নাই। অতএব দক্ষিণভাগের উপরি হস্তেই অভয়মুদ্রা ইহা জানিতে হইবে।

“মহামেঘপ্রভাঃ” যাঁহার প্রভা দীপ্তি মহামেঘের শ্যায়। এখানে মধ্যপদ-লোপি কর্মধারয় সমাস হইয়াছে। দেহকান্তি বিষয়ে মহাকালকৃত কর্পূরাদি-স্তবে উল্লিখিত হইয়াছে—

“ক্ষান্তধারাধররুচিরে” অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের শ্যায় কান্তিবিশিষ্টা। বিরূপাক্ষ-কৃত ধানেও কথিত হইয়াছে, “নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যাম্” কৃষ্ণ কজ্জলরাশির শ্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা। এই সকল প্রমাণে দেবীর দেহকান্তি ঘোরকৃষ্ণবর্ণা ইহাই প্রতিভাত হইতেছে।

দেবীর কৃষ্ণবর্ণবিষয়ে মহানির্বাণতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে ।

প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে ॥

অতন্তুয়াঃ কালশক্তে নিগুণায় নিরাকৃতেঃ ।

হিতায়্যাঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥

অর্থাৎ—হে পর্ভবতনুদ্ভিনি। কৃষ্ণবর্ণে যেমন শ্বেত, পীত প্রভৃতি সকলবর্ণ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ সকল প্রাণী কালীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এইজন্য সাধকগণের হিতকারিণী গুণাতীতা, আকাররহিতা সেই কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

“শ্যামাম্”, পূর্বেই দেবীর কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিত হওয়ায় এই শ্যামাপদটি বর্ণ-বিধারক নহে, কিন্তু ইহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এ বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়—

শীতকালে ভবেচ্ছা চোক্ষকালে চ শীতলা ।

প্রতপ্তকাকনাভাসা শ্যামা স্ত্রী পরিকীর্ণিতা ॥

অর্থাৎ যিনি শীতকালে উষ্ণস্পর্শা, গ্রীষ্মকালে শীতস্পর্শা, এবং তপ্তকাকনের-
ভাষ্য দীপ্তিবিশিষ্টা তিনিই শ্যামানামে পরিকীর্ণিতা হইয়া থাকেন।

“দিগম্বরীম্” দিকৃসকলই যাঁহার অম্বর বস্ত্র হইয়াছে।

“কণ্ঠাবসন্তমুণ্ডালীগলক্রমিচ্চিঁতাম্”। অর্থাৎ কণ্ঠে অবসন্ত-লগ্ন,
মুণ্ডালী-মুণ্ডমালা। সেই মুণ্ডমালা হইতে নির্গত হইতেছে যে ক্রমির তাহা দ্বারা
চঁচিতা অনুলিপ্তা।

“কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্গভয়ানকাম্”—কর্ণযুগলের অবতংসতা ভূষণত্ব, আনীত প্রাপ্ত শবযুগের দ্বারা যিনি ভয়ানক হইয়াছেন। এই কর্ণভূষণবিষয়ে পাঠান্তর ও মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। কোথাও কোথাও ‘শরযুগ্গ’ এইরূপ পাঠ দেখা যায়, এই জন্য কাহারও কাহারও মতে কর্ণের ভূষণ দুইটি বাণ। কেহ কেহ মনে করেন যে শবযুগল কর্ণভূষণ তাহাও শিশুশব।

যাঁহারা বাণযুগলকে কর্ণভূষণ মনে করেন তাঁহাদের প্রমাণ হইল—

“শকুন্তপক্ষসংযুক্ত-বাণকর্ণ-বিভূষিতাম্।”

অর্থাৎ পক্ষীর পক্ষ (পাখা) সংযুক্ত বাণ যাঁহার কর্ণের ভূষণ হইয়াছে।

যাঁহাদের মতে শিশুশবযুগল কর্ণভূষণ তাঁহাদের প্রমাণ হইল—

“বিগতাসুকিশোরাত্যাং কৃতকর্ণাবতসিনীম্।”

অর্থাৎ বিগতপ্রাণ শিশুযুগলদ্বারা যিনি কর্ণযুগলের নিম্নভাগের ভূষণ করিয়াছেন।

অনেক প্রাচীন এই মতসমূহের সমন্বয় করিয়া কর্ণযুগলের নিম্নভাগে শিশুশব-যুগল এবং উপরিভাগে শরযুগল এইরূপ দেবীমূর্তিতে ধ্যান করিয়া থাকেন।

“ঘোরদংষ্ট্রাম্”। ঘোরা—ভীমা, দংষ্ট্রা—দন্ত, যাঁহার তিনি ঘোরদংষ্ট্রা।

“করালাস্যাম্”। যাঁহার আশ্বে—মুখে, করাল—লোলজিহ্বা আছে, তিনিই করালাস্যারূপে অভিহিত। এই বিষয়ে অভিধানে কথিত হইয়াছে ‘করালস্তীক্ষ্ণখড়্গে চ ললজিহ্বা ভয়ানকে’।

“পীনোন্নতপরোধরাম্”। পীন—স্থূল, উন্নত—উচ্চ, পরোধর—স্তন (যুগল) যাঁহার।

“শবানাং করসজ্জাতৈঃ কৃতকাক্ষীম্”—শবগণের করসমূহদ্বারা যিনি করিয়াছেন কাক্ষী—মেখলা। এই মেখলা রচনা বিষয়ে কথিত হইয়াছে—

“মৃতহস্তসহস্রৈস্ত বদ্ধকাক্ষীং হসন্মুখীম্।”

অর্থাৎ যিনি মৃতসমূহের সহস্রহস্তদ্বারা মেখলা বন্ধন করিয়াছেন এবং হাস্যবদনা।

“হসন্মুখীম্” অর্থাৎ যাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত।

“স্কন্ধয়গলদ্রক্তধারাবিস্কুরিতাননাম্”। স্কন্ধ অর্থাৎ ওষ্ঠ ও অধরের প্রান্তভাগ। স্কন্ধয় ওষ্ঠ ও অধরের প্রান্তভাগদ্বয় হইতে। গলদ্রক্তধারা—গলিত হইতেছে যে রক্তধারা, তাহা দ্বারা বিস্কুরিত হইয়াছে আনন—মুখ যাঁহার।

“ঘোররাবাম্” অম্বর এবং অভক্তগণের ভীতি উৎপাদনের জন্য যিনি ঘোর—ভয়ঙ্কর, রাব—ধ্বনি করিতেছেন।

“মহারৌজীং” মহৎ—অত্যন্ত, রৌজ—উগ্র যিনি।

“শশানালয়বাসিনীম্” শশান অর্থাৎ শবসমূহের শয়ন স্থান। ‘শবানাং শয়নং যত্র তৎ শশানং’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে ঐ প্রকার অর্থের বোধ হয়। শশানরূপ আশ্রয় গৃহ যাঁহার। শশানগৃহে যিনি স্বাভাবিকভাবে বাস করেন। ধ্যানে যে শশানালয়বাসিনী বলা হইয়াছে তাহা তত্ত্বাস্তরবচনেও সমর্থিত হইতেছে। যথা—

“শশানবহ্নিমধ্যস্থাম্” অর্থাৎ শশানানলের মধ্যে দেবী অবস্থান করিতেছেন।

“বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়াবিতাম্ ॥”

অর্থাৎ উদয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের গায় তিনটি নয়নবিশিষ্ট।

দন্তরাং—অর্থাৎ যাঁহার উপযুক্তপরি দন্ত আছে।

“দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চরাম্”—অর্থাৎ শিবের বক্ষে পদপ্রদানের ফলে কেশসমূহ যাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাপিয়া মুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।

“শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্”—অর্থাৎ শবরূপে অবস্থিত মহাদেবের হৃদয়ের উপরে অবস্থান করিতেছেন। এই বাক্যে রূপশব্দপ্রদানের ফলে বস্তুতঃ শিব শব হইলেন না। শবের আকার ধারণ করেন। ইহার সমর্থন যোগিনী-তন্ত্রেও যথা—‘যোগনিদ্রাধরং শব্বম্’। নিদ্রিত ব্যক্তি শববৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহাই সূচনা করিলেন শব্বুর যোগনিদ্রাধর এই বিশেষণে।

মূল ধ্যানে দেবীর পাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু দক্ষিণ-কালিকার দক্ষিণপদটী অগ্রে প্রসারিত থাকিবে ইহা সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। এবিষয়ে অবশ্য বিভিন্ন মতও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথা—কুজিকাতন্ত্রে—

‘শবস্থ হৃদয়ে চৈব দক্ষপাদনিষেবিতাম্’।

অর্থাৎ শবের হৃদয়ে দেবীর দক্ষপাদটী সন্নিবেশিত থাকিবে। যোগিনীতন্ত্রে পুনরায় দেখা যাইতেছে—

‘বামপাদং শবহৃদি দক্ষিণাং লোকলাঙ্ঘিতাম্’।

অর্থাৎ লোকপূজিতা দক্ষিণ কালিকার বামপদটী শবের হৃদয়ে সন্নিবেশিত থাকিবে।

এই রূপ পরস্পর বিরোধের ফলে বিভ্রান্ত সাধকের বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গুরুপদেশানুসারে সাধনার কথা বলিতেছেন গুপ্তসাধন-তন্ত্রের ষষ্ঠপটলে—

আলীচং কীদৃশং নাথ প্রত্যালীচন্ত কীদৃশম্ ।

কথং সা দক্ষিণা কালী শ্মশানালয়বাসিনী ।

অর্থাৎ হে নাথ ! আলীচ বাহাকে বলে ? প্রত্যালীচই বা কিরূপ ?
দক্ষিণকালিকা শ্মশানরূপগৃহে বা কেন অবস্থিতা ? দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে
বলিতেছেন—

আলীচং বামপাদন্ত প্রত্যালীচন্ত দক্ষিণম্ ।

সংহাররূপিণী কালী জগন্মোহনকারিণী ।

বহিরূপা মহামায়া সতং সত্যং ন সংশয়ঃ ।

অতএব মহেশানি শ্মশানালয়বাসিনী ।

অর্থাৎ—বামপাদকে আলীচ এবং দক্ষিণপাদকে প্রত্যালীচ বলা হয় ।
জগতের মোহবিস্তারকারিণী কালী সংহাররূপিণী এবং তিনি বহিরূপিণী,
ইহা যথার্থ, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই । এইজন্যই তিনি শ্মশানরূপ গৃহে
অবস্থিতা ।

ঐখানেই আরও বলা হইয়াছে—

আলীচপাদা সা দেবী প্রত্যালীচা ক্ষণে ক্ষণে ।

গুরুণা যস্য যৎ প্রোক্তং তৎ তস্য ব্রহ্মসংহিতম্ ।

অর্থাৎ কখনও তাঁহার বামচরণ অগ্রে আবার কখনও দক্ষিণচরণ অগ্রে,
প্রতিক্ষণেই তাঁহার রূপের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । অতএব যাঁহার গুরু
যাঁহাকে স্বরূপ উপদেশ করিবেন তাহাই তাঁহার ব্রহ্মবাক্য বলিয়া শিরোधार্যা
করিতে হইবে ।

চরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের অবকাশে দেবীর শ্মশানবাসের কারণও বর্ণিত
হইয়াছে । এখন তাঁহার শববাহনত্বের কারণ কথিত হইতেছে । এবিষয়ে
তোড়লতন্ত্রের প্রথম পটলে, যথা—

যা চান্দা পরমা বিদ্যা দ্বিতীয়া ভৈরবী পরা ।

ত্রৈলোক্যজননী নিত্য সা কথং শববাহনা ।

অর্থাৎ—যিনি পরমবিদ্যা এবং অদ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠা, ভৈরবরূপিণী, নিত্য,
ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্ত্রী, সেই দেবী কেন শববাহনে অবস্থিতা ?

দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে—

যা চান্দা পরমেশানি স্বয়ং কালস্বরূপিণী ।

শ্রীশিবস্য হৃদস্তোজে দ্বিতা সংহাররূপিণী ।

অতএব মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ ।

সংহাররূপিণী কালী যদা ব্যক্তরূপিণী ॥

তদৈব সহসা দেবি শবরূপঃ সদাশিবঃ ।

তৎক্ষণাচ্চকলাপাঙ্গি যা দেবী শববাহনা ॥

অর্থাৎ—হে পরমেশানি ! যিনি আদ্যা স্বয়ং কালীস্বরূপিণী, তিনি মহাদেবের হ্রস্পদে অবস্থান করিয়া সংহাররূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই ক্ষণ মহাকাল হইলেন জগতের সংহারকর্তা, যখন কালী ব্যক্তরূপে প্রতিভাতা হন, তখন তিনি সংহারমূর্তি ধারণ করেন। হে দেবি। সেই সময় সদাশিব শবরূপ ধারণ করেন। হে চকললোচনে। সেই দেবী সেইক্ষণে শববাহনে অবস্থান করেন।

এই প্রসঙ্গে আরও কথিত হইতেছে—

যস্মিন্ ব্যক্তা মহাকালী শক্তিহীনঃ সদাশিবঃ ।

শক্ত্যা যুক্তো যদা দেবি তদৈব শিবরূপকঃ ।

শক্তিহীনে শিবঃ সাক্ষাৎ পুরুষত্বং ন মুঞ্চতি ॥

অর্থাৎ—যে সময় দেবী ব্যক্তরূপে প্রকাশ পান সেই সময় সদাশিব শক্তিহীন হন। হে দেবি ! শক্তিযুক্ত হইলেই শিব, শক্তিবিহীন হইলে শব হইয়া যান, তখন সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন, পুরুষত্ব পরিত্যাগ করেন না।

“মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্”—অর্থাৎ মহাকালের সহিত বিপরীত-রমণে আসক্ত। ইহার দ্বারা উভয়ের দিগম্বরত্ব সূচিত হইল। শিব-শক্তির মিলন বাতিরেকে সৃষ্টিাদির অসম্ভবত্বরূপ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইল। এবং সৃষ্টি প্রভৃতি সকল কার্যে শক্তিরই প্রাধান্য ইহাও ধ্বনিত হইল। (ইহার বিশেষ তাৎপর্য বীরাচারগম্য বলিয়া এখানে আর বর্ণিত হইল না।)

“শিবাভির্ধোরবাভিঃ চতুর্দ্ভিষ্কু সমন্বিতাম্”—অর্থাৎ চতুর্দ্ভিকে ভয়ঙ্কর শব্দ-নিরতা শিবাগণে (শৃগালগণে) পরিবেষ্টিত।

“সুখপ্রসন্নবদনাম্”—অর্থাৎ যাহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল এবং ভক্তগণের সুখকর।

“শ্বেতাননসরোরুহাম্”—যাহার মুখপদ্ম পদ্মের ন্যায় বিকশিত এবং হাস্যময়।

“যোগিনীচক্র-সহিতাং কালিকাং ভাবয়েৎ সদা”—এই অংশটি অগ্ন্যাদি গ্রন্থে এবং নিবন্ধসমূহে পরিদৃষ্ট না হওয়ায় ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।

“এবং সঙ্কিতয়েৎ কালীং সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে”—অর্থাৎ সকল প্রকার অভিলাষ

অথার্চনবিধিং বক্ষ্যে দেব্যাঃ সৰ্বসমৃদ্ধিদম্ ।

(যেনানুষ্ঠিত-মাত্রেণ স্বয়ং ভৈরবরূপবান্^১) ॥ ৩৭

যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ ভবাকৌ ন নিমজ্জতি ।

অনেকহেমরত্নাদি-মাণিক্যবরসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৮

ইন্দ্রাদিসুর-বৃন্দানাং সাধনৈকফল-প্রদম্ ।

বিপক্ষকুল-সংহার-কারণং পৌরুষ-প্রদম্^২ ॥ ৩৯

শান্তিকং^৩-পৌষ্টিকৈশ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্ ।

মারণোচ্ছেদ^৪-জনক-মাকৃষ্টিকরমুত্তমম্ ॥ ৪০

অনন্তর দেবীর সৰ্বসমৃদ্ধি দানকারী পূজাবিধি বালব । (যাহা অনুষ্ঠান-
মাত্রে নিজে ভৈরবস্বরূপ হইবেন । ৩৭

যাহা অনুষ্ঠানমাত্রে সংসারসমুদ্রে আর নিমজ্জিত হইতে হয় না ; যাহা
অনুষ্ঠানমাত্রে প্রচুরস্বর্ণ, শ্রেষ্ঠ রত্নাদি মাণিক্য, সিদ্ধি প্রদান করে । ৩৮

এই অনুষ্ঠান ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সাধনার একমাত্র ফলপ্রদাতা । শত্রু-
কুলসংহারের হেতু এবং পৌরুষপ্রদানকারী । ৩৯

শান্তি, পৌষ্টিক, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ প্রভৃতি কর্মসমূহে এই
অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । ৪০

ও অর্থের প্রাপ্তির জন্ম পূর্বোক্ত রূপ-বিশিষ্টা কালীকে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা
করিবে ।

কাম ও অর্থ এই শব্দদ্বয় দ্বারা ধর্ম ও মোক্ষের গ্রহণ হইবে । কারণ কালী-
উপাসকগণের চতুর্ভুজ ফল প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে । অতএব এই
ধ্যানের দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ভুজফল প্রাপ্তি হইবে ।

তন্ত্রসারে ‘সর্বকামার্থসমৃদ্ধিদাম্’ এবং ‘শশানালয়বাসিনীম্’ এইরূপ পাঠ
আছে । এবং এই পাঠ বহু প্রচলিত । শশানালয়বাসিনীম্ এই পাঠে
পুনরুক্তি ঘটে, সেই দোষ নিরাকরণের জন্ম ব্রহ্মানন্দস্বামী এই রূপ ব্যাখ্যা
করিয়াছেন—শশান-রুদ্রস্থান, তাহা নিত্য । কৈলাসের দক্ষিণ শৃঙ্গে কালিকা-
লয় । সেইখানে তিনি বাস করেন । ২৭-৩৩

১। * অনুষ্ঠানবিধিং বক্ষ্যে দেব্যাঃ সৰ্বসমৃদ্ধিদম্ । খ, গ, ড । ঘ-পুস্তকে এতৎ-
লোকোক্তং হলে “মানসৈরর্চয়িত্বা তু সাক্ষাৎ সিদ্ধীমবো ভবেৎ । যদ্বপীঠার্চনং বক্ষ্যে দেব্যাঃ
সৰ্বসমৃদ্ধিদম্ । ইতি লোকা দৃশ্যন্তে । বন্ধনোহং লোকোক্তং কেবলং ক-চ-পুস্তকয়োদৃশ্যতে ।

২। শরণপ্রদম্ । ৩। শান্তিদম্ । ৪। মারণোচ্ছেদকরম্ ।

সমস্তশোক^১-শমনমানন্দাকৌ নিমজ্জনম্^২ ।

চতুঃসমুদ্রপর্যন্ত-মেদিনীসাধনোত্তমম্^৩ ॥ ৪১

স্ত্রীরত্নকুলসন্দায়ি পুত্রপৌত্র-বিবর্দ্ধনম্ ।

আদৌ^৪ যন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞ জ্ঞাহামরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪২

আদৌ ত্রিকোণং বিন্যস্ত ত্রিকোণং তদ্বহ্নিন্যসেৎ ।

ততো বৈ বিলিখেন্নত্ৰী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্ ॥ ৪২

বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেৎ পদ্যং সুলক্ষণম্ ।

ততো বৃত্তং বিলিখ্যৈব লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥ ৪৪

চতুরশ্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ।

পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা স্ববামেহর্ধ্যাং ন্যাসেৎ প্রিয়ে^৫ ॥ ৪৫

এই অনুষ্ঠান সকল শোক বিদূরিত করে। আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখে।
চতুঃসাগরসহকৃত সমগ্র পৃথিবী লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ৪১

এই অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরত্নরাজি প্রদান করে এবং পুত্রপৌত্রের বৃদ্ধি সাধন
করে। প্রথমে আমি যন্ত্র বলিব, যাহা জানিয়া দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে। ৪২

প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে আরেকটী ত্রিকোণ অঙ্কন
করিবে। তাহার পর মন্ত্রবান্ পুনরায় তিনটী উত্তম ত্রিকোণ লিখিবেন। ৪৩

তাহার পর একটী বৃত্ত লিখিয়া সুন্দর একটী পদ্য অঙ্কন করিবে। তাহার
পর পুনরায় একটী বৃত্ত অঙ্কন করিয়া একটী একটী ভূপুর লিখিবে। ৪৪

তাহার পর চতুরশ্রয়ুক্ত ভূবিম্ব অঙ্কন করিয়া চারিটী দ্বার অঙ্কন করতঃ যন্ত্র
করিবে। হে প্রিয়ে! তাহার পর পীঠপূজা করিয়া নিজের বামভাগে অর্ধ্য
স্থাপন করিবে। ৪৫

টিপ্পনী—প্রথমে একটী অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া তাহাকে ভেদ করিয়া
অপর একটী উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। ঐ ষট্ কোণকে মধ্যে রাখিয়া
তিনটী ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। তাহার পর বৃত্ত অঙ্কন করিয়া অষ্টদল পদ্য
অঙ্কন করতঃ ভূপুর লিখিয়া চতুর্দ্বার অঙ্কন করতঃ যন্ত্র নির্মাণ করিবে।
তন্ত্রসারে ইহার সমর্থনে প্রমাণ যথা—

১। সমস্তকেশ। ৬, ৮। ২। মানন্দাক্তিবিধূদয়ম্। ৩। মানন্দানিবিভূতিদয়ম্। ৪, ৫।

৩। স্ত্রীং ধ্বনিত্রাং সাধয়েত্তথা। ৪। অথ। ৮।

৫। হর্ধ্যাক বিন্যাসেৎ। ৬, ৮।

শক্ত্যাগ্নিভ্যাক্ষ ষট্‌কোণঃ শক্তিভিষ্চ নবাত্মকম্ ।

পদ্মং বসুদলং ভূমি-পুষ্কতুর্দ্বারসমন্বিতা ।

অর্থাৎ প্রথমে শক্তি অধোমুখ ত্রিকোণ, অগ্নি—উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণরূপ ষট্‌কোণ অঙ্কন করতঃ, শক্তিভিঃ নবাত্মকম্—তিনটি অধোমুখ ত্রিকোণ দ্বারা নবকোণ নির্মাণ করিবে। তাহার পর অষ্টদল পদ্ম, চতুর্দ্বারযুক্ত ভূপুত্র লিখিবে।

ইহা বহু শিষ্টাচারসম্মত। অবশ্য এই যন্ত্র নির্মাণ-বিষয়ে ভিন্ন মতের প্রমাণও পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তারারহস্যের প্রমাণ যথা—

যত্র যত্র মহাবিদ্যা শক্তিবিদ্যা প্রকাশিতা ।

তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখমুদীরিতম্ ।

দেবত্রিকোণে কর্তব্যে উর্দ্ধাশ্চ পরিকীর্তিতম্ ।

অর্থাৎ যেখানে যেখানে মহাবিদ্যার শক্তিবিদ্যা প্রকাশিতা হইয়াছেন, সেইখানে সেইখানে ত্রিকোণ অধোমুখরূপে কীর্তিত হইয়াছে।

তাহা হইলে এই প্রমাণ অনুসারে পাঁচটিই অধোমুখ ত্রিকোণ করিয়া অন্য সকল পূর্বের স্থায় সম্পাদন করতঃ যন্ত্র অঙ্কন বিহিত হইতেছে। এই ত্রিকোণ-গুলি সমবাহু হইবে। এই বিষয়ে যুক্তি হইল বামকেশ্বর তন্ত্রাদিতে শ্রীযন্ত্রের অন্তর্গত ত্রিকোণচক্রের বাহুত্রয়কে ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়রূপে কথিত হওয়ায় বাহুত্রয়ের সাম্য হেতু বাহুসমূহের সমপরিমাণ হওয়াই উচিত। শ্রীচক্রে যেরূপ সমবাহুত্ব বিহিত হইয়াছে “একত্র বিহিতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকমন্তরেণ অন্যত্রাপি” এই প্রমাণ অনুসারে শক্তিসাম্যহেতু আদ্যাহলেও সেইরূপ বিধান হইবে।

এই যন্ত্র অঙ্কন বিষয়ে ভাস্কররায় বামকেশ্বর-তন্ত্রের ‘সেতুবন্ধ’ নামক টীকায় বলিয়াছেন—

“যদাশাভিমুখো মন্ত্রী চক্ররাজঃ সমুদ্বরেৎ সৈব পূর্বা দিক্ । তামারভ্য প্রাদক্ষিণেনেতরাঃ সপ্ত দিশঃ । ঈশানাদাগ্নেয়পর্য্যন্তামেকাং তির্যাগ্‌রেখাং কৃৎবা তদীশানাগ্নাং তদাগ্নেয়াচ্চারভ্য পশ্চিমদিক্‌পর্য্যন্তে দ্বৈ রেখে সমাকৃষ্যা পশ্চিমস্থাং দিশি তে মেলয়েৎ । তদিদং স্বাভিমুখত্রিকোণং ভবতি । অস্ম্য শক্তিরিতি সংজ্ঞা ।”

অর্থাৎ মন্ত্রবান্ সাধক যেদিকে মুখ করিয়া বসিবেন সেই দিক্‌কে পূর্ব-দিক্ বলা হয়। সেই পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে সাতটি দিক্ বুঝিতে হইবে। ঈশান কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত একটি বাঁকা রেখা করিয়া

সেই ঈশানের অগ্র হইতে এবং অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত দুইটি রেখা অঙ্কন করিয়া পশ্চিমদিকে সেই দুইটি রেখাকে মিলাইয়া দিবে। সেই রেখাই নিজ্জাভিমুখ ত্রিকোণ। এই ত্রিকোণের নাম হইল শক্তি।

এইরূপ ত্রিকোণ-পঞ্চক অঙ্কন করিয়া একটি বৃত্ত, তাহার বাহিরে একটি অষ্টদল পদ্ম (ইহার পর পুনরায় একটি বৃত্ত অঙ্কনের বিধিও কোথাও কোথাও উল্লেখ দেখা যায়) অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার-সমবৃত্ত চতুরঙ্গাকার ভূপুর অঙ্কন করিবে। সমবাহুকোণ ক্ষেত্রকে চতুরঙ্গ বলে। ইহাই ভূপুর।

এই চতুরঙ্গ ভূপুর বিষয়ে রাঘবভট্ট বলিয়াছেন—

ভূগৃহং চতুরঙ্গং সাদৃষ্টবজ্রবিভূষিতম্ ।

অর্থাৎ চতুরঙ্গ ভূগৃহ অষ্টবজ্র বিভূষিত হইবে।

এই বচনে যদিও অষ্টবজ্র অঙ্কনের উল্লেখ আছে, তথাপি গুরুপরম্পরায় শিষ্টাচার অনুসারে এই অষ্টবজ্র অঙ্কনের ব্যবহার দেখা যায় না।

মূলে উল্লেখ না থাকিলেও প্রথম ত্রিকোণের মধ্যে ইষ্টবীজ, বিন্দু এবং লজ্জাবীজ (ত্রীং) লিখিবার বিধি আছে। এই বিষয়ে কালীরহস্যে মহাকাল-সংহিতার বচনে দেখা যায়—

উত্তরাশ্চো লিখেদ্ যন্ত্রং গুরুং নত্বা শিবং স্মরন্ ।

নিজবীজং ততো বিন্দুং লজ্জাবীজমতঃ পরম্ ।

পঙ্তিক্রমে লিখিত্বা তু ত্রিকোণ-পঞ্চকং ক্রমাৎ ।

লিখিত্বা বেষ্ঠয়েৎ সম্যগ্ বৃত্তেন পরমেশ্বরী ।

ততোহষ্টদলপদ্মঞ্চ ততো বৃত্তং লিখেদ্ বৃধঃ ।

ততো দ্বারানি কুর্ক্বীত চতুর্দিক্ সমাহিতঃ ।

এবং যন্ত্রং প্রকুর্ক্বীত কালিকাপূজনে বৃধঃ ।

অর্থাৎ হে পরমেশ্বরী। উত্তরমুখী হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া শিবকে স্মরণ করতঃ নিজের বীজ, তাহার পর বিন্দু, তাহার পর লজ্জাবীজ (ত্রীং) পঙ্তিক্রমে লিখিয়া পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কন করতঃ বৃত্ত দ্বারা বেষ্ঠন করিবে।

তাহার পর অষ্টদল পদ্ম, তাহার পর বৃত্ত, তাহার পর চারিদিকে চারিটি দ্বার অঙ্কন করতঃ কালীপূজায় সাধক যন্ত্র অঙ্কন করিবে।

বীজ লিখন বিষয়ে তন্ত্রসারধৃত কুমারীকল্পে কথিত হইয়াছে।

মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়াবিভূষিতম্ ।

অর্থাৎ (প্রথম ত্রিকোণ) মধ্যে নিজের বীজ এবং মাস্রাবীজ (দ্বীং)
বিভূষিত বিন্দু অঙ্কন করতঃ চক্র লিখিবে।

যন্ত্রের আধার বিষয়ে স্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

লিখনং যন্ত্ররাজস্য হৈমে পাত্রে বিশিষ্টতে।

তাত্রে বাপি চ কর্তব্যং যন্ত্রং পূজার্থমেব হি ॥

ন পৈতুলে ন বা কাঠে ন পাষাণে ন মাটিকে।

কালীয়ন্ত্রং প্রকুর্ষীত সাধকোহভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥

অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রে যন্ত্ররাজের অঙ্কন বিশেষ ফলপ্রদ। পূজার জন্ত তাত্র
পাত্রেও যন্ত্র করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধক কখনও অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত
পিত্তল পাত্রে, কাঠে, প্রস্তর পাত্রে, মৃৎপাত্রে কালীয়ন্ত্র অঙ্কন করিবেন না।

যন্ত্রলিখনের দ্রব্যবিষয়ে কালীনিগমে কথিত হইয়াছে—

কুশীদকপূরকচন্দনৈশ্চ লিখেং সুযন্ত্রং বরতাত্রপাত্রে ॥

অর্থাৎ কুশীদ, কপূর ও চন্দনের দ্বারা উত্তম তাত্রপাত্রে শোভন যন্ত্র
লিখিবে।

এই বিষয়ে তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে—

চন্দনাগুরুকপূর-সিন্দূররজসাপি বা।

কন্তুরীকুক্কুমৈ দেবৈ রোচনালাক্ষ্ম্যা তথা ॥

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কপূর ও সিন্দূর দ্বারা অথবা কন্তুরী, কুক্কুম,
গোরোচনা ও লাক্ষ্মী দ্বারা দেবীর উদ্দেশ্যে যন্ত্র অঙ্কন করিবে।

লিখন দ্রব্য বিষয়ে শ্রী তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

যন্ত্ররাজং লিখেন্মন্ত্রী স্বর্ণরত্নশলাকয়া।

পুষ্পেণ বিলিখেদ্ বাপি বিল্লস্য কণ্টকেন বা ॥

অর্থাৎ মন্ত্রবান্ সাধক স্বর্ণ, রত্নশলাকা, পুষ্প অথবা বিল্লকণ্টক দ্বারা যন্ত্র-
রাজ লিখিবেন।

এই বিষয়ে তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে—

তন্মধ্যে বিলিখেদ্ যন্ত্রং সুবর্ণেন কুশেন বা।

অর্থাৎ তাহার মধ্যে সুবর্ণ অথবা কুশ দ্বারা যন্ত্র লিখিবে।

যন্ত্র অঙ্কনের মন্ত্রবিষয়ে শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীধৃত সম্মোহনতন্ত্রে কথিত
হইয়াছে—

মূলমুচ্চারয়ন্ সম্যগালিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্।

অর্থাৎ ইষ্ট বীজ উচ্চারণ করতঃ যথাযথভাবে উত্তম যন্ত্র অঙ্কন করিবেন। ৪৫

মূলবিচাং ষড়ঙ্গেন^১ মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ ।

ততো হৃদয়-পদ্মান্তঃ স্মুরন্তীং পরমাং কলাম্ ॥ ৪৬

যন্ত্রমধ্যে সমাবাহু শ্বাসজালং^২ প্রবিচ্ছসেৎ ।

ততো ধ্যাত্বা মহাদেবী-মুপচারান্ একল্লেরেৎ^৩ ॥ ৪৭

মূলমন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গ মন্ত্রে মূলবিদ্যার পূজা করিবে। তাহার পর হৃদয়ে স্মুরিত হইতেছেন যে পরমা কলা তাঁহাকে যন্ত্রমধ্যে আবাহন করিয়া শ্বাস-সমূহের বিচ্ছাস করিবে। তাহার পর ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে উপচারসমূহ সমর্পণ করিবেন। ৪৬-৪৭

টিপ্পনী—পূজার ক্রম কথিত হইতেছে। প্রথমে নিজহৃৎপদ্মে দেবতাকে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া তাত্ৰাদি পাত্রে যন্ত্র অঙ্কন করিয়া সমর্থ না হইলে যন্ত্রপুষ্প স্থাপন করিয়া অথবা অন্য বিহিত আধার সংস্থাপন করতঃ কুমারীকল্লাদি কথিত পীঠপূজা করিয়া নিজের বাম ভাগে তিনটি অথবা দুইটি বা একটি অর্ধপাত্র স্থাপন করিয়া সেখানে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া সেখানে দেবীকে আবাহন করিবে। ক্রম দর্শিত হইতেছে। প্রথমে নিজমস্তকে দ্বাদশদল (সহস্র দল) পদ্মমধ্যে শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করতঃ প্রণাম করিবে।

প্রণাম যন্ত্র যথা—

নমোহস্ত গুরবে তস্মৈ যেষ্টদেব-স্বরূপিণে ।

যস্য বাগমৃতং হস্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্ ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে—

শ্রীগুরো দক্ষিণামূর্তে ভক্তানুগ্রহকারক ।

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ । যন্ত্ররাজার্চনায় মে ॥

এইরূপে গুরুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া প্রাণাশ্বাস ও ষড়ঙ্গশ্বাস করিবে। তাহার পর নিজেকে কামকলারূপে চিত্তা করিয়া করযুগল দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া সেই পুষ্পাঞ্জলিকে মাতৃকাপদ্মরূপে কল্পনা করিয়া কৃষ্ণমুদ্রায় আবদ্ধ করিয়া হৃদয়ে চক্ররাজে সপরিবারা যথোক্তরূপা দেবীকে পূর্বোক্ত ধ্যানমন্ত্রে ধ্যান করিয়া তেজোরূপতা প্রাপ্ত করাইয়া সপ্তমুদ্রা প্রয়োগে মূলধার হইতে কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া তাহার সহিত যট্চক্র ভেদক্রমে

১। মূলবিদ্যা ষড়ঙ্গেন। ৬, চ। ২। শ্বাসমেব। ক।

৩। মুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ। ক।

হৃদয়মধ্যে ক্ষুরগরতা তেজোময়ী দেবীকে সুসুগ্ধপথে ব্রহ্মরজে লইয়া পরতেজঃ
সঙ্গম-হেতু মহাসমুদ্রে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করাইয়া শিবশক্তি সামবস্তুসুখ অনুভব
করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবীকে পূজাধারে আবাহন করিবে।

মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।

সর্বহিতরতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরী।

এহেহি দেবদেবেশি কালিকে দেবপূজিতে।

পরামৃতপ্রিয়ে শাস্ত্রং সান্নিধ্যং কুরু সিদ্ধিদে।

দেবেশি ভক্তিমূলভে পরিবারসমম্বিতে।

যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ সুস্থিরা ভব।

এই আবাহন মন্ত্র পাঠপূর্বক যং এই বায়ুবীজ উচ্চারণ করতঃ নাসাপুট-
পথে কূর্ম্মমুদ্রাধৃত করতঃ পুষ্পাঞ্জলিতে সেই তেজঃসম্যকরূপে আনয়ন করিয়া
পীঠমধ্যবর্ত্তি কল্পিত মূর্ত্তির মস্তকে ব্রহ্মরজস্থানে সেই পুষ্প স্থাপন করিয়া
মহাকালের ক্রোড়স্থিতা আবরণপরিবেষ্টিতা শ্রীমদ্ দক্ষিণকালিকাকে সকল
অবয়বে ধ্যান করতঃ পীঠমধ্যবর্ত্তি কল্পিত মূর্ত্তির মস্তকে ব্রহ্মরজস্থানে যে
তেজোরূপা দেবীকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাঁহাকে কল্পিত মূর্ত্তির সকল
অবয়বে ব্যাপক দ্বারা আবাহন করিবে। আবাহনের পর আবাহনের অঙ্গীভূত
স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন, সম্মুখীকরণ করিবে। তাহার প্রয়োগ যথা—
মহাকালসহিতশ্রীমদক্ষিণকালিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ আবাহন মুদ্রায় এইমন্ত্রে
আবাহন করিয়া, স্থাপনীমুদ্রায় ‘ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ’ এই মন্ত্রে স্থাপন করিয়া
সন্নিধানীমুদ্রায় ‘ইহ সন্নিহিতা ভব’ এই মন্ত্রে সন্নিধানিত করিয়া, সন্নিরোধনী-
মুদ্রায় ‘ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব’ এই মন্ত্রে সন্নিরুদ্ধ করিয়া সম্মুখীকরণমুদ্রায় ‘মম পূজাং
গৃহাণ’ এই মন্ত্রে সম্মুখীকৃত করিয়া কল্পিতমূর্ত্তিতে তেজঃসঙ্কার করিয়া প্রাণ-
প্রতিষ্ঠা করিবে। আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহাকালসহিতশ্রীমদক্ষিণকালিকায়্যাঃ
প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহাকালসহিতশ্রীমদক্ষিণ-
কালিকায়্যাঃ জীব ইহ স্থিতঃ, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহাকালসহিত-শ্রীমদক্ষিণ-
কালিকায়্যা ইহ সর্ব্বোল্লিয়াণি। আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহাকালসহিত-শ্রীমদ্-
দক্ষিণকালিকায়্যা বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু
হাহা, এই মন্ত্রে লেলিহান মুদ্রায় অথবা কুশবিষ্ঠের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া
‘অবগুপ্তিতা ভব’ মন্ত্র বলিয়া হুং মন্ত্রে অবগুপ্তন মুদ্রায় প্রাণপ্রতিষ্ঠাঙ্গ অবগুপ্তন
করিয়া ষড়ঙ্গ মন্ত্রে দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গ বিজ্ঞাস দ্বারা সকলীকরণ করিয়া মূলবিদ্যা
উচ্চারণপূর্ব্বক ওঁ হ্রোং হ্রোং স্রোং স্রোং, এই বিন্দুযুক্ত দীপনীবিদ্যা উচ্চারণ

করতঃ অকরাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা দেবীকে তিনবার প্রোক্ষণ করিবে। তাহার পর পরমীকরণ নামক মহামুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া ছোটিকা দ্বারা দশ দিগ্‌বন্ধন করিয়া বং এই অমৃতবীজ উচ্চারণ পূর্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিতে থাকিয়া অমৃতীকরণ করিবে। তাহার পর যোনি, খড়্গ, মৃত্ত, বর, অভয়, পরযোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া যথাশক্তি বাহু উপচারসমূহে বাহু পূজা করিবে। কোন কোন সম্প্রদায় আবাহনাদিতে ‘মহাকালসহিত’ এইরূপ উল্লেখ করেন না।

পূর্বোক্তবিধিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্র পূর্বোক্তরূপ প্রদর্শিত হইলেও স্তব্ধসারাদিগ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়—

পাশাঙ্কশপুটাশক্তি-বাণী-বিন্দুবিভূষিতা ।
 যাদ্যাঃ সপ্তসকারান্তা ব্যোমসত্যেন্দুসংযুতা ।
 তদন্তে হংসমন্ত্রঃ স্ম্যন্ততোহমৃশ্যপদং বদেৎ ।
 প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহ প্রাণান্ততঃ পরম্ ।
 অমৃশ্য জীব ইহ স্থিতস্ততোহমৃশ্যপদং বদেৎ ।
 সর্কেল্লিযাণ্যমৃশ্যান্তে বাঙ্মনশ্চক্ষুরন্ততঃ ।
 শ্রোত্রঘ্রাণপদে প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্ ।
 তিষ্ঠন্ত্যগ্নিবধূরন্তে প্রাণমন্ত্রোহয়মীরিতঃ ।
 প্রত্যমৃশ্যপদাং পূর্বং পাশাদ্যানি নিয়োজয়েৎ ।
 প্রয়োগেষু সমাখ্যাতঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিভিঃ ।

অর্থাৎ পাশবীজ আং, শক্তিবীজ হ্রীং, অঙ্কশবীজ ক্রোং, বাণীবিন্দুবিভূষিতাদ্যাঃ সকারান্তাঃ সপ্ত—যং রং লং বং শং ষং সং, ব্যোম—হ, সত্য—ও, ইন্দু—সংযুতা-বিন্দু (ং) যুক্তা অর্থাৎ হোং তাহার পর হংসঃ যুক্ত হইবে। সমুদয়যোগে নিম্নলিখিতরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র হইবে, যথা—

আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমৃশ্য (শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়্যাঃ) প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমৃশ্য (শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়্যাঃ) জীব ইহ স্থিতঃ, আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমৃশ্য (শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়্যাঃ) ইহ সর্কেল্লিযাণি, আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমৃশ্য (শ্রীমদ্-দক্ষিণকালিকায়্যাঃ) বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত্বাহা ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে দেবপ্রতিষ্ঠাতত্বে উল্লিখিত আছে। বশিষ্ঠসংহিতায়—

‘হৃদি হস্তং সমাদায় মূলমন্ত্রকং সংজপেৎ’ ।

অর্থাৎ হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে ।

কালিকাপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—

প্রতিমায়াঃ কপোলৌ দ্বৌ স্পৃষ্টা দক্ষিণপাণিনা ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুবীত তস্য দেবশ্ব বা হরেঃ ॥

বাসুদেবশ্ব বীজেন তদ্বিক্ষোড়িত্যনেন চ ।

তথৈবান্ধ্রমগ্নিমন্ত্রাভ্যাং প্রতিষ্ঠামাচরেদ্বরেঃ ॥

তথৈব হৃদয়েহদ্ব্যুষ্ঠং দত্ত্বা শম্বত মন্থবিং ।

এভির্মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠাস্ত হৃদয়েহপি সমাচরেৎ ॥

অশ্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত অশ্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্ত চ ।

অশ্মৈ দেবতসংখ্যায়ৈ স্বাহেতি যজুরীরয়ন্ ॥

অগ্নমষ্টৈর্বাগ্নিমষ্টৈ বৈদিকৈরিত্যনেন চ ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সর্বত্র প্রতিমাসু সমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ প্রতিমার কপোলদ্বয় দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া সেই দেবীর বা হরির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং এই বাসুদেব বীজের দ্বারা (তত্ত্বদেবতার বীজের অগ্নমন্ত্রে) প্রতিষ্ঠা করিবে । হৃদয়ে অদ্ব্যুষ্ঠ প্রদান পূর্বক অশ্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত ইত্যাদি অগ্নমন্ত্রে এবং ‘ও মনোজ্যোতির্জুযতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজুমিমং তনোত্বরিষ্ঠং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়ন্ত্যমোম্ প্রতিষ্ঠা’ এই বৈদিক অগ্নিমন্ত্রে সকল প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে । (স্ত্রীদেবতার অশ্মৈ স্থলে অশ্মৈ উহা করিতে হইবে) ।

প্রতিষ্ঠাবিষয়ে মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—

সপুষ্পং সকুশং পাণিং শাসেদ্ দেবশ্ব মন্তকে ।

পঞ্চবারং জপেন্মূলমষ্টোত্তরশতোত্তরম্ ॥

ততো মূলেন মূর্দ্ধাদিপিঠান্তং সংস্পৃশেদिति ।

তত্ত্ব্যাসং লিপিগ্যাসং মন্ত্রগ্যাসঞ্চ বিন্যসেৎ ॥

পূজাঞ্চ মহতীং কুর্য্যৎ স্বতন্ত্রোক্তাং যথাবিধি ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণস্থানং সমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ সপুষ্প ও সকুশ হস্ত দেবতার মন্তকে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে । এইভাবে পাঁচবার আবৃত্তি করিবে । তাহার পর মূলদ্বারা মন্তক হইতে পীঠদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে । মাতৃকাস্ত্যাস, তত্ত্ব্যাস ও মন্ত্র্যাসও করিবে । প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । তাহার পর যথাবিধি তত্ত্বংকল্লোক্তক্রমে মহতীপূজার অনুষ্ঠান করিবে ।

পূর্বোক্তরূপ পূজাক্রম প্রদর্শিত হইলেও এতদ্দেশে তোড়লতন্ত্রোক্ত ক্রমেই
ঐমদক্ষিণকালিকার পূজা সুপ্রচলিত। সেই পূজাক্রম যথা—

সূত্ৰাকারেণ দেবেশি পূজাবিধিরিহোচ্যতে ।
স্তুতিবান্ধনসঙ্কল্পং ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ ॥
মন্ত্ৰেণাচমনং কার্য্যং সামান্যার্থ্যং ততো হ্রসেৎ ।
তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ ॥
ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসরণং ততঃ ।
আসনঞ্চ সমভ্যর্জ্য গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ ॥
করভুক্তিঞ্চ তালঞ্চ ত্রয়ং দিগ্বন্ধনং ততঃ ।
বহিনা বেষ্টনকৈব ভূতভুক্তিমথাচরেৎ ॥
মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদান্তরমাতৃকাং ।
মাতৃকাধ্যানমার্চ্য্য বাহে তু মাতৃকাং হ্রসেৎ ॥
পীঠস্থাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ।
ঋত্বাদিকং করাস্তঞ্চ বর্ণস্থাসং সমাচরেৎ ॥
ষোড়শস্থাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরম্ ।
এবং সমাহিতমনা-স্তত্বস্থাসং সমাচরেৎ ॥
বীজন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিহ্রসেৎ সুধীঃ ।
মূলেণ সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনকরেৎ ॥
বিশেষার্থ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং ।
মুদ্রাদি দর্শনং কার্য্যং আবাহনষড়ঙ্গকং ॥
ধেয়াদিকং ততঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মূলপূজনম্ ।
আজ্ঞাপ্রার্থনমাস্ত্রানি কাল্যাদীন্ পরিপূজয়েৎ ॥
ব্রাহ্মাদীনসিতাস্ত্রাদীন্ মহাকালং প্রপূজয়েৎ ।
খড়্গাদীন্ গুরুপঙক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥
বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপম্ ।
জপং সমর্পয়েচ্ছীমান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥
এতস্মিন্ সময়ে দেবি কার্গাদীন্ সমাচরেৎ ॥
অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি চান্ধানঞ্চ সমর্পয়েৎ ।
স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাক্ষৌঃ প্রণমেৎ সুধীঃ ॥
শিবোহমিতি সঙ্কিন্ত্য সংহারেণ বিসর্জয়েৎ ।
ঐশান্যং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকং ॥

নমস্কৃত্য মহাদেবীং ততঃ আবরণং যজ্ঞেৎ ।

কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্ ॥ ৪৮

মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া আবরণ পূজা করিবে । বাহিরের বট কোণে কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তার পূজা করিয়া

অর্ধ্যং সঙ্কার্য্য শিরসি চন্দনস্ত ললাটকে ।

নৈবেদ্যং কিঞ্চিং স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া ।

সংক্ষেপপূজামথবা কুর্য্যান্নত্ৰী সমাহিতঃ ।

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে—

হে দেবশ্রেষ্ঠে ! সূত্ররূপে পূজাবিধি এখানে কথিত হইতেছে । প্রথমে যন্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, (গণেশাদি দেবতা পূজা), মন্ত্রাচমন, সামান্যার্ঘ্য-স্থাপন, সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা দ্বার অভ্যক্ষণ পূর্ব্বক দ্বারদেবতা পূজা, ত্রিবিধ বিঘ্ন অপসারণ, ভূত অপসারণ, আসনভুক্তি, গুরুপ্রণাম, করভুক্তি, তালতর, দিগন্ধন, রং মন্ত্রে জলধারায় বেঞ্জন, ভূতভুক্তি, (আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা), মাতৃকা-ষড়ঙ্গস্থাস, অন্তর্মাতৃকাস্থাস, মাতৃকাস্থাস, বাহ্যমাতৃকাস্থাস, পীঠস্থাস, প্রাণায়াম, ঋত্বাদিস্থাস, করাস্থাস, বর্ণস্থাস, যোড়াস্থাস, যোড়াস্থাসান্ত্র ব্যাপকস্থাস, তত্ত্বস্থাস, বীজস্থাস, মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকস্থাস, ধ্যান, মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা, (গুরুপঙ্ক্তিপূজা ও মহাকাল ভৈরবপূজা) পুনর্ধান, চক্ষুর্দান, আবাহনাদি মূদ্রাপ্রদর্শন, ধ্যেয়াদি মূদ্রাপ্রদর্শন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, মূলপূজা, আজ্ঞাপ্রার্থনা, ষড়ঙ্গপূজা, কাল্যাণ পূজা, ব্রাহ্ম্যাদি পূজা, অসিতান্নাদি অষ্টভৈরব পূজা, (বটুক পূজা, দিক্‌পাল পূজা, বজ্রাদি অস্ত্রপূজা, তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান) মহাকালভৈরব পূজা, (সম্প্রদায় বিশেষ মতে এই সময় অধিকারি অনুসারে কারণাদি প্রয়োগ) (শবরূপ মহাদেব পূজা, দেবীর পূজা) দেবীর পূজা, খড়্গাদি অস্ত্রপূজা, গুরুপঙ্ক্তি পূজা, দেবীর পুনঃপূজা, বলিদান, হোম, প্রাণায়াম, জপ, জপসমর্পণ, প্রাণায়াম, অধিকারি পক্ষে এই সময়ে কারণাদি সমাচার, অর্ঘ্যপ্রদান পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ, স্তব ও কবচ পাঠ, অষ্টাঙ্গ প্রণাম । আমিই শিব এইরূপ চিন্তাকরতঃ সংহার মূদ্রায় বিসর্জন । ঈশান কোণে মণ্ডল করিয়া উচ্ছিষ্ট চাণালীর পূজা, মন্ত্ৰকে অর্ঘ্য ধারণ করিয়া ললাটে চন্দনলেপন পূর্ব্বক কিঞ্চিং প্রসাদ গ্রহণ করতঃ নিজের ইচ্ছানুসারে বিহার করিবে । (দক্ষিণান্ত করিবে) । অথবা মন্ত্রবান্ সাধক সমাহিতচিত্তে সংক্ষেপ পূজার অনুষ্ঠান করিবে । ৪৮-৪৭

বিপ্রাচিন্তাস্ত^১ সম্পূজ্য বহিঃ ষট্‌কোণকে ততঃ^২ ।
 উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং তথা মধ্য-ত্রিকোণকে ॥ ৪৯
 নীলাং ঘনাং বলাকাঞ্চ তথৈবান্য-ত্রিকোণকে^৩ ।
 মাত্রাং মুদ্রাং মিতাক্ষৈব তথৈবাস্ত্রিকোণকে^৪ ॥ ৫০
 সর্বাঃ শ্যামা অসি-করা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাঃ^৫ ।
 তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ^৬ ॥ ৫১
 ততো বৈ মাতরঃ পূজ্যা ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা^৭ ।
 মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা ॥ ৫২
 বারাহী চ তথা পূজ্যা নারসিংহী তথৈব চ ।
 সর্বাসামপি দেবীনাং বলিঃ পূজা তথৈব চ^৮ ॥ ৫৩
 অনুলেপনকং গন্ধো ধূপদীপৌ তথৈব চ^৯ ।
 ত্রিভিঃ পূজা প্রকর্তব্য^{১০} সর্বাসামপি সাধকৈঃ ॥ ৫৪

মধ্যত্রিকোণে উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তার পূজা করিয়া অপর ত্রিকোণে নীলা, ঘনা ও বলাকার পূজা করিয়া অপর ত্রিকোণে মাত্রা, মুদ্রা ও মিতার পূজা করিবে। ৪৮-৫০

পূজাকালে এই পঞ্চদশ দেবতার নিম্নলিখিত রূপ ধ্যান করিবে। ইহাদের সকলের শ্যামবর্ণ, দক্ষিণ হস্তে অসি, বাম হস্তে তাড়ন যষ্টি, গলদেশে মুণ্ডমালা সুশোভিত, মুখে মৃদুহাস্য বিরাজ করিতেছে। ৫১

তাহার পর (অষ্টদল পদ্মে) অষ্টশক্তি বা অষ্টমাতৃকা ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহী দেবীগণকে বলি, পূজা, অনুলেপন, গন্ধ, ধূপ, দীপ প্রভৃতি তিনবার তিনবার প্রদান পূর্বক সাধকগণ পূজা করিবেন। ৫২-৫৪

- ১। বিপ্রাচিন্তাস্ত ৬, চ। ২। বৃথঃ। গ, ঘ। ৩। তথাপরত্রিকোণকে।
 ৪. গ। তথৈবাপরকে ত্রিকে। ঘ। তথাপরত্রিকোণকে। ৬, চ।
 ৫। তথৈবাস্ত্রিকোণকে। ক, ৬, চ। ক্রমেচ্ছাত্ত্রিকোণকে। গ।
 ৬। বিভূষণাঃ। গ, ঘ। ৭। ধারয়ন্ত্যশ্চ স্মিতাঃ ক, ৬, চ ঘ।
 ৮। এতচ্ছৈলাকার্হলে ঘ পুস্তকে—“ততো বৈ মাতরঃ পূজ্যাঃ পদ্মেষ্টিদলেষু চ।
 উগ্রাদৌ পূজয়েদ্ ব্রাহ্মীং ততো নারায়ণীং তথা” ইতি শ্লোকো দৃশ্যতে। ৮। সর্বাসামপি
 বৈ দেবো বলিঃ পূজনমেব চ। গ। ৯। সর্বাসামপি দাতব্যো বলিপূজা তথৈব চ। ৬, চ।
 গন্ধং ধূপদীপৌ ক্রমাৎ তথা। ক। গন্ধং ধূপদীপৌ চ পানকং। ঘ, গ, ৬, চ।
 ১০। ত্রিভিঃ পূজা প্রকর্তব্য। ঘ।

(গুরুপঙক্তিঃ ষড়ঙ্গঞ্চ দিক্‌পালাংশ্চ ততোহর্চয়েৎ)^১ ।

এবং পূজাং পুরা কৃত্বা মূলেনৈব যথাবিধি ॥ ৫৫

নৈবেদ্যাদীন্^২ যথাশক্ত্যা দত্ত্বাদ্ দেব্যৈ পুনঃ পুনঃ ।

ততো বৈ দশাবারান্ত্^৩ দীপং দত্ত্বাত্তু^৪ সাধকঃ ॥ ৫৬

পুষ্পাদিকং পুনর্দত্ত্বান্ন মূলেনৈব যথাবিধি ।

ততঃ সাবহিতো^৫ মন্ত্রী গুরুং নত্বা শিরঃস্থিতম্ ॥ ৫৭

দেবীং ধ্যান্য চাষ্টোত্তর-^৬ সহস্রং^৭ প্রজপেদনুম্ ।

তেজোময়ং জপফলং দেব্যাহন্তে^৮ সমর্পয়েৎ ॥ ৫৮

গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বমিতি^৯ মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।

ততঃ শিরসি বৈ পুষ্পং^{১০} দত্ত্বাষ্টাঙ্গং প্রণম্য চ ॥ ৫৯

বিসৃজ্য পরয়া ভক্ত্যা সংহারেণৈব ভক্তিতঃ^{১১} ।

উদ্বাস্ত হৃদয়ে দেবীং^{১২} তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬০

তাহার পর সাধক গুরুপঙ্ক্তি, ষড়ঙ্গ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবেন। পূর্বে এইভাবে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে যথাবিধি ও যথাসামর্থ্য নৈবেদ্যাদি দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবেন। তাহার পর দশবার দীপ প্রদান করিবেন। ৫৫-৫৬

তাহার পর পুনরায় মূলমন্ত্রে যথাবিধি পুষ্পাদি প্রদান করিবেন। তাহার পর মন্ত্রবান্ সাধক অবধান সহকারে মন্ত্ৰকে অবস্থিত শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া ১০০৮ মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রবিৎ সাধক 'ঐ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বম্' এইমন্ত্রে তেজোময় জপফল দেবীর বামভাগের অধঃ হস্তে সমর্পণ করিবেন। তাহার পর মন্ত্ৰকে পুষ্প প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সংহারমুদ্রায় বিসর্জন করিয়া দেবীকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সাধক নিশ্চিত দেবীময় হইবেন। ৫৭-৬০

১। বহুনীহং মোকার্ছং কেবলং য পুস্তকে বর্জ্যতে।

২। নৈবেদ্যান্তম্। খ।

নৈদ্যাদি। গ, ঘ।

৩। দশাবারন্ত। ক। খ, ড, চ।

৪। দত্ত্বা চ। ঘ, ড, চ।

৫। সাবহিতঃ। ড, চ।

৬। চাষ্টোত্তরং। ড, চ।

৭। চাষ্টোত্তরশতঞ্চ

প্রজপেদনুম্। ঘ।

৮। তেজোময়ং জপফলং। ক। খ।

৯। গোপ্ত্রী ইতি। ড, চ।

১০। ততো বৈ শিরসে পুষ্পম্। ক, গ, ঘ।

১১। সন্নিধাপনমুদ্রয়া। ক, গ, ঘ, ড, চ।

১২। উদ্বাস্তং হৃদয়ে বীজ্য। ড। উদ্বাস্তম্ হৃদয়ে বীজ্য। চ।

পুরশ্চরণকালেহপি পূজা চৈষা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সপৰ্য্যা-বিধিঃ^১ নাম প্রথমঃ পটলঃ ॥ ১ ॥

পুরশ্চরণকালেও এইপ্রকার পূজা কথিত হইয়াছে । ৬১

কালীতন্ত্রের সপৰ্য্যাবিধি নামক প্রথম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

[পুরস্চরণ-বিধিঃ]

ভৈরব উবাচ—

সাধনং সিদ্ধমন্ত্রস্ত^১ বক্ষ্যামি পরমাদ্যুতম্ ।

ভাগ্যহীনোহপি মুখোহপি যদ-বোধাদমরো ভবেৎ ॥ ১

সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ সৰ্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ^২ ।

আদৌ পুরস্কিয়াং কুর্য্যান্নিয়মেন যথাবিধি^৩ ॥ ২

লক্ষ্মেমেকং জপেদ্ বিছাং^৪ হবিষ্কাশী দিবা শুচিঃ ।

রাত্রৌ তাম্বুল-পুরাশ্চঃ^৫ শয্যায়াং লক্ষ্মমানতঃ ॥ ৩

নানাচারো ন কর্তব্যো ন চারণমিতস্ততঃ^৬ ।

ভূতহিংসা ন কর্তব্য্যা পশু-হিংসা বিশেষতঃ ॥ ৪

ভৈরব বলিলেন । সিদ্ধমন্ত্রের পরমাদ্যুত সাধনপদ্ধতি বলিব ; যাহার জ্ঞান হইতে ভাগ্যহীন ও মুখও অমর হয়েন । ১

প্রথমে নিয়মপূৰ্ব্বক যথাবিধি পুরস্চরণ করিবে, যাহার ফলে সকল কামনা সাধন করিবেন ও সকল সিদ্ধির অধিপতি হইবেন । ২

দিবাভাগে শুচি ও হবিষ্কভোজী হইয়া এক লক্ষ এবং রাত্রিভাগে তাম্বুলপূর্ণ মুখে শয্যায় উপবেশন পূৰ্ব্বক একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । ৩

পুরস্চরণকালে বহুবিধ আচার, ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ, ভূতহিংসা, বিশেষভাবে পশুহিংসা করা উচিত নহে । ৪

টিপ্পনী—মূলগ্রন্থে পুরস্চরণের বিষয় উল্লেখ হইলেও কেবলমাত্র জপ হোম ও তর্পণের কথাই বলা হইয়াছে । এই জপাদিবিধিও বীরাচার সম্মত । এই জন্ত তন্ত্রান্তর হইতে পুরস্চরণের পরিপূর্ণ বিধি উল্লেখ করা যাইতেছে ।

জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েত্তদদশাংশতঃ ।

তর্পণকাভিষেকঞ্চ তত্তদদশাংশতো মূনে ॥

প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ নৃনাদিক-প্রশান্তয়ে ।

অথবা সৰ্ব্বপূর্তৌ চ হোমাদিকমথাচরেৎ ।

সম্পূর্ণায়াং প্রতিজ্ঞায়াং তর্পণাদিকমাচরেৎ ॥

১। সিদ্ধমন্ত্রস্ত ৬, চ। ২। সাধয়েৎ সিদ্ধিসকলান্ সাক্ষাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ৩।

৩। সমাহিতঃ। ৪। যথাপ্রিতঃ ৬, চ। ৫। জপেদ্রৌ। গ, ঘ।

৬। পূর্ণায়াঃ। ৭। ৮। ন চারণমিতস্ততঃ। ৯। ন চারণমিতস্ততঃ। ১০। নানাচারো

ন কার্যো বৈ ন চারণমিতস্ততঃ।

বলিদানং বিনা দেব্যা^১ হিংসাং সৰ্বত্র বৰ্জয়েৎ ।

অগ্ন্যমন্ত্র-পুরস্কারং নিন্দাঞ্চৈব বিবৰ্জয়েৎ^২ ॥ ৫

ততঃ সিদ্ধমন্ত্রগুপ্তী প্রয়োগার্হো ন চাশ্রথা ।

জীবহীনো যথা দেহী সৰ্ব-কৰ্মসু ন ক্ষমঃ ॥ ৬

পুরস্চরণ-হীনোহপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

তস্মাদাদৌ পুরস্চর্যাং কৃত্বা সাধক-সন্তমঃ ॥ ৭

প্রয়োগঞ্চ ততঃ কুর্যাৎ সৰ্বং সাধকত্বলভম্^৩ ॥ ৮

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে পুরস্চরণ-বিধি-দ্বিতীয়: পটলঃ^৪ ॥ ২ ॥

দেবীর উদ্দেশে বলিদান ব্যতিরেকে সৰ্ববিষয়ে হিংসা বর্জন করিবে । অস্ত্র মন্ত্রের পুরস্চরণ এবং নিন্দা বর্জন করিবে । ৫

তাহার পর মন্ত্রবান্ সিদ্ধমন্ত্র হইয়া প্রয়োগাধিকারী হইবেন অশ্রুতা নহে । জীবহীন দেহী যেমন সকলকর্মে অসমর্থ, পুরস্চরণবিহীন মন্ত্রও সেইভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । সেইজন্য সাধকশ্রেষ্ঠ প্রথমে পুরস্চরণ করিয়া তাহার পর সাধকত্বলভ সকল প্রয়োগের অনুষ্ঠান করিবেন । ৬-৮

কালীতন্ত্রের পুরস্চরণবিধি নামক দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অর্থাৎ মন্ত্রবান্ সাধক প্রতিদিন জপ হইলে জপসংখ্যার দশাংশ হোম, হোমসংখ্যার দশাংশ তর্পণ, তর্পণসংখ্যার দশাংশ অভিষেক করিবেন এবং ন্যূনতা ও আধিক্য দোষ-প্রশান্তির জন্য অভিষেক-সংখ্যার দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন, অথবা জপ পরিপূর্ণ হইলে দশাংশক্রমে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন । সঙ্কলিত কার্য শেষ হইলে (বীরাচারপক্ষে) পুরস্চরণকালে বহুবিধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান করিবেন ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

যশ্য যাবান্ জপঃ প্রোক্তস্তদশাংশমনুক্রমাৎ ।

তত্তদ্রুব্যৈর্জপশাস্তে হোমং কুর্যাদ্ দিনে দিনে ।

অর্থাৎ যে মন্ত্রের যে পরিমাণ জপ কথিত হইয়াছে, তাহার দশাংশ-ক্রমেই বিহিত দ্রব্য দ্বারা জপের পর প্রতিদিন হোম করিবে ।

১। দেবি। ৬, ৮।

২। নোকার্হমেতৎ ব. গ পুস্তকযোনিষ্ঠি।

৩। প্রয়োগঞ্চ সন্না কুর্যাৎ সৰ্ববিধিবিধানতঃ । ক। ৪। পুরস্চরণ দ্বিতীয়: পটলঃ । ৭।

পুষ্করচলিকার কথিত হইয়াছে—

ভক্তো জপদশাংশেন হোমঃ কুর্যাদ্ দিনে দিনে ।

অথবা লক্ষসংখ্যায় পূর্ণায় হোমশাচরেৎ ।

অর্থাৎ তাহার পর প্রতিদিন জপদশাংশ হোম করিবে । অথবা লক্ষসংখ্যা পূর্ণ হইলে হোম করিবে ।

হোমাদিতে অসমর্থ হইলে কর্তব্যবিষয়ে সনৎকুমারীয়ে কথিত হইয়াছে—

যদ্ যদঙ্গং ভবেৎ তদ্ব্যং তৎসংখ্যাধিগুণো জপঃ ।

হোমভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ ।

অর্থাৎ যে-যে অঙ্গের অভাব সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে । হোমের অভাব হইলে হোম সংখ্যার দ্বিগুণ জপ বিহিত ।

বর্ণভেদে কর্তব্যবিষয়ে যোগিনীশ্রদয়ে কথিত হইয়াছে—

হোমকৰ্ম্মশাস্ত্রানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ ।

ইতরেযাস্ত বর্ণানাং ত্রিগুণাদি সমীকৃতঃ ॥

অর্থাৎ হোম কৰ্ম্মে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মণের দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ, শূদ্রের পঞ্চগুণ জপ বিহিত হইয়াছে ।

কুলার্ণবতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

যদ্ যদঙ্গং বিহীনং স্ম্যৎ তৎসংখ্যাধিগুণো জপঃ ।

কুর্কীত ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ ॥

অর্থাৎ যে যে অঙ্গের চ্যুতি হইবে সেই সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করণীয় । ব্রাহ্মণপক্ষে দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়পক্ষে ত্রিগুণ, বৈশ্যপক্ষে চতুর্গুণ এবং শূদ্রপক্ষে পঞ্চগুণ বিহিত ।

উপরি লিখিত বিধিদর্শনে শূদ্রাদিরও হোমে অধিকার পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । কিন্তু এই বিষয়ে তত্ত্বসারাদিগ্রন্থের উক্তি দেখা যাইতেছে—

ঔদ্ধারোচ্চারণাক্ষোমাক্ষান্ গ্রামশিলার্কনাং ।

ব্রাহ্মণীগমনাক্ষেব শূদ্রশচোলভাং ব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ ঔদ্ধার উচ্চারণ করিলে, হোম করিলে, শালগ্রাম শিলার পূজা করিলে এবং ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

এইরূপ স্পষ্টভাবে শূদ্রের পক্ষে হোম নিষিদ্ধ হওয়ায় গুর্কাদি প্রতিনিধি দ্বারা হোমের অর্থান করা সমীচীন । অবশ্য যদি শূদ্র ধর্ম্ম হোমে বিশেষ আগ্রহী হইলে প্রতিষেধে বাধ্যহীতত্ব কথিত হইয়াছে—

তৃতীয়ঃ পটলঃ

ভৈরব উবাচ—

ততো হোমবিধিং বক্ষ্যে সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
লতাপুষ্পাঘ্নিতং^১ কুড়া পৰ্ণানাং শতকং সুধীঃ ॥ ১
তানি সম্ব্রজ্য বিধিবদসকুৎ^২ সাধকোত্তমঃ ।
ততো বৈ হোময়েৎ তানি সংস্কৃতেহগ্নৌ যথাবিধি ॥ ২
যুগানামযুতং তেন পূজনং জায়তে শিবে^৩ ।
অনেন ক্রমযোগেন যশচরেদ্ ভুবি সাধকঃ^৪ ॥ ৩
ন তস্মা দুৰ্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
ধীরো^৫ ভবতি বাগ্মী চ সৰ্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥ ৪
হনেদাজ্যেন ভক্তেন মাংসেন রুধিরেণ চ ।
কৃষ্ণপুষ্পেণ সাজ্যেন সরক্তেন বিশেষতঃ ॥ ৫

ভৈরব বলিলেন । তাহার পর সৰ্বসিদ্ধি প্রদানকারী হোমের বিধি বলিব ।
লতাপুষ্প (বীরসাধনার গোপনীয় উপচারবিশেষ) যুক্ত শত সংখ্যক পত্র
(বিহ্বপত্র) আহরণ করিয়া বিজ্ঞ সাধকশ্রেষ্ঠ সেইগুলি বিধিপূৰ্ব্বক একবার
আমন্ত্রণ করিয়া সংস্কৃত বহ্নিতে বিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিবেন । ১-২

হে শিবে ! তাহা দ্বারা অযুত যুগব্যাপী পূজার ফল উৎপন্ন হয় । এই
ক্রমে যে সাধক চলিবেন, এই তিন লোকে তাঁহার দুৰ্লভ বলিয়া কিছু নাই ।
তিনি পণ্ডিত হইবেন, বাগ্মী হইবেন এবং সৰ্বসিদ্ধি লাভ করিবেন । ৩-৪

ঘূতের দ্বারা, মাংস দ্বারা, রুধির দ্বারা বিশেষভাবে ঘৃত ও রক্তযুক্ত কৃষ্ণপুষ্প
দ্বারা হোম করিবেন । ৫

টিপ্পনী—যদি কামী ভবত্যেব শূদ্রোহপি হোমকৰ্ম্মণি ।

বহ্নিজ্জায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ ॥

১। লতাং পুষ্পাঘ্নিতাং । ও, চ । ২। বিদ্যবদাহুয় । গ, ঘ ।

৩। জায়তেহচিরাৎ ; খ । দক্ষিণা পূজিতা ভবেৎ । গ । কালিকা পূজিতা
ভবেৎ । ঘ । ৪। ভুবি দুৰ্লভম্ । খ । ভুবি হোমকম্ । গ । ভুবি হোমতঃ । ঘ ।
ভুবি দুৰ্লভম্ । ও, চ । ৫। মূকো । ক, ও, চ ।

আমিষাদিভিরপ্যেবং শ্মশানে জুহুয়াং সুধীঃ ।
 মহাকালং ছনেদ যত্নাৎ পশ্চাদ্ দেবীং বিশেষতঃ^১ ॥ ৬
 ত্রিধা বিভজ্য বিচ্যাং বৈ সাধকঃ শুদ্ধমানসঃ^২ ।
 মাংসং রক্তং ত্বচ্^৩ কেশং নখং ভক্তঞ্চ^৪ পায়সম্ ॥ ৭
 আজ্যকৈব^৫ বিশেষেণ জুহুয়াং সর্বসিদ্ধয়ে ।
 এবং কৃতে তু^৬ সর্বত্র লভতে সিদ্ধিমুক্তমাম্ ॥ ৮

বিভক্তব্যক্তি শ্মশানভূমিতে আমিষ প্রভৃতি দ্বারাও এই ভাবে হোম করিবেন ।
 যত্নপূর্ব্বক প্রথমে মহাকালকে আহুতি দিবেন, পরে দেবীকে আহুতি
 দিবেন । ৬

সাধক সর্বসিদ্ধিকামনার শুদ্ধ চিত্তে মন্ত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া মাংস,
 রক্ত, ত্বচ্, কেশ, নখ, অন্ন, পায়স এবং ঘৃত বিশেষভাবে আহুতি প্রদান
 করিবেন । এইরূপ করিলে সর্ববিষয়ে উত্তম সিদ্ধিলাভ হইবে । ৭-৮

অর্থাৎ—শূদ্রও যদি হোমকর্মে অত্যন্ত অভিলাষী হন, তাহা হইলে স্বাহা
 পরিত্যাগ করিয়া নমঃ মন্ত্রে হোম করিবেন ।

সকল বর্ণের পক্ষে দ্বিগুণ জপের কথা বলা হইয়াছে । যথা, বশিষ্ঠে—

যদ্যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ ।

কর্তব্যশ্চাস্ত্যসিদ্ধার্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ ॥

ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ।

বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাস্তং ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

যত্র ভুঙক্তে দ্বিজস্তস্মাত্তত্র ভুঙক্তে হরিঃ স্বয়ম্ ॥

অর্থাৎ—সেই সেই কর্মে অসমর্থ ব্যক্তি কর্তৃক যে যে অঙ্গের পরিত্যাগ
 হইবে সেই সেই অঙ্গের সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্ব্বক সেই সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ
 করণীয় । অঙ্গের হানি না ঘটিলেও বিশিষ্ট ফলের জন্য ব্রাহ্মণভোজন
 করাইবেন । ব্রাহ্মণ ভোজনমাত্রে অঙ্গরহিত কৰ্ম্মও নিশ্চয় সাস্ত হইয়া থাকে ।
 কারণ যেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সেখানে হরি স্বয়ং ভোজন করেন ।

অগস্ত্যসংহিতায় কথিত আছে—

যদি হোমেহপ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেহপি বা ।

১। প্রযত্নতঃ । ক। মহাকালং কূলে হুত্বা পশ্চাদ্ দেবীং প্রযত্নতঃ । চ। প্রপূজয়েৎ । খ।

২। সিদ্ধমানসঃ । স। ৩। তিলং । ক। ৪। ভোজ্যঞ্চ । ঘ।

৫। সাজ্যকৈব । খ। অজ্যেন চ। চ। ৬। কৃতে চ। ও, চ।

যদ্যৎ কাময়তে কামী^১ তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।

দেববন্মানবো ভূত্বা ভুনক্তি বহুলং সুখম্ ॥ ৯

তর্পণস্য বিধিং বক্ষ্যে যেন কার্য্যাণি সাধয়েৎ ।

তর্পয়েচ্চ পয়োভিশ্চ^২ রক্তধারামুতৈস্তথা ॥ ১০

মজ্জাভিশ্চ^৩ তথা তদ্বৎ স্বকীয়েন পরেণ চ^৪ ।

আকর্ষিতায়াঃ কন্যায়াঃ কুলপ্রক্ষালনেন চ ॥ ১১

মেঘমাহিষরক্তেন নররক্তেন চৈব হি ।

মুষমার্জ্জাররক্তেন তর্পয়েদ্ দেবতাং পরাম্^৫ ॥ ১২

কামনাবান্ যাহা যাহা কামনা করিবেন উক্ত অনুষ্ঠানে তাহা তাহাই নিশ্চয় লাভ করিবেন । মানব দেবস্বরূপ হইয়া বহু সুখ ভোগ করিবেন । ৯

অনন্তর তর্পণের বিধি বলিব যাহা দ্বারা সকল কার্য সাধন করিবেন । রক্তধারা যুক্ত জলদ্বারা তর্পণ করিবেন । ১০

আকর্ষিতা কন্যার কুলপ্রক্ষালন (বীরাচারের পারিভাষিক দ্রব্যবিশেষ দ্বারা), মেঘরক্তদ্বারা, মহিষরক্ত দ্বারা, নররক্ত দ্বারা, মুষিকরক্ত দ্বারা, এবং মার্জ্জাররক্ত দ্বারা, পরাদেবীর তর্পণ করিবেন । ১১-১২

টিপ্পনী—তাবৎসংখ্যাজপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ ।

ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণমার্য্য বৈ ॥

অর্থাৎ হে আর্য্য ! যদি কেহ হোমে, পূজায় ও তর্পণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বিহিত সংখ্যক জপ এবং ব্রাহ্মণ সেবা এই অঙ্গসেবাদ্বয় দ্বারা পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে ।

দ্বীবিষয়ে বীরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

নিরমঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন ।

ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনম্ ॥

কেবলং জপমাত্রেন মন্ত্ৰাঃ সিধ্যন্তি যোষিতাম্ ॥

অর্থাৎ—যাহা নিয়ম বিহিত হইয়াছে তাহা পুরুষ পক্ষে প্রযোজ্য কিন্তু

১। কামং খ, গ, চ। ২। তর্পয়েৎ সুমনোভিশ্চ ও, চ। ৩। রেতোভিশ্চ। খ, ন।

৪। কচেন চ। খ, য, করেণ চ। গ। লজ্জাভিশ্চ তথা তদ্বৎ স্বকীর্ষ্যেয়ং কদাচন! ও।

৫। পরদেবতাম্ ও চ।

এবং তর্পণমাত্রেন সাক্ষাৎ সিদ্ধীধরো ভবেৎ ।

কবিতা জায়তে তস্মৈ ব্রাহ্মারসপরম্পরা ॥ ১৩

বৃহস্পতিসমো ভূত্বা দেববদ্ ভুবি মোদতে ।

ন তস্মৈ পাপপুণ্যানি জীবন্তুস্তো ভবেদ্রুবম্ ॥ ১৪

ইতি কালীতন্ত্রে নৈমিত্তিক-বিধি^১ তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥ ৩ ॥

এই প্রকার তর্পণ মাত্রেই সাক্ষাৎ সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মারস পরম্পরার দ্বারা অত্যন্ত রসযুক্ত কবিতা প্রাপ্ত হইবে । ১৩

বৃহস্পতির দ্বারা হইয়া তিনি পৃথিবীতে দেবতার দ্বারা অবস্থান করিবেন । তাহার কোন পাপ বা পুণ্য থাকিবে না । তিনি নিশ্চয় জীবন্ত হইবেন । ১৪

কালীতন্ত্রের নৈমিত্তিক বিধি নামক তৃতীয় পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

স্ত্রীগণ পক্ষে কখনও নহে । স্ত্রীগণের পক্ষে দ্বাস, ধ্যান, পূজা কোন কিছুই আবশ্যকতা নাই । কেবলমাত্র জপমাত্রে স্ত্রীগণের মন্ত্রসকল সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

সেইখানে আরও কথিত হইয়াছে ।

গুরুবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ ।

গুরুসন্তোষমাত্রেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

অর্থাৎ—ভোজন, বস্ত্রাদি দ্বারা গুরুকে দক্ষিণা দিবেন । গুরুর সন্তোষমাত্রে নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ।

মোগিনীহৃদয়ে উক্ত আছে—

গুরোরভাবে পুত্রায় তৎপঠ্যে বা নিবেদয়েৎ ।

তন্মোরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ।

সম্যক্সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাজোপাসনেন চ ।

সর্বৈ মন্ত্রাশ্চ গিধ্যস্তি ত্বংপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি ॥

গুরুমূলমিদং সর্বমিত্যাহন্তুর্ভবেদিনঃ ।

একগ্রামে, স্থিতে নিত্যং গতা বন্দেত বৈ গুরুম্ ॥

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চয়েৎ ।

তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্যাৎ সাধকসম্মতঃ ।

সুভাষিণীং কুমারীঞ্চ ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ ।

টিপ্পনী—মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সহ ॥

এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্ ॥

অর্থাৎ—গুরু না থাকিলে গুরুপুত্রকে অথবা গুরুপত্নীকে দক্ষিণা নিবেদন করিবেন। গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী না থাকিলে হে দেবেশি। ব্রাহ্মণগণকে ঐ দক্ষিণা নিবেদন করিবেন। হে কুলেশ্বর। সম্যক্‌সিদ্ধ ইচ্ছামন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ উপাসনাদ্বারা তোমার অনুগ্রহে সকল মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। এই সকল কিছুর মূল গুরু ইহা তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকে না। এক গ্রামে গুরু অবস্থান করিলে নিত্য গমন করিয়া বন্দনা করিবে।

গুরুই হইলেন পরব্রহ্ম সেই জন্ম প্রথমে তাঁহার পূজা করিবে। তাহার পর সাধকশ্রেষ্ঠ মহতীপূজা করিবেন। সুভাষিণী কুমারীকে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবেন। বহুপ্রকার মিষ্টান্ন দান করিবেন এবং বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবেন। মন্ত্রবান্ এইভাবে সিদ্ধমন্ত্র হইয়া সকল অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

পুরাশ্চরণের ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে তন্ত্রে উল্লেখ আছে। স্থানসম্বন্ধে যোগিনী-হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্ব্বতমন্তকম্ ।

তীর্থপ্রদেশঃ সিদ্ধানাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্ ॥

উদ্যানানি বিবিধানি বিষ্ণুমূলং তটং গিরেঃ ।

তুঙ্গসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশৃগুং শিবালয়ম্ ॥

অশ্বখামলকীমূলং গোশালাজলমধ্যতঃ ।

দেবতায়তনং কুলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্ ॥

সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানাণ্যেতানি মন্ত্রিণাম্ ।

অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥

অর্থাৎ পুণ্য ক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বত মন্তক, তীর্থ প্রদেশ, সিদ্ধসঙ্গম, পবিত্র বন, বিবিধ উদ্যান, বিষ্ণুমূল, গিরিতট, তুঙ্গসীকানন, গোষ্ঠ, বৃষশৃগু শিবালয়, অশ্বখ মূল, আমলকীমূল, গোশালা, জলমধ্য, দেবায়তন, সমুদ্রকূল, নিজগৃহ সাধনায় মন্ত্রবান্‌গণের এই গুলি প্রশস্ত। অথবা যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেইখানেই বাস করিবে।

তন্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে—

গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্‌ গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ ।

কোটি দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ ॥

শ্লেচ্ছদৃষ্ট-মৃগব্যাল-শঙ্কাতঙ্ক-বিবর্জিতে ।
 একান্তপাবনে নিন্দা-রহিতে ভক্তিসংযুতে ॥
 সুদেশে ধার্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে ।
 রম্যে ভক্তজনস্থানে নিবসেং তাপসঃ প্রিয়ে ॥
 গুরুগাং সন্নিধানে চ চিত্তৈকাগ্রস্থলে তথা ।
 এষামন্যতমস্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেং ।

অর্থাৎ হে প্রিয়ে । গৃহে শতগুণ, গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটি গুণ, শিবসন্নিধানে অনন্ত পুণ্য জানিবে । শ্লেচ্ছ, দৃষ্ট মৃগ ও সর্পের আশঙ্কা ও আতঙ্ক বর্জিত, অত্যন্ত পবিত্র, নিন্দাশূন্য, ভক্তিয়ুক্ত, শোভন, ধার্মিক, অনায়াসে ভিক্ষাপ্রাপ্তিযোগ্য, উপদ্রব হীন, রমণীয়, ভক্তজননিষ্ঠিত স্থানযুক্ত দেশে তাপস বাস করিবেন । অথবা গুরুসমীপে কিম্বা চিত্তের একাগ্রতা-সাধক স্থান— ইহাদের মধ্য হইতে একটি স্থান আশ্রয় করিয়া জপ করিবে ।

পুরস্চরণে কীলকারোপণ এবং কূর্মচক্র বিলেখনের ব্যবস্থা আছে । কিন্তু তীর্থাদিস্থানে জপ করিলে তাহার আর আবশ্যকতা থাকে না । প্রমাণ যথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

পর্কতে সিদ্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে ।
 যদি কুর্যাৎ পুরস্চর্যাং তত্র কূর্মং ন চিন্তয়েৎ ॥

অর্থাৎ পর্কতে, সিদ্ধুতীর, পবিত্র অরণ্য, বা নদীতটে যদি পুরস্চরণ করা হয় তাহা হইলে আর কূর্মচক্রাদি চিন্তা করিতে হয় না ।

এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে গ্রন্থবৃদ্ধি ভয়ে তাহার আর উল্লেখ সম্ভব নহে ।

পুরস্চরণে খাদ্যবিষয়েও বিশেষ উল্লেখ আছে । যথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

পুরস্চরণকৃন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিচারয়েৎ ।
 অশ্বথা ভোজনাদ্ দোষাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥
 শস্তান্নঞ্চ সমশ্রীয়াৎ মন্ত্রসিদ্ধিসমীহয়া ।
 তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন শস্তানাশী ভবেন্নরঃ ॥

অর্থাৎ পুরস্চরণকারী মন্ত্রবান্ সাধক ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য সম্বন্ধে বিচার করিবেন । নতুবা ভোজন দোষ হইতে সিদ্ধিহানি ঘটিতে পারে । মন্ত্রসিদ্ধি কামনায় প্রশস্ত অন্নাদি ভোজন করিবে ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে অগস্ত্যসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যমৈক্ষবং শুড়বর্জিতম্ ।
 তিলাশ্চৈব সিতা মুদগাঃ কন্দঃ কেয়ূকবর্জিতঃ ॥

নারিকেলফলকৈব কদলী লবনী তথা ।

আম্রমামলককৈব পনসক হরীতকী ॥

ব্রতান্তরে প্রশস্তক হবিষ্ণু মন্যতে বৃধৈঃ ।

অর্থাৎ দধি, ক্ষীর, গব্যঘৃত ও গুড়ভিন্ন ইক্ষুজাতীয় দ্রব্য, তিল, সিত মুগ, কেমুকভিন্ন কন্দ, নারিকেল ফল, কদলী, নোনা, আম্র, আমলকী, কাঁঠাল, হরীতকী এবং ব্রতান্তরে প্রশস্ত দ্রব্যকে পণ্ডিতেরা হবিষ্ণু বলিয়া মনে করেন ।

হৈমন্তিকং সিতান্নিন্নং ধান্যং মুদগাস্তিলা যবাঃ ।

কলায়ককুসুমীবারা বাতুকং হিলমোচিকা ॥

ষট্ঠিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুতেরং ।

লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যোষু দধিসপিষী ॥

গম্বোহনুদ্রুতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী ।

পিপ্পলী জীরককৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিস্তিড়ী ॥

কদলী লবনী ধাত্রী ফলাণ্ড-গুড়মৈক্ষবম্ ।

অতৈলপকং মুনয়ো হবিষ্ণান্নং প্রচক্ষতে ॥

ভুজানো বা হবিষ্ণান্নং শাকং যাবকমেব বা ।

পয়ো মূলং ফলং বাপি যত্র যত্নপলভাতে ॥

রস্তাফলং তিস্তিড়ীকং কমলা নাগরঙ্গকম্ ।

ফলান্বেতানি ভোজ্যানি এভ্যোহন্যানি বিবর্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ হৈমন্ত ঋতুপন্ন শুভ্র অসিদ্ধ ধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায়, কুসুম, নীবার, বাতুক, হিম্চা, ষট্ঠিকা, কালশাক, কেমুক ভিন্ন মূল । লবণের মধ্যে সৈন্ধব ও সামুদ্রিক লবণ, গব্যের মধ্যে দধি, ঘৃত ও অনুদ্রুতসার হৃদ্ধ, পিপ্পল, জিরা, নারেঙ্গা, তেঁতুল, কদলী, নোনা, আমলকী, গুড় ভিন্ন ইক্ষুজাত দ্রব্য এবং অতৈলপককে মুনিগণ হবিষ্ণান্ন বলেন । হবিষ্ণান্ন, শাক, যাবক, হৃদ্ধ, মূল, ফল যেখানে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিবে । ফলের মধ্যে রস্তা, তেঁতুল, কমলা, নারঙ্গ ফল ভোজন করা যায়, ইহা ছাড়া অন্য ফল বর্জন করিবে ।

পূরশ্চরণকালে বর্জ্যনীয়ের কথা বলা হইতেছে ।

বিবর্জয়েন্নাধু ক্ষারলবণং তৈলমেব চ ।

তাম্বুলং কাংস্থপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ ॥

অর্থাৎ মধু, ক্ষারলবণ, তৈল, তাম্বুল, কাংস পাত্র এবং দিবা ভোজন বর্জন করিবেন।

প্রমাণান্তরে দেখা যাইতেছে—

ক্ষারক লবণং মাংসং গুজ্ঞং কাংসভোজনম্ ।

মাষাঢ়কী মসূরাংশ কোদ্রবাংশকানপি ।

অন্নং পয়্যু্যবিত্তৈব নিঃস্নেহং কীটদূষিতম্ ।

অর্থাৎ ক্ষার লবণ, মাংস, গাজর, কাংসপাত্র, মাষ, অরহর, মসূর, কোদ্রব, চানা, পয়্যু্যবিত্ত, স্নেহহীন বা কীটদূষিত অন্ন ভোজন করিবে না।

রামার্চনচল্লিকার কথিত হইয়াছে—

মৈথুনং তৎকথালাপং তদগোষ্ঠিঃ পরিবর্জয়েৎ ।

ঋতুকালং বিনা মস্ত্রী হস্তিযং নৈব গচ্ছতি ।

লবণঞ্চ পলকৈব ক্ষারং ক্ষৌদ্রং রসান্তরম্ ।

কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গ-মনিবেদিতভোজনম্ ।

অসঙ্কলিতকৃত্যঞ্চ বর্জয়েন্নর্দনাদিকম্ ।

অর্থাৎ মৈথুন, মৈথুনালাপ এবং সেই গোষ্ঠীকে বর্জন করিবেন। সাধক ঋতুকাল ব্যতীত নিজ পত্নীতে উপগত হইবেন না। লবণ, মাংস, ক্ষারদ্রব্য, মধু, রসান্তর, কুটিলতা, ক্ষৌর, অভ্যঙ্গ, অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন, অসঙ্কলিত কন্মের অনুষ্ঠান এবং মর্দনাদি বর্জন করিবেন।

পুরশ্চরণের প্রকারান্তর ও অগাধ বহু জাতব্য থাকিলেও গ্রহকালের বৃদ্ধি-ভয়ে এখানেই আলোচনা শেষ করা হইল। ১-৮

চতুর্থঃ পটলঃ

ভৈরব উবাচ—

অথ কাম্যবিধিং বক্ষ্যে যেন সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বগাঃ ।
সাধকঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিং দেবানামপি দুর্লভাম্^১ ॥ ১
কুলাগারং পুষ্পিতায়াম্^২ দৃষ্ট্বা যো জপতে নরঃ ।
অমৃতৈক^৩প্রমাণেন সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥ ২
কেবলং গুপ্তভাবেন স তু বিদ্যানিধি ভবেৎ ।
সংস্কৃতাঃ প্রাকৃতাঃ শব্দা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ য়ে^৪ ॥ ৩
বশমায়াস্তি তে সৰ্ব্বৈ সাধকস্য ন চান্যথা ।
অথবা মুক্তকেশশ্চ হবিষ্যাত্মী স্ম সংযতঃ^৫ ॥ ৪
প্রজপেদমুতং প্রাজ্ঞ এতদেব ফলং লভেৎ^৬ ।
নগ্নাং পরলতাং^৭ পশ্যামুতং যন্ত সাধকঃ ॥ ৫
প্রজপেৎ স ভবেৎ সত্তো বিদ্যায়া বল্লভঃ স্বয়ম্ ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনঃ কুণ্ঠতাং গতাঃ^৮ ॥ ৬

ভৈরব বলিলেন । অনন্তর কাম্যবিধি বলিব, যাহা দ্বারা সৰ্ব্বত্র গমনে সমর্থ হইবেন এবং সাধক দেবতাগণের দুর্লভ সিদ্ধি সাধন করিবেন । ১

যে সাধক স্থির চিত্ত হইয়া ঋতুমতী কুলনারীযোনি (পরিভাষা বিশেষ) দর্শন করিয়া গুপ্তভাবে কেবল এক অমৃত মন্ত্র জপ করেন তিনি বিদ্যানিধি হইবেন এবং তাঁহার সংস্কৃত, প্রাকৃত, লৌকিক ও বৈদিক সকল শব্দ বশীভূত হয় । ইহাতে কোন সংশয় নাই । অথবা যে প্রাজ্ঞ মুক্তকেশ, হবিষ্যভোজী ও অত্যন্ত সংযত হইয়া অমৃত মন্ত্র জপ করেন, তিনিও এই ফল লাভ করেন । যে সাধক নগ্না পরলতাকে অবলোকন করতঃ অমৃত মন্ত্র জপ করেন, তিনি স্বয়ং বিদ্যার অধিপতি হইবেন । এবং তাঁহার দর্শনে বাদীগণ কুণ্ঠা প্রাপ্ত হন । ২-৬

১। সর্বং দেবানামপি দুর্লভম্ । খ, গ । ২। পুষ্পিতায়াম্ । উ, ঙ । ৩। অমৃতৈক ।
উ, চ । ৪। বৈদিকামপি ক । বৈদিকান্তথা খ । বৈদিকান্তাপি । উ, চ । ৫। হবিষ্যভোজী
সংযতঃ । উ, চ । হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নরঃ । খ, গ । ৬। প্রজপ্য চামুতং প্রাজ্ঞস্তদেব হি ফলং
লভেৎ । খ, গ । ৭। বরপ্রিয়ং । চ । বরলতাং । উ । ৮। নিপ্রভা মতাঃ । ক, উ, চ ।

গচ্ছগচ্ছময়ী বাণী তস্তা বজ্রাৎ প্রবর্ততে^১ ।
 তৎপদে^২ স্মৃতিয়ঃ সর্বৈ প্রণমন্তি মুদাঘিতাঃ ॥ ৭
 তস্তা বাক্য^৩-পরিচয়াজ্জড়া ভবন্তি বাগ্নিনঃ^৪ ।
 (অথবা মুক্তকেশশ্চ হবিষ্য ভক্ষয়েন্নরঃ ॥ ৮
 প্রজপেদমুতং^৫ তস্তা এষ প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ)^৬ ।
 ধনকামস্ত যো বিদ্বান্ মহদৈশ্বর্য্যকামুকঃ ॥ ৯
 বৃহস্পতিসমো যস্ত ভবিতুং কাময়েন্নরঃ^৭ ।
 অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা কুলমামন্ত্য মন্ত্রবিং^৮ ॥ ১০
 মৈথুনং যঃ প্রযাত্যেব^৯ স তু সর্বফলং লভেৎ ।
 লতারতেষু জপ্তব্যং^{১০} মহাপাতকমুক্তয়ে ॥ ১১
 লতা যদি ন লভ্যেত তদা মজ্জাং^{১১} প্রযত্নতঃ ।
 সমুৎসার্য্য জপেন্মন্ত্রী সর্ব^{১২}-কামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১২

তাঁহার মুখ হইতে গদ্যময়ী ও পদ্যময়ী বাণী নির্গত হইতে থাকে । তাঁহার চরণে সকল পণ্ডিত আনন্দ সহকারে প্রণাম করেন । ৭

তাঁহার বাক্যপরিচয় হইতে বাগ্নীগণ জড় হইয়া থাকেন । অথবা যে ব্যক্তি মুক্তকেশ হইয়া হবিষ্য ভোজন করেন এবং অমৃত মন্ত্র জপ করেন তাঁহারও এই ফললাভ হয় । বিদ্বান্, ধনকামী ও মহদৈশ্বর্য্যকামীর অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে । ৮-৯

যে মন্ত্রবিং ব্যক্তি বৃহস্পতি তুল্য হইবার অভিলাষ করেন তিনি যদি ১০৮ বার মূলমন্ত্রে কুল স্ত্রীর যোনি আমন্ত্রণ করিয়া মৈথুনকালেও জপ করেন তাহা হইলে তিনি সকল ফল লাভ করেন । মহাপাতক হইতে মুক্তির জন্য লতারত অবস্থায় জপ বিধেয় । ১০-১১

লতা যদি লব্ধ না হয় তাহা হইলে যত্নপূর্বক স্বীয় রেতঃ সমুৎসারিত করিয়া মন্ত্রবান্ সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য জপ করিবেন । ১২

১। প্রজারতে। ক, ও, চ। ২। তন্নাম্না। ঘ, চ। ৩। কাব্য। ঘ।

৪। জড়ো ভবন্তি বাগ্নিকঃ। ক। জড়তাং বাস্তি বাগ্নিনঃ। ও, চ। ৫। প্রজপ্যাদ্। ও, চ।

৬। এতৎ চোকার্ষ্যং ক পুস্তকে নাস্তি। ৭। কাময়েতে স্বয়ম্। ক। বৃহস্পতিসমো

দূত্বা কবির্হং কাময়েত্ত্বা। ঘ। কাময়েন্নরঃ। চ। ৮। যত্নতঃ। গ, ঘ। ৯। করোত্যেবঃ

ক। ১০। দূতেষু প্রজপ্তব্যং। ও, চ। ১১। লতা যদি ন লভ্যেত্তদা শুক্রম্। ঘ।

লতা যদি ন সংসর্গস্তদা শুক্রম্। গ, ঘ। মজ্জাং। ও, চ। ১২। ধর্ম্ম। ঘ। ততো জপ্যং। গ।

তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কোটিল্যমপ্রিয়মুত্থা ।
 সর্বথা চ ন কর্তব্যমনুত্থা সিদ্ধিরোধকুৎ ॥ ১৩
 ত্রিয়ো দেবাঃ ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ ত্রিয় এব বিভূষণম্^১ ।
 স্ত্রীসন্ধিনা^২ সদা ভাব্যমনুত্থা স্বস্ত্রিয়ামপি^৩ ॥ ১৪
 বিপরীতরতা সা তু ভাবিতা^৪ হৃদয়োপরি ।
 (অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা নাসাধ্যং বিচিতে কচিৎ^৫) ॥ ১৫
 তদ্বস্তাবচিতং পুষ্পং তদ্বস্তাবচিতং জলম্ ।
 তদ্বস্তাবচিতং ভোজ্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ১৬
 মহাচীনক্রমলতা-বেষ্টিতঃ^৬ সাধকোত্তমঃ ।
 রাত্নৌ যদি জপেন্নম্নঃ^৭ সৈব কল্পলতা ভবেৎ ॥ ১৭
 মহাচীনক্রমলতা-বেষ্টনেন চ যৎ ফলম্ ।
 তস্মাপি ষোড়শাংশেন কলাং নাইন্তি তে শবাঃ ॥ ১৮

সেই মহিলাগণকে প্রহার, তাহাদের নিন্দা, তাহাদের প্রতি কুটিলতা ও অপ্রিয়-ব্যবহার সর্বপ্রকারে বর্জন করিবে। অনুত্থা সিদ্ধি অবরুদ্ধ হইবে। ১৩

স্ত্রীগণই দেবতা, স্ত্রীগণই প্রাণ, স্ত্রীগণই অলঙ্কার। সর্বদা স্ত্রীসঙ্গ করিবেন। পরস্ত্রী লাভ না হইলে নিজস্ত্রী সঙ্গ করিবেন। ১৪

নিজের হৃদয়ের উপর বিপরীত রতা করাইবেন এবং ঐ অবস্থায় যিনি অষ্টোত্তর শত জপ করেন, তাহার অসাধ্য কিছু থাকে না। ১৫

স্ত্রীহস্তে সংগৃহীত পুষ্প, স্ত্রীহস্তে সংগৃহীত জল, স্ত্রীহস্তে সংগৃহীত ভোজ্য দেবতাগণকে নিবেদন করিবেন। ১৬

মহাচীনক্রমলতায় (বীরাচীরের পারিভাষিক শব্দ) বেষ্টিত হইয়া সাধক-শ্রেষ্ঠ রাত্রিতে জপ করিলে সেই লতা কল্পলতায় পরিণত হইবে। ১৭

মহাচীনক্রমলতা বেষ্টিনের দ্বারা যে 'ফল লাভ হয়, শবগণ তাহার ষোড়শকলার এককলা ফলেরও যোগ্য হয় না। ১৮

১। ত্রিয়ো দেবাঃ ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ ত্রিয় এব হি ভূষণম্। খ। ২। স্ত্রীসন্ধিনঃ। খ।

৩। স্বস্ত্রিয়া অপি। ক। ৪। বিপরীতরতাসক্তা ভাবিতা। খ। বিপরীতরতা মত্তা

ভাবিতা। গ। ভাবিতা। ঙ, চ। ৫। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ কেবলং খ পুস্তকে দৃশ্যতে।

৬। বেষ্টিতা। ঙ। ৭। জপেন্নম্নী। ঘ।

শবাসনাধিক-ফলং লতাগেহ-প্রবেশনম্ ।
 শ্মশানালয়মাগত্য মুক্তকেশো^১ দিগম্বরঃ ॥ ১৯
 জপেদমৃতসংখ্যন্ত সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।
 মহাচীনক্রমলতা-মজ্জাভিবিম্বপত্রকম্^২ ॥ ২০
 সহস্রং দেবীমভ্যর্চ্য শ্মশানে সাধকোত্তমঃ ।
 তদা রাজ্যমবাপ্নোতি^৩ যদি সা ন পলায়তে ॥ ২১
 স্বগাত্ররুধিরাক্তৈশ্চ বিম্বপত্রৈঃ সহস্রশঃ ।
 শ্মশানেহভ্যর্চ্য কালীন্ত^৪ বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ২২
 অনাদিকাং তথা^৫ দৃষ্ট্বা লক্ষং জপতি ভূমিপঃ^৬ ।
 নিম্নলাঞ্চ^৭ তথা দৃষ্ট্বা বশ্যার্থমমৃতং জপেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে কামনা বিধিশ্চতুর্থঃ পটলঃ^৮ ॥ ৪ ॥

শবাসন হইতে লতাগৃহ প্রবেশ অধিক ফলজনক । শ্মশানভূমিতে
 আসিয়া মুক্তকেশ ও দিগ্‌বসন হইয়া সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জগ্ন অমৃত
 সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন । সাধকশ্রেষ্ঠ শ্মশানভূমিতে মহাচীনক্রমলতা ও
 মজ্জামুক্ত করিয়া বিম্বপত্রের দ্বারা সহস্রবার দেবীর অর্চনা (হোম) করিলে
 রাজ্য লাভ করিবেন, যদি সেই লতা না পলায়ন করেন । ১৯-২১

নিজ গাত্ৰের রক্তমুক্ত সহস্র বিম্বপত্র দ্বারা শ্মশানভূমিতে কালীকে পূজা
 করিয়া বাকপতি তুল্যতা প্রাপ্ত হইবেন । ২২

অনাদিকাকে দেখিয়া লক্ষ জপ করিলে ভূমিপতি হইবেন । বশীকরণের
 জগ্ন নিম্নলাঞ্চে দেখিয়া অমৃত জপ করিবেন । ২৩

শ্রীকালীতন্ত্রের কামনাবিধি নামক চতুর্থ পটলের বঙ্গানুবাদ

সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

১। কেশী। চ। ২। পত্রকৈঃ। ক। ৩। তদা তু রাজ্যমাপ্নোতি। গ।

৪। দেবীক। গ। ৫। অনাদিতাং তথা। গ, চ। অনাদিতাং যথা। ঘ।

৬। ভূমিগঃ। ঙ। ৭। বিমলাঞ্চ। গ, ঘ। ৮। কামনাবিধিনামকচতুর্থঃ

-পটলঃ। ঙ, চ।

পঞ্চমঃ পটলঃ

ভৈরব উবাচ—

অথাৎ সম্প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং কল্পক্রমং^১ পরম্ ।
যেন জপ্তেন বিধিবৎ সিদ্ধয়োহষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ১
যস্যঃ স্মরণমাত্রেন বাচশ্চিত্রায়তে^২ নৃণাম্^৩ ।
যজ্জ্ঞানা^৪-দমরত্বঞ্চ লভেন্মুক্তিং চতুর্বিধাম্ ॥ ২
যে জপন্তি পরাং দেবীং নিয়মেন তু সংস্থিতাঃ^৫ ।
দেবাঃ সর্বের নমস্তুস্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৩
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী ধনে ধনপতির্ভবেৎ ।
কামতুল্যশ্চ নারীগাং রিপুণাং শমনোপমঃ^৬ ॥ ৪
তস্য পাদানুজদ্বন্দ্বং রাজ্ঞা কিরীটভূষণম্^৭ ।
তস্য ভূতিং বিলোক্যৈব কুবেরোহপি^৮ তিরস্কৃতঃ ॥ ৫

ভৈরব বলিলেন । অনন্তর কল্পবৃক্ষসদৃশ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিব । বিধিপূর্বক জপে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় । ১

যাঁহার স্মরণমাত্র মানবগণের বাক্যসমূহ বিচিত্রতা প্রাপ্ত হয় । যাঁহার জ্ঞানে অমরত্বলাভ এবং চতুর্বিধ মুক্তি প্রাপ্তি হয় । ২

যাঁহারা নিয়মে অবস্থান করিয়া পরা দেবীকে জপ করেন সকল দেবতাগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন, মানব প্রভৃতি সহস্বে আর বক্তব্য কি ? ৩

তিনি বৃহস্পতির স্থান বাগ্মী, অর্থে কুবেরের তুল্য, নারীগণের কামসদৃশ এবং শত্রুগণের পক্ষে যমসদৃশ হইবেন । ৪

রাজা কর্তৃক তাঁহার চরণযুগল কিরীটের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে । তাঁহার ঐশ্বর্য দেখিয়া কুবেরও নিন্দিত হইবেন । ৫

১। মন্ত্রকল্পক্রমঃ । ৬, ৮। ২। মুক্তিপ্রদ জারতে । ক। ৩। পলায়তে মহাপদঃ । ৬, ৮। ৪। যজ্ঞনা । গ। ৫। নিয়মেন শবে স্থিতাম্ । খ। সদা দেবীং নিয়মেন নরস্থিতাঃ । গ। নিয়মেন নরাঃ স্থিতাঃ । ঘ। ৬। রিপুণামনলোপমঃ । খ। রিপুণাঞ্চ যনোপমঃ । গ. ঘ। ৭। মুকুটভূষণম্ । গ। ৮। কুবেরস্ত । ৬, ৮।

য এনাং পূজয়েদ্ দেবীং নিয়মে^১ পিতৃকাননে ।
 তন্ত্ৰ চাজ্জাকরাঃ^২ সৰ্বে^৩ সিদ্ধয়োহষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ৬
 তন্ত্ৰৈব জননীং ধন্য পিতা তন্ত্ৰ সুৰোপমঃ^৪ ।
 সম্প্রদায়বিদাং বক্তা^৫ য এনাং বেত্তি তদ্বৃত্তঃ ॥ ৭
 অস্তা^৬ বিজ্ঞানমাত্রেণ কুলকোটিঃ সমুদ্ভবঃ ।
 নন্দন্তি পিতরঃ সৰ্বে গাথাং গায়ন্তি তে মুদা^৭ ॥ ৮
 অপি নঃ স্বকূলে^৮ কশ্চিৎ কুলজানী ভবিষ্যতি ।
 স ধন্যঃ স চ বিজ্ঞানী স কবিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৯
 স কুলীনঃ স সুকৃতী স বশী স চ সাধকঃ^৯ ।
 স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোহগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ ॥ ১০
 স তীর্থসেবী পীঠানাং স নিবাসী স সৰ্বদঃ ।
 (স সোমপায়ী স ব্রতী স যজ্ঞা স চ সাধকঃ^{১০} ॥ ১১

যিনি শ্রমানে এই দেবীকে বিধি অনুসারে পূজা করেন, সকলে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে এবং তাঁহার অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । ৬

যিনি এই দেবীকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারেন, তাঁহার জননী ধন্য, পিতা দেবসদৃশ এবং সম্প্রদায়বেত্তাগণের উপদেষ্টা । ৭

ইহার জ্ঞানমাত্রে বংশের কোটি পুরুষকে উদ্ধার করেন, পিতৃলোক আনন্দিত হন, তাঁহার সকলে আনন্দসংকারে তাঁহার প্রশংসা গান করিয়া থাকেন । ৮

আমাদের নিজ বংশে কেহ কুলজানী হইবেন তিনি ধন্য, তিনি বিজ্ঞানী, তিনি কবি, তিনি পণ্ডিত, তিনি কুলীন, তিনি সুকৃতী, তিনি বশী, তিনি সাধক, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি বেদজ্ঞ, তিনি অগ্নিহোত্রী, তিনি দীক্ষিত, তিনি তীর্থসেবী, তিনি পীঠসমূহের অধিবাসী, তিনি সর্বদাতা, তিনি সোমপায়ী, তিনি ব্রতী,

১। য এনাং যজ্ঞেদ্ দেবীং নিয়মে। ৪। য এনাং চিত্তয়েদ্ দেবীং নিয়তঃ। ।
 য এনাং চিত্তয়েন্নত্ৰী নিয়তঃ। ৬। যজ্ঞে পূজয়েদ্.....। ৬।

২। তন্ত্ৰৈবাজ্জাকরাঃ। গ, ঘ। ৩। ভা বৈ। ৬, চ।

৪। তাতন্ত্ৰ শিবোপমঃ। ঘ। সুৰোপমঃ। ৬, চ। ৫। বক্তাং। ৬, চ।

৬। তন্ত্ৰ। ৬, চ। ৭। সৰ্বদা। ঘ। ৮। নোহগ্নিন্ কুলে। ৬, চ।

৯। সৰ্বদীক্ষিতঃ। গ। স চ ভূমিপঃ। ঘ। ১০। স ব্রতী সোমপায়ী স চ যজ্ঞা স চ দীক্ষিতঃ। ঘ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ স মুক্তঃ স চ ব্রহ্মবিৎ^১ ।)
 স বৈষ্ণবঃ স শৈবশ্চ স সৌরঃ স চ গাণপঃ ॥ ১২
 স চ বিজ্ঞানবেত্তা চ য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন সৰ্বাবস্থানু সৰ্বদা ॥ ১৩
 এনাং জ্ঞাত্বা যজেন্দ্রী^২ সুখমোক্ষফলপ্রদাম্^৩ ।
 (নমঃ পাশাক্রুশে দ্বেধা ফট্ স্বাহা কালি কালিকে ॥ ১৪
 দীর্ঘতনুচ্ছদঃ কালীমনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ ।
 অনয়া সদৃশী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে নাপি বিদ্যতে^৪ ॥ ১৫)
 বিদ্যারত্নং প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা কর্ণাবতংসবৎ^৫ ।
 মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মমৈন্দ্রান্তং মাদনত্রয়ম্^৬ ॥ ১৬
 মায়াবিন্দীশ্বরযুতং দক্ষিণে কালিকে পদম্ ।
 সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তকমুদ্বরেৎ ॥ ১৭

তিনি যাজ্ঞিক, তিনি সাধক, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি যোগী, তিনি মুক্ত, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি বৈষ্ণব, তিনি শৈব, তিনি সৌর, তিনি গাণপত্য । ৯-১২

যিনি যথার্থভাবে ইহাকে জানিতে পারেন তিনিই বিজ্ঞানবিদ । সেইহেতু সৰ্ব্বপ্রযত্নে সৰ্বাবস্থায় সৰ্বক্ষণ মন্ত্রবান্ সুখ-মোক্ষ ফলপ্রদানকারিণী এই দেবীকে জানিয়া পূজা করিবে । আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হুং এই পঞ্চদশাক্ষর কালীমন্ত্র । তিন লোকে এই বিদ্যার তুল্য আর বিদ্যা নাই । ১৩-১৫

কর্ণভূষণস্বরূপ বিদ্যারত্ন বলিব । হে কমলাননে । তুমি শ্রবণ কর । ওঁ হ্রীং হ্রাং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং

১। ক পুস্তকে বন্ধনীহ্ন শ্লোকার্দ্ধদ্বয়স্থলে “স সোমপায়ী সন্ন্যাসী স যোগী স চ ব্রহ্মবিৎ” ইতি শ্লোকার্দ্ধং দৃশ্যতে । স সোমপায়ী সন্ন্যাসী (স ব্রতা) স যোগী ব্রহ্ম ঈরিতঃ । (স যজ্ঞা স পরম্পদ) । ৬, ৮ ।

২। অপেন্দ্রী । ক । ৩। মহালয়াম্ । খ । মহাফলম্ । ঘ ।

৪। বন্ধনীহ্ন সার্বশ্লোকঃ কেবলং ‘গ’ পুস্তকে বিদ্যতে । ৫। শ্রোতুঃ কর্ণাবতংস-কম্ । ঙ । ৬। মদনত্রয়ম্ । ঙ ।

একবিংশত্যক্ষরাত্মকো^১-স্তোত্রাচ্চ কালিকামন্ত্রঃ ।

পূর্বোক্তমন্ত্রবৎ কুর্য্যাৎ পূজাং সৰ্ব্বাং^২ বিচক্ষণঃ ॥ ১৮

শ্রীকালীতন্ত্রে সিদ্ধবিদ্যাবিধিঃ পঞ্চমঃ পটলঃ^৩ ।

হ্রীং হ্রীং দ্বাবিংশত্যক্ষর কালিকা মন্ত্র । পূর্বমন্ত্রের নাম এই মন্ত্রেরও জপ পূজাদি বিচক্ষণ ব্যক্তি করিবেন । ১৬-১৮

শ্রীকালীতন্ত্রের সিদ্ধবিদ্যাবিধি নামক পঞ্চম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

টিপ্পনী—অপর মন্ত্র কথিত হইতেছে । নমঃ এইরূপে গৃহীত হইবে, পাশ অর্থাৎ আং, অঙ্কুশ অর্থাৎ ক্রোং, রেখা অর্থাৎ ইহার দ্বিত্ব, তাহাতে আং আং ক্রোং ক্রোং, ফট্, স্বাহা, কালি কালিকে এই পদগুলি স্বরূপতঃ গ্রহণীয় । দীর্ঘ তনুচ্ছেদ অর্থাৎ হুং । তাহা হইলে সমগ্র মন্ত্রটি হইল ‘নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হুং’ কালীর এই পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইল । ১৪-১৫

অপর আরেকটি মন্ত্র কথিত হইতেছে । মূলে যে ‘কর্ণাবতঃসবৎ’ পাঠ রহিয়াছে তন্ত্রসারে ঐ স্থলে ‘শুষ্ক কমলাননে’ এইরূপ পাঠ রহিয়াছে । মাস্তাদ্বয় অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং, কূর্চ্চযুগ্ম অর্থাৎ হুং হুং, ইল্ল শব্দের লকার তাহার সমীপে যাহা আছে এই অর্থে ঐল্ল তাহা হইলে রকার, মাদন অর্থাৎ ককার, তাহার তিনটি, মাস্তা অর্থাৎ ঙ্গকার, বিন্দু, ঈশ্বর অর্থাৎ রকার, ঙ্গকার, বিন্দু ও নাদযুক্ত তিনটি ককার, তাহা হইলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং এইরূপ হইল । দক্ষিণে কালিকে এই স্বরূপ গ্রহণীয় । তাহার পর উক্ত সাতটি বিলোমক্রমে বসাইতে হইবে । তার অর্থাৎ প্রণব, প্রণব আদ্য প্রথম হইয়াছে যাহার । তাহা হইলে মন্ত্রটি হইল “ও হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং” এই মন্ত্রটি হইল একবিংশতি অক্ষর কালিকা মন্ত্র । এই মন্ত্রটি বিদ্যাসমূহের মধ্যে রত্নস্বরূপ । দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্রেরও জপ পূজাদি বিধেয় । ১৬-১৮

পঞ্চম পটল সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ পটলঃ

[বীর-সাধনা]

ভৈরব উবাচ—

শৃণু দেবি বরারোহে বীরসাধনমুত্তমম্ ।
নৃণাং শীঘ্রফলাবাপ্ত্যৈ^১ প্রকারান্তরমুচ্যতে ॥ ১
চতুস্পাথে চতুর্দিক্শু পুরুষং হৃদয়ং খনেং ।
জীবিতং ব্রহ্মরন্ধ্রে বৈ দীপান্ প্রজ্জ্বলয়েৎ সুধীঃ^২ ॥ ২
মধ্যে তথা খনেদেকং তত্র মূর্ত্তাসনং ভবেৎ^৩ ।
পূর্ব্বোক্তেন চ মার্গেণ তত্র সংস্কারমাচরেৎ^৪ ॥ ৩

হে বরারোহে দেবি। উত্তম বীরসাধন বলিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণের শীঘ্র ফল প্রাপ্তির জন্য প্রকারান্তর কথিত হইতেছে। ১

সুধীব্যক্তি চতুস্পাথের চারিদিকে পুরুষের হৃদয়প্রমাণ খনন করিবে। সেই সকল স্থানে জীবিত প্রাণী স্থাপন করিবে এবং তাহাদের মস্তকে দীপসমূহ প্রজ্জ্বলিত করিবে। ২

সেই প্রকারে মধ্যে এক পুরুষ-প্রমাণ খনন করিবে। সেখানে মূর্ত্তাসন হইবে। পূর্ব কথিত পথে সেখানে সংস্কার আচরণ করিবে। ৩

টিপ্পনী—অনন্তর একটি বিশেষ প্রয়োগ বর্ণন প্রসঙ্গে একটি মন্ত্র উদ্ধার করিতেছেন।

তন্ত্রাভিধান গ্রন্থে বর্ণবীজকোষে জিহ্বাশব্দের অর্থরূপে ‘জীঃ’ বলা হইয়াছে।

ক্রোধিনী চ ভূজদেশো বালী রুধিরপাবকৌ ।

রোচিষ্মান্ দক্ষিণাংশচ্চ রুচিরৌ রেফ ইরিতঃ ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ ক্রোধিনী, ভূজদেশ, বালী, রুধির, পাবক, রোচিষ্মান্, রুচির এবং রেফ এই কয়টি রেফের বাচক।

অতএব রুধির শব্দে রেফ হইবে।

তন্ত্রাভিধানের বর্ণবীজকোষে আকাশ শব্দকে ‘ই’ এর বাচক বলা

১। ফলাবাপ্ত্যৈ চ। ২। লয়েদিত্তি। ক, গ। উ, চ। লয়েদ্ দিশি। খ।

৩। তথা মূর্ত্তাসনং ভবেৎ। খ। উ, চ। তত্র মূর্ত্তাসনং ভবেৎ। গ, ঘ।

৪। মারভেৎ। ঘ, উ, চ।

মহাকালাদি-দেবেভ্যো বলিং পূর্ববদাহরেৎ^১ ।
 কল্লোক্তপূজাং সম্পূজ্য জপেৎ প্রযতমানসঃ^২ ॥ ৪
 দস্তাক্ষমালয়া চৈব রাজদন্তেন মেরুণা ।
 দিঘাসাঃ প্রজপেন্নম্র^৩মযুতং সৰ্বদৈবতম্ ॥ ৫
 জপাস্তে চ বলিং দস্তা দক্ষিণাং বিভবাবধি ।
 সৰ্বসিদ্ধীধরো বিদ্বান্ সৰ্বদেব-নমস্কৃতঃ ॥ ৬
 অথবা বিজনেহরণ্যে স্থিরযোগাসনো^৪ নরঃ ।
 উদয়াস্তং^৫ দিবা জপ্ত্বা সৰ্বসিদ্ধীধরো ভবেৎ ॥ ৭

মহাকালাদি দেবগণকে পূর্বের শ্রায় বলি প্রদান করিবেন । কল্লোক্ত পূজা করিয়া সংযত মনে জপ করিবেন । ৪

দিগ্বসন হইয়া মধ্য দন্তমেরু এবং দন্তনির্মিত অক্ষমালার সৰ্বদৈবত মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন । ৫

জপসমাপ্তানন্তর বলিপ্রদান করিয়া এবং সামর্থ্যানুরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া সাধক বিদ্বান্, সৰ্বসিদ্ধির অধিপতি এবং সকলদেব কর্তৃক নমস্কৃত হইবেন । ৬

অথবা বিজন অরণ্যে মানব স্থির যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া দিবাভাগে উদয় হইতে অস্তকাল পর্যন্ত জপ করিয়া সকল সিদ্ধির অধিপতি হইবেন । ৭

হইয়াছে । অতএব আকাশ শব্দ হইতে 'ই' ইহার উপস্থিতি হইবে । সমুদয় নিলিয়া "ক্রীং র ই" এই বীজের উপস্থিতি হইল । ১-৪

অপর একটি মন্ত্র উদ্ভার বর্ণিত হইতেছে ।

নীলশব্দের অর্থরূপে ভদ্রাভিধান গ্রন্থে বর্ণবীজকোষে 'ত' বলা হইয়াছে । নীল-পতাকা শব্দে ঐখানেই 'ঝ' কথিত হইয়াছে ।

ললজ্জিহ্বার অর্থরূপে বলা হইয়াছে—

ললজ্জিহ্বা অনন্তা চ গণেশো বিমলঃ প্রিয়া ।

সদ্বৰ্ত্তো বিদ্যতা মায়ী মাতৃকাস্তচ্চ ব্যাপিনী ॥

বন্ধেশ্বরো নৃসিংহশ্চ যুগান্তো নিহিতস্তথা ।

মেরুঃ সৰ্বাকর্ষণা চ ক্রোধাত্মা লোহিতস্তথা ॥

১। দাহরেৎ। ২। জপেন্নিয়তমানসঃ। ৩। প্রযতমানসঃ। ৪।

৫। দিঘাসাস্ত জপেৎ। ৬, ৮। ৬। স্থিরযোগাসনো। ৭। অহিনয়্যাসনো।

গ, ৮। ৬, ৮। ৮। উদয়াস্তং। ৬, ৮।

বিশ্ববৃক্ষে^১ নিজক্রোড়ে শবমারোপ্য যত্নতঃ ।
 নৃসিংহমূত্রয়া বীক্ষ্য জপেন্মাতৃকয়া নরঃ ॥ ৮
 সহস্রং তত্র জপ্ত্বা^২ বৈ^৩ সৰ্বসিন্ধীধরো ভবেৎ ।
 বটমূলে শবং নীত্বা তত্র দেবীং প্রপূজ্য চ ॥ ৯
 শূণ্ডা^৪ তত্র মতুং জপ্ত্বা^৫ সৰ্বসিন্ধীধরো ভবেৎ ।
 করকাঞ্চীঃ সমাদায় মুণ্ডমালা-বিভূষিতঃ ॥ ১০
 তেনৈব তিলকং কৃত্বা^৬ তত্তদভ্য-বিভূষিতঃ ।
 শ্মশানে চ^৭ সঙ্কজ্জপ্ত্বা^৮ সৰ্বসিন্ধীধরো ভবেৎ ॥ ১১
 কুঙ্কমাণ্ডরুকতুরী-রোচনাণ্ডরুচন্দনম্^৯ ।
 (কপূরং পদ্মরাগঞ্চ কেশরং হরিচন্দনম্^{১০}) ॥ ১২

বিশ্ববৃক্ষমূলে নিজক্রোড়ে যত্নপূর্বক শব আরোপণ করিয়া নৃসিংহমূত্রায় শব
 অবলোকন করতঃ মাতৃকামন্ত্রে পুটিত মন্ত্র জপ করিবেন । ৮

সেখানে সহস্র জপ করিয়া সৰ্বসিন্ধির অধিপতি হইবেন । বটমূলে শব
 লইয়া সেখানে দেবীকে পূজা করিয়া সেইখানে শয়ন করিয়া মন্ত্র জপ করিয়া
 সৰ্বসিন্ধির অধিপতি হইবেন । করকাঞ্চী (হস্তনির্মিত কটিবন্ধন) গ্রহণ
 করিয়া মুণ্ডমালায় অলঙ্কৃত হইয়া শ্মশানভ্রমে তিলক করিয়া সেই সেই ভ্রমে
 ভূষিত হইয়া শ্মশানে একবার জপ করিয়া সৰ্বসিন্ধির অধিপতি হইবেন । ৯-১১
 কুঙ্কম, অণ্ডরু, কতুরী, গোরোচনা, অণ্ডরুচন্দন, কপূর, পদ্মরাগ, কেশর,

সংযোগো হান্তঃ সৰ্ব্বাঙ্গস্তম্বুরঃ কৃতয়ন্তথা ।

মহাতেজঃ বর্ণান্তঃ সংহারঃ সাগরন্তথা ॥

ত্রৈলোক্যপ্রশমাত্মা চ ক্ষকারে চান্ত্য এব চ ।

রক্ষঃ ক্ষেত্রপালঃ ছেতা চন্দ্রাগ্নিসংখ্যকঃ । (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ ক্ষকারের বাচক হইল ললজিহ্বা, অনন্তা, গণেশ, বিমল, শ্রী, সংবর্ত,
 বিদ্বাতা, মায়া, মাতৃকান্ত, ব্যাপিনী, যক্ষেশ্বর, নৃসিংহ, যুগান্ত, নিহিত, মেরু,
 সৰ্ব্বাকর্ষণী, ক্রোধাত্মা, লোহিত, সংযোগ, হান্ত, সৰ্বাঙ্গ, তম্বুর, কৃতয়, মহাতেজঃ,

১। বিশ্বমূলে। ৩, চ। ২। চ। ৩, চ। ৩। হিতা। ৪। দ্বিস্তায়ে
 কৃষ্ণিং কৃত্বা। ৫। চাসক। ৬। শ্লোকান্ধমেতৎ কেবলং গ, ৩, চ পুস্তকে বর্ণিত।
 ৭। ঘনচন্দনম্। ৩, চ।

একত্র সাধিতং কৃদ্ধা প্রত্যেকং সাধয়েত্ততঃ^১ ।
 (এতত্তিলকমাত্রেণ রাজানং বশমানয়েৎ^২ ॥ ১৩
 জিহ্বাগ্রে রুধিরং কৃদ্ধা^৩ আকাশে চ সমাহরেৎ ।
 তেনৈব গুটিকাং^৪ কৃদ্ধা ভদ্রকালীং ততো^৫ জপেৎ ॥ ১৪
 নীলং নীলপতাকাঞ্চ ললজিহ্বাং করালিকাম্^৬ ।
 ললাটে তিলকং কৃদ্ধা সাধকো^৭ বীতভীঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫
 মহাষ্টমী-নবম্যোস্তু সংযোগে পুরতঃ^৮ স্থিতঃ ।
 ছাগমহিষমেষাণাং চতুর্দিশু শরানু ক্ষিপেৎ ॥ ১৬
 কবন্ধান্ মুণ্ডপুঙ্খ^৯ দীপাদিভিরলঙ্কৃতম্^{১০} ।
 মধ্যে কবন্ধমাস্তীৰ্য্য তত্র গন্ধর্ব্বরূপধ্বক্ ॥ ১৭

হরিচন্দন এইগুলিকে একত্র করিয়া প্রত্যেকের শোধন করিবেন। তাহার পর ইহার তিলক ধারণ মাত্রে রাজাকে বশীভূত করিবেন। ১২-১৩

“ক্রীং র ই” মন্ত্রে গুটিকা করিয়া তাহার পর ভদ্রকালী মন্ত্র জপ করিবে। “ত ঝ ক্ষ অং” মন্ত্রে সাধক স্বয়ং ললাটে তিলক করিয়া বিগত-ভয় হইবেন। ১৪-১৫

মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিকালে অগ্রে অবস্থান করতঃ ছাগ মহিষ ও মেঘের চারিদিকে শরসমূহ নিক্ষেপ করিবেন। ১৬

বর্ণাস্ত, সংহার, সাগর, ত্রৈলোক্যপ্রশমাদ্যা, অন্ত্য, রক্ষ, ক্ষেত্রপাল এই একত্রিশটি শব্দ।

এই প্রমাণ হইতে ললজিহ্বা শব্দের অর্থরূপে ‘ক্ষ’ প্রাপ্ত হইতেছে।

মূলে ‘করালিকা’ এইরূপ পঠিত হইলেও পাঠান্তরে ‘করালিনী’ এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থেই করালিনী শব্দের অর্থরূপে ‘অং’ কথিত হইয়াছে। সমুদয় মিলিয়া ‘ত ঝ ক্ষ অং’ এইরূপ মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। ১৫

১। সাধয়েৎ সুধীঃ। ধ, গ। ২। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ কেবলং গ পুস্তকে বর্ত্ততে।

৩। কৃদ্ধা। ঙ, গ, ঘ, ঙ, চ। ৪। গুটিকাং। গ, ঘ, ঙ, চ।

৫। তত্র কালীমণ্ড জপেৎ। ঘ। ৬। করালিনীম্। ক, ঙ, চ। নবজিহ্বাং

কপালিকাং (ললজিহ্বাকরালিনীং)। ৭। সাধয়েৎ। ঙ, চ। ৮। এযতঃ। ঙ, চ।

৯। কবন্ধমুণ্ডপুঙ্খ। ঙ। ১০। দীপাদীন। গ, ঘ। ১১। কৃতঃ। ক।

কৃতাম্। গ, ঘ।

তামূলপূররক্তাস্ত্র-^১মঞ্জনাফিতলোচনম্^২ ।
 কৃতা কালীগম্^৩ জপ্তা^৪ সর্কসিন্দীপ্তরো ভাবেৎ ॥ ১৮
 বিয়জ্জবি^৫গুতং দেবি নেত্রাস্ত্রং চন্দ্রভূষিতম্ ।
 বীজং প্রত্যেকদ্রব্যাকাং মিলিতানাঞ্চ পার্কতি ॥ ১৯
 মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রং নো^৬ জপেৎ সাত্ত্বশতত্ৰয়ম্^৭ ।
 জিহ্বাগ্রে রুধিরং গৃহ্^৮ চামুণ্ডে ঘোরনিষ্বনে ॥ ২০
 বলিং গৃহ্^৯ বরং দেহি রুধিরং গগনেহনলে ।
 কালি কালি প্রচেণ্ডোগ্রে ততোহস্ত্রং^{১০} কবচং ততঃ ॥ ২১

সেই কবচসমূহ ও মন্ত্রাংশ দীপ প্রহৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া মধ্যে কবচ আন্তরণ করিয়া গন্ধদ্বন্দ্বরূপ ধারণ করতঃ তামূলচর্কণে মুখ ব্রজবর্ণ করিয়া কজ্জল দ্বারা চক্ষু শোভিত করিয়া কালীমন্ত্র জপ করিয়া সকল সিদ্ধির অধিপতি হইবেন । ১৭-২৮

হে পার্কতি ! যিনি “হ্রীং অং ওঁ ঔ” মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য ও মিলিত দ্রব্যের শোধন করতঃ মূলমন্ত্রের সহিত উক্ত মন্ত্র ১১০০ শত জপ করেন, তিনি সর্কসিন্দ্রির অধিপতি হন । “হ্রীং রুধিরং গৃহ চামুণ্ডে ঘোরনিষ্বনে বলিং গৃহ বরং দেহি র ব হ কালি কালি প্রচেণ্ডোগ্রে ফটু হুং” বীরগণের হিতকামনার

আরেকটি মন্ত্রোক্তার বর্ণিত হইতেছে—

সান্তশ্চ জীবনীমধ্যা পরা শক্তিবিয়েং তথা ।

হ্রীংকারে শঙ্কুবনিতা মায়া চ বদ সংখ্যাকাঃ ॥ (তত্ত্বাভিধান)

অর্থাৎ সান্ত, জীবনীমধ্যা, পরাশক্তি, বিয়েং, শঙ্কুবনিতা, মায়া এই সকল শব্দ হইতে হ্রীং বীজের উপস্থিতি হইবে ।

অতএব বিয়েং শব্দের অর্থ হ্রীং ।

তত্ত্বাভিধানের বর্ণবীজকোষের বর্ণনা অনুসারে রবিশব্দের অর্থ ‘অং’, চন্দ্র শব্দের অর্থ ‘ওঁ’, নেত্রাস্ত্রশব্দের অর্থ ‘ওঁ’ । সমুদয় মিলিয়া মন্ত্রটী হইল “হ্রীং অং ওঁ ঔ” । ১৯

১। তামূলপূরিতমুখো । ৩।

২। লোচনাম্ । ৩, চ।

৩। তত্র মনুং । গ, ঘ। তামূলমুং । ৩, চ। ৪। বিয়জ্জাব । ৩, চ।

৫। মন্ত্রজ্ঞো । খ, গ, ঘ, ৩, চ। ৬। সর্কিং শতত্ৰয়ম্ । খ, গ। সর্কিশতত্ৰয়ম্ ।

খ, ৩, চ। ৭। গৃহ । ৩, চ। ৮। গৃহ । ৩, চ। ৯। ফটু । গ।

ଅମର ଏକଟି ଶବ୍ଦୋକ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିତେ—

ପୂର୍ବପ୍ରମାଣେ ଜିହ୍ଵାତ୍ର ହିତେ 'କ୍ରୀଃ' ପ୍ରାପ୍ତ ହିଲ । ତାହାର ପର 'ରୁଧିରଂ ଗୁହ୍ନ ଚାୟୁତେ ଘୋରନିଷ୍ଠନେ ବଳିଂ ଗୁହ୍ନ ବରଂ ଦେହି' ଇହା ଯୁକ୍ତ ହିଲ । ତାହାର ପର ପୂର୍ବର ଗୁହ୍ନ ରୁଧିର ଶବ୍ଦ ହିତେ 'ର' ଉପସ୍ଥିତ ହିଲ । ଗଗନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଲ 'ବ' ।
ପ୍ରମାଣ ଯଥା—

ବୋହବନୀ ଭୂଧରୋ ମାର୍ଗୋ ଘର୍ଷରୀ ଲୋଚନପ୍ରିୟଃ ।
ପ୍ରଚେତାଃ କଳସଃ ପଞ୍ଚୀ ଛଗଲଂ କପର୍ଦ୍ଦିନୀ ॥
ପୃଷ୍ଠବଂଶୋଭୟା ମାତା ଶିଖିବାହୋ ଯୁଗନ୍ଧରଃ ।
ମୁଖବିନ୍ଦୁର୍ବଳୀ ଘଣ୍ଟା ଯୋଦ୍ଧା ତ୍ରିଲୋଚନପ୍ରିୟଃ ॥
କ୍ରେଦିନୀ ତାପିନୀ ଭୂମିଃ ସୁଗମିତ୍ତୋ ବଳିଃ ପ୍ରିୟଃ ।
ସୁରଭିର୍ମୁଖବିଷ୍ଣୁ ଚ ସଂହାରୋ ବସୁଧାଧିପଃ ॥
ଷଷ୍ଠୀ ପୁରଂ ମେଟା ଚ ମୋଦକୋ ଗଗନଂ ପ୍ରତି ।
ପୂର୍ବସାଧାତା ମଧ୍ୟାଲିଙ୍ଗେ ଶନିଃ କୁଣ୍ଡତୃତୀୟକୋ ॥ (ତନ୍ତ୍ରାଭିଧାନ)

ଅର୍ଥାଂ—ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚୁଆଲିଶଟି ଶବ୍ଦ ବକାରେର ବାଚକ । ବ, ଅବନୀ, ଭୂଧର, ମାର୍ଗ, ଘର୍ଷରୀ, ଲୋଚନପ୍ରିୟ, ପ୍ରଚେତା, କଳସ, ପଞ୍ଚୀ, ଛଗଲଂ, କପର୍ଦ୍ଦିନୀ, ପୃଷ୍ଠବଂଶ, ଅଭୟା, ମାତା, ଶିଖିବାହ, ଯୁଗନ୍ଧର, ମୁଖବିନ୍ଦୁ, ବଳୀ, ଘଣ୍ଟା, ଯୋଦ୍ଧା, ତ୍ରିଲୋଚନପ୍ରିୟ, କ୍ରେଦିନୀ, ତାପିନୀ, ଭୂମି, ସୁଗ, ଇତ୍ତ, ବଳି, ପ୍ରିୟ, ସୁରଭି, ମୁଖ, ବିଷ୍ଣୁ, ସଂହାର, ବସୁଧାଧିପ, ଷଷ୍ଠୀ, ପୁର, ମେଟା, ମୋଦକ, ଗଗନ, ପ୍ରତି, ପୂର୍ବସାଧାତା, ମଧ୍ୟାଲିଙ୍ଗ, ଶନି, କୁଣ୍ଡ ଓ ତୃତୀୟ ।

ଇହାର ପର “କାଳି କାଳି ପ୍ରଚୋତାତ୍ରେ” ଇହା ଯୁକ୍ତ ହିବେ ।

ଅମଳଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ‘ହ’ । ପ୍ରମାଣ ଯଥା—

ହଃ ଶିବୋ ଗଗନଂ ହଂସୋ ନାଗଲୋକୋଽଧିକାପତିଃ ।
ନକୁଳୀଶୋ ଜଗଂପ୍ରାଣଃ ପ୍ରାଣେଶଃ କପିଳାମଳଃ ॥ (ତନ୍ତ୍ରାଭିଧାନ)

ଅର୍ଥାଂ—ହ-କାରେର ବାଚକ ହିଲ ହ, ଶିବ, ଗଗନ, ହଂସ, ନାଗଲୋକ, ଅଧିକା-ପତି, ନକୁଳୀଶ, ଜଗଂପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣେଶ, କପିଳା, ଅମଳ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ।

ଅନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଫଟ୍ । ପ୍ରମାଣ ଯଥା—

ଶନ୍ତ୍ରାନ୍ତେ ଫଟ୍ ଛୋଟିକା ଶ୍ଵାଦନ୍ତାତ୍ତଃ ସୁରବାଚକଃ ॥ (ତନ୍ତ୍ରାଭିଧାନ)

ଅର୍ଥାଂ—ଫଟ୍ ଶବ୍ଦର ବାଚକ ହିଲ ଶନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ତ୍ର, ଫଟ୍, ଛୋଟିକା, ଅନ୍ତାତ୍ତ, ସୁର-ବାଚକ ।

କବଚ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଲ ଛୁଂ । ପ୍ରମାଣ ଯଥା—

କବଚେନାପି କୁଞ୍ଜାପି କୂର୍ତ୍ତବୀଜଂ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ॥ (ତନ୍ତ୍ରାଭିଧାନ)

কালিকেয়ং সমাখ্যাতা বীরাণাং হিতকাম্যয়া ।
কুর্চ্চযুগ্মং মহাদেবি^১ নীলায়াং^২ কথিতং তব ॥ ২২
বিয়দ্ভৃগুযুতং দেবি কলমিত্রাং^৩ রবী রতিঃ ।
চন্দ্রখণ্ডনমায়ুক্তং ততো নীলপদং ততঃ ॥ ২৩
পতাকে হুং ফড়ন্তে^৪ স্যাৎ পূর্বকূটমহুর্গতঃ^৫ ।
সুগুণ্ডেয়ং মহাবিদ্ধা তব স্নেহাদিহোদিতা^৬ ॥ ২৪

এই কালিকারূপিণী বিদ্যা কথিতা হইয়াছেন । হে মহাদেবি । নীলার ‘হুং হুং’
এই মন্ত্র তোমাকে বলিয়াছি । ২২-২২

“ত্ৰীং স ক ল হ ত্ৰীং ও ঋ নীলপতাকে হুং ফট্” ইহা পূর্ব কূটমন্ত্র । এই
মহাবিদ্যা অত্যন্ত গোপনীয় । তোমার স্নেহেই এখানে বলিলাম । ২৩-২৪

অর্থাৎ—কোথাও কোথাও কবচ শব্দে কুর্চবীজ অর্থাৎ হুং কথিত হইয়া
থাকে ।

সমুদয় মিলিয়া মন্ত্রটী হইল—“ত্ৰীং ঋষিরং গৃহ চানুগে ঘোরনিম্বনে বলিং
গৃহ বরং দেহি র ব হ কালি কালি প্রচণ্ডোগ্রে ফট্ হুং ।” ২০-২১

নীলার একটি মন্ত্রোচ্চার করিতেছেন :—

কুর্চ্চ শব্দের ন্যায় হইল ‘হুং’ । ইহার যুগ্ম অর্থাৎ দুইটি । তাহা হইলে
মন্ত্রটী হইল “হুং হুং” । ২২

অনন্তর পূর্বকূট মন্ত্রের উচ্চার বর্ণনা করিতেছেন ।

পূর্ব প্রমাণ অনুসারে বিয়ং শব্দের অর্থ ‘ত্ৰীং’ ।

ভৃগু শব্দের অর্থ ‘স’ । প্রমাণ যথা—

সঃ কুলী শক্তিরখ্যাতো হংসো দ্ব্যখীশসংজ্ঞকঃ ।

ভৃগুর্দেবী চ পরমা চান্দ্রাহ্মি পরমেশ্বরী ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ—হে পরমেশ্বরী ! সকাষের বাচক হইল স, কুলী, শক্তি, হংস,
দ্ব্যখীশ, ভৃগু, দেবী, পরমা ও চন্দ্র ।

ইহার পর কল-শব্দ যুক্ত হইল । তাহার পর রবি-শব্দ দ্বারা ‘হ’-সংস্কৃত
উপস্থিতি হইবে । প্রমাণ যথা—

১। মহাকালি । ৩। চ । ২। নীলায়াং ৩। হ । ৪। কলমিত্রাং । ৫। কলমিত্রাং । ৬।

৪। হুং ফড়ন্তে । ৫। পূর্বকূট । ৬। পূর্বকূটমহুর্গতঃ । ৭।

৬। স্নেহাদিতা । ৭।

জয়শ্রীকরণী^১ দেবী পতাকেব^২ রণস্থলে ।

তেন নীলপতাকেয়ং বিজ্ঞা বৈ বীরসাধনে^৩ ॥ ২৫

গতকাঙ্ক্ষণিণী এই দেবী রণস্থলে জয়সাধিকা । সেই জ্ঞা বীরসাধনে
এই বিজ্ঞা নীলপতাকারূপে খ্যাতা । ২৫

হকারো নকুলীশোহপি হংসঃ প্রাণোহঙ্গুলং প্রিয়ে ।

মহেশো নকুলী চৈব বরাহো গগনং রবিঃ ॥ (তত্ত্বাভিধান)

অর্থাৎ—হ-কারের বাচক হইল হ, নকুলীশ, হংস, প্রাণ, অঙ্গুল, মহেশ,
নকুলী, বরাহ, গগন ও রবি ।

রতি শব্দে ‘ক্রীং’ উপস্থিত হইবে । প্রমাণ—

ক্রীং বীজে রতিবীজশ্চ । (তত্ত্বাভিধান)

রতিশব্দ ক্রীং বীজের বাচক হইবে ।

চল শব্দ দ্বারা ঔকারের জ্ঞান হইবে । প্রমাণ যথা—

ওঙ্কারো বর্জদুলস্তারো বিন্দুশক্তি-ত্রিতত্ত্বকম্ ।

প্রণবশ্চন্দ্র আদ্যশ্চ পঞ্চদেবো ধ্রুবস্তিকঃ ॥

অর্থাৎ—ঔকারের বাচক হইল ঔ, বর্জদুল, তার, বিন্দুশক্তি, ত্রিতত্ত্ব, প্রণব,
চল, আদ্য, পঞ্চদেব, ধ্রুব ও ত্রিক ।

খণ্ড শব্দের বাচ্য হইল ‘ঋ’-কার । প্রমাণ যথা—

স্থিতিঃ পাশী তথাভ্যেশো বামাঙ্গুলিতলস্থিতঃ ।

স্থিতিকঃ খণ্ডসংজ্ঞশ্চ ঋকারো জান্তসংজ্ঞকঃ ।

অর্থাৎ—ঋ-কারের বাচক হইল স্থিতি, পাশী, অভ্যেশ, বামাঙ্গুলিতলস্থ,
স্থিতিক, খণ্ড, ঋকার ও জান্ত ।

ইহার পর নীল, পতাকে, হং ও ফট যুক্ত হইবে । সমুদয় মিলিয়া মন্ত্রটি
হইল—“হ্রীং স ক ল হ ক্রীং ঔ ঋ নীলপতাকে হং ফট ।”

কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ মন্ত্রও দেখা যায় । যথা—

“হ স ক ল রীং নীলপতাকে হং ফট হ স ক ল রীং” । ২৩-২৪

১। করিণী। ২। জয়দাকরণী। ৩। জয়শ্রীধরণী। ৪।

২। পতাকেয়ং। ৩, ৪, ৫। ৩। যোজয়েৎ বৈ নীলসাধনে। (বৈরিসাধনে)। ৬, ৮
যোজ্য বৈ নীলসাধনে। ৬, ৭, ৮।

উগ্রচণ্ডা মহাবিদ্ভা যা পুরা কথিতা প্রিয়ে ।
 ললজ্জিহ্বা তু সা প্রোক্তা যোজ্যা বৈ বীরসাধনে^১ ॥ ২৬
 যাসৌ বিদ্ভা^২ মহাতারা সা করালেতি কীর্তিতা ।
 ভূমিপুত্রসমায়ুক্তা অমাবস্থা শুভোদয়া^৩ ॥ ২৭
 ভাদ্রে পুষ্পযোগেন^৪ তস্যাং বীরবরোত্তমঃ ।
 বিষ্ণুক্ৰান্তাং সমানীয় নিক্ষিপেৎ তভূমিষু ॥ ২৮
 তত্র তাং সাধিতাং কৃৎস্না তদ্দিনে মৎস্যহট্টকে^৫ ।
 তত্র তং সাধিতং^৬ মৎস্যমেকমূল্যেন দাপয়েৎ ॥ ২৯
 তজ্জলেনাভিষেকঞ্চ পূর্ববচ্চ শিরোপরি^৭ ।
 সাধিতাং^৮ বিজয়াং তস্য উদরে মুখবত্ননা ॥ ৩০

হে প্রিয়ে ! পূর্বে যে উগ্রচণ্ডা মহাবিদ্ভার কথা বলিয়াছি, তিনিই লল-
 জ্জিহ্বারূপে অভিহিতা, বীরসাধনে আশ্রয়ণীয়া । ২৬

মহাতারা নামে যে বিদ্যা প্রসিদ্ধা, তিনিই করালানামে কীর্তিতা । যদি
 ভাদ্রমাসে মঙ্গলপ্রসবা অমাবস্থা মঙ্গলবারযুক্তা হইয়া পুষ্পনক্ষত্রযুক্তা হয়,
 তাহা হইলে বীরবরশ্রেষ্ঠ সেই তিথিতে বিষ্ণুক্ৰান্তা (অপরাজিতা) আনয়ন
 করিয়া শ্মশানভূমিতে নিক্ষেপ করিবে । সেখানে তাহাকে শোধিত করিয়া
 সেই দিনে মৎস্যহাটে গমন করিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া একমূল্যে একটি মৎস্য
 ক্রয় করিবেন । পূর্বের ন্যায় সেই জলদ্বারা মস্তকোপরি অভিষেক করিবেন ।
 শোধিতবিজয়া মুখমধ্যে দিয়া তাহার উদরে ক্ষেপণ করিয়া কজ্জলশোভিত-

পুষ্প নক্ষত্র হইল হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্বসু, মৃগশিরা, পুশ্যা । শোনক মতে
 অশ্বিনী, অনুরাধা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ এবং পূর্বভাদ্রপদ
 নক্ষত্রকে পুষ্প নক্ষত্র বলা হইয়াছে । বিষ্ণুক্ৰান্তা শব্দে অপরাজিতা বুঝিতে
 হইবে । ২৮

১। নীলসাধনে । গ, ঘ । ললজ্জিহ্বা ময়োক্তা বৈ সংযোজ্যা নীলসাধনে । খ ।

২। আদিবিদ্ভা । খ । যা সা বিদ্যা । গ, ঘ । ৩। শুভপ্রদা । ক, ঙ, চ ।

৪। পুষ্পক্ষয়োগেন । ঘ । পুষ্পযোগেন । চ । ভাদ্রেভ্য ঋকযোগেন । ঙ, চ ।

৫। মৃতহট্টকে । ক, ঘ । মৃত সূতকে । গ । মৃতহট্টকে । ঙ, চ ।

৬। তত্র প্রসাধিতং । খ, গ, ঘ । তত্র প্রসাধিতং । ঙ, চ ।

৭। শিরোপরি । খ, গ, ঘ, ঙ, চ । ৮। বিজয়া । ঙ, চ ।

ক্ষিপ্ত্ব। তত্র খনেম্মংস্ত-মঞ্জনাঞ্চিতলোচনঃ^১ ।
 পূৰ্ব্বদ্রব্যোণ তিলকমুখায় চ^২ মনুং জপেৎ ॥ ৩১
 স্বয়ং বৈ তত্র^৩ ভগবান্ ভৈরবো লগুড়াস্থিতঃ ।
 গতভীতি^৪স্ততো বীরস্তং বিলোক্য জপেন্নমুং ॥ ৩২
 যদি ভাগ্যবশাদ্ দেবি লগুড়স্তত্র লভ্যতে ।
 তদা স্বয়ং ভৈরবোহসৌ স্বয়ং বীরেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৩
 মংস্তমানীয় দেবেশি নিক্ষিপেৎ পিতৃকাননে ।
 তত্রাসকৃজ্জপিহা তু দেবতামেলনং ভবেৎ^৫ ॥ ৩৪
 তত্র নহা মহাদেবং মহাদেবীঞ্চ ভাবিনি^৬ ।
 তদস্মতিলকং কৃহা স্বয়ং বীরেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৫
 নিশায়াং মৃতহৃটে চ উন্নত্তানন্দভৈরবঃ ।
 দিখাসা বিমলী^৭ ভস্মভূষণো মুক্তকেশকঃ ॥ ৩৬
 কপালী খড়্গহস্তশ্চ জপেন্নাতৃকয়া যদি ।
 তদা তস্ম মহাদেবি সৰ্ব্বসিদ্ধিঃ করে স্থিতা^৮ ॥ ৩৭

নেত্র হইয়া সেইখানে মংস্তকে খনন করিবেন। পূৰ্ব্বদ্রব্যাদ্বারা তিলক তুলিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ২৭-৩১

সেখানে স্বয়ং ভৈরব ভগবান্ লগুড়যুক্ত হইয়া উপস্থিত হন, বিগতভয় হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ৩২

হে দেবি! যদি ভাগ্যবশতঃ সেখানে লগুড় লব্ধ হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং ভৈরব এবং বীরাধিপতি হইবেন। ৩৩

হে দেবেশি! মংস্ত আনয়ন করিয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করিবেন। সেখানে একাধিক জপ করিয়া অবস্থিত সাধকের দেবতাসাক্ষাৎকার ঘটিবে। ৩৪

হে ভাবিনি! সেখানে মহাদেব ও মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া সেই শ্মশান-ভস্মের তিলক করিয়া স্বয়ং বীরাধিপতি হইবেন। ৩৫

রাত্রিতে শ্মশানে উন্নত্তানন্দভৈরবস্বরূপ হইয়া দিগ্বসন, নির্মল, ভস্মভূষিত,

১। লোচনা। চ। ২। তিলকং পূৰ্ব্বদ্রব্যোণ উখায় চ। খ, গ। তিলকী সৰ্ব্বদ্রব্যোণ উখায় চ। ঘ। তিলকী। চ। ৩। স্বয়মায়তি। খ। ৪। গতৌ ভীতৌ। ও, চ।

৫। তত্রাসকৃজ্জপিহা তু দেবতামিহ লভ্যয়েৎ। স ৬। ভামিনি। ঘ।

৭। বিমলো। ও, চ। ৮। প্রজায়তে। গ।

ডাকিনীং যোগিনীং বাপি অচ্যং বা^১ ভূতলাঙ্গনাম্ ।
 তত্রাপ্যানীয় সম্পূজ্য সৰ্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৮
 সৰ্বেযাং জীবহীনানাং জন্তুনাং বীরসাধনে^২ ।
 ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা^৩ সাধয়েদ্^৪ বীরসাধনম্ ॥ ৩৯
 মৃতাসনং বিনা দেবি পূজয়েৎ^৫ পার্শ্বতীং শিবাম্ ।
 তাবৎকালং বসেদ্ যোরে যাবদাহুতসংপ্রবম্ ॥ ৪০

মুক্তকেশ, কপালবান্ ও খড়্গহস্ত হইয়া যদি মাতৃকাবর্ণ দ্বারা জপ করেন, হে মহাদেবি । তাহা হইলে তাঁহার হস্তে সকল সিদ্ধি অবস্থান করেন । ৩৬-৩৭

সেখানে ডাকিনী, যোগিনী অথবা অন্য কোন পার্থিব নারীকে আনয়ন-পূর্বক পূজা করিয়া সকলসিদ্ধির অধিপতি হইবেন । ৩৮

বীরাচারসাধনার সকল প্রাণহীন জন্তুগণের দেহ বৈদিক গোময় ত্যাগ করিয়া বীরবিহিত দ্রব্য দ্বারা শোধন করিয়া বীরসাধনার অনুষ্ঠান করিবে । ৩৯

হে দেবি । যিনি শবাসন ব্যতিরেকে মঙ্গলময়ী পার্শ্বতীর পূজা করেন, তিনি প্রলয় কাল পর্যন্ত ভয়ঙ্কর নরকে বাস করেন । ৪০

সাধনার আসনবিষয়ে সারদাতিলকের চতুর্থে উক্ত হইরাছে—

উক্তেষু মণ্ডলেষেকং বেদিকায়াং সমালিখৎ ।

বিশেন্দ্রদ্বাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্কুখো বাপ্যদম্বুখঃ ।

অর্থাৎ—মন্ত্রবান্ সাধক উক্তমণ্ডলে একটী (কুর্মচক্রাদি) লিখন করিবেন । সেখানে মৃদু আসনে পূর্বমুখী হইয়া বা উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবেন ।

ইহার টীকার রাঘবভট্ট লিখিতেছেন—

বিশেদিভ্যুপবিশেৎ । মৃদ্বাসন ইতি অনুদ্বৈগায় ইতি দৃষ্টার্থম্ । উদ্বৈগে সতি তত্রৈব মনো যাতি নতু জপপূজাদৌ । মন্ত্রীত্যনেনৈতদুক্তম্ ।

অর্থাৎ—বিশেৎ ইহা দ্বারা উপবেশন করিবে বলা হইল । যাহাতে উদ্বৈগ না হয় তাহার জন্ত মৃদু আসনের কথা বলা হইয়াছে । ইহা দৃষ্টফল । কারণ উদ্বৈগ হইলে সেখানে মন যাইবে, জপ-পূজাদিতে যাইবে না । মন্ত্রী ইহা দ্বারা ইহা সূচনা করা হইল ।

মৃদু প্রভৃতির লক্ষণ শ্যামারহস্যে কথিত হইয়াছে । যথা—

অর্কাকৃ ষণ্মাসতচ্চ্যুতগর্ভঃ মৃতমাহুর্মৃৎ বৃধাঃ ।

১। অচ্যাক। ৩। অন্তঃ। ৮। ২। নীলসাধনে। গ, ঘ, ঙ, চ।

৩। গোময়ে কৃত্বা। গ। ৪। সাধনে চ। ৫। যো জগেৎ।

মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্ম্যঃ প্রধান-বীরসাধনে^১ ।

ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগকর্তৃণাং প্রশস্তাঃ সৰ্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ৪১

এবং বীরক্রমং^২ দেবি কথিতঞ্চ তবানঘে ।

ন কশ্চচিৎ প্রবক্তব্যং^৩ মম প্রীতম্^৪ মহেশ্বরী^৫ ॥ ৪২

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বীরসাধনে গুপ্তপটলে ষষ্ঠঃ পটলঃ^৬ ॥ ৬ ॥

মুখ্য বীরসাধনায় মহাশবসমূহ প্রশস্ত হইয়া থাকে । প্রয়োগকর্তৃগণের পক্ষে ক্ষুদ্রশবসমূহ প্রশস্ত ও সৰ্বসিদ্ধিদানকারী হইয়া থাকে । ৪১

হে নিম্পাপে মহেশ্বরী দেবি । এইরূপ বীরক্রম তোমাকে বলিলাম । আমার প্রীতির জন্ত ইহা আর কাহাকেও বলিবে না । ৪২

শ্রীকালীতন্ত্রের বীরসাধন-গুপ্তপটলে ষষ্ঠ পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ—ছয়মাসের পূর্বে মৃত ভ্রষ্টগর্ভকে পত্তিতগণ মৃত বলিয়া থাকেন ।

চূড়োপনয়নে হীনঃ মৃতঞ্চ চূড়কং বিদ্বঃ ।

অর্থাৎ—চূড়া ও উপনয়ন রহিত মৃত বালককেও মৃত বলিয়া জানিবে ।

নিবৃত্তচূড়াকরণে হীনোপনয়নঃ পুমান্ ।

যো মৃতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিদ্বঃ ॥

অর্থাৎ—যে পুরুষ বালক চূড়া এবং উপনয়ন রহিত হইয়া পঞ্চমবর্ষে মৃত হয়, তাহাকে কোমল বলিয়া জানিবে । ৪০

১। কালিকা বীরসাধনে । গ, ঘ । প্রধানশবসাধনে । ঙ, চ । ২। নীলক্রমং ।

খ, গ, ঘ । ৩। প্রয়োক্তব্যং । ক । ৪। তব প্রীত্যা । গ । ৫। বরাননে । ঙ, চ ।

৬। ইতি বীরসাধনঃ সপরিয়াপটলঃ । খ । ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বীরসাধনে ষষ্ঠঃ পটলঃ । গ । ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বীরসাধনবিধৌ গুপ্তঃ ষষ্ঠঃ পটলঃ । খ । বীরসাধননাম ষষ্ঠঃ পটলঃ । ঙ, চ ।

সপ্তমঃ পটলঃ

[রহস্য-পুরশ্চরণ-বিধিঃ]

দেব্যাচ^১—

জ্ঞাতমেতন্ময়া দেব^২ স্বংপ্রসাদান্নহেশ্বর^৩ ।

অশক্তানাস্ত মে দেব পুরশ্চরণমুচ্যতাম্ ॥ ১

(সিদ্ধান্তে চ যথা মন্ত্রা লভন্তে সিদ্ধিমুতমাং ।)^৪

ভৈরব উবাচ^৫—

(এবং নীলক্রমং দেবি কথিতঞ্চ বরাননে)^৬

শ্মশানে চ পুরশ্চর্যা কথিতা ভূবি^৭ দুর্লভা ।

অথবাঅপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে^৮ ॥ ২

কুঞ্জে বা শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহৃতম্^৯ ।

পঞ্চগব্যেন মিলিতং চন্দনাদৈ বিশেষতঃ ॥ ৩

নিষ্কিপ্য ভূমৌ হস্তাঙ্কিমানতঃ কাননে বনে ।

তত্র তদ্বিবসে রাত্রৌ সহস্রং যদি মানবঃ ॥ ৪

দেবী বলিলেন । হে মহেশ্বর দেব ! আপনার অনুগ্রহে আমি সকল জ্ঞানিয়াছি । কিন্তু ইহাতে অসমর্থের পক্ষে করণীয় পুরশ্চরণ আমাকে বলুন । ১

(যে প্রকারে মন্ত্রসমূহ সিদ্ধ হয় এবং উত্তম সিদ্ধি লাভ হয় ।)

ভৈরব বলিলেন । (হে দেবি বরাননে, এইরূপে নীলক্রম বলা হইল ।) শ্মশানে অনুষ্ঠেয় পৃথিবীতে দুর্লভ পুরশ্চরণের তত্ত্ব বলিয়াছি । অথবা অপ্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে । ২

মঙ্গল বা শনিবারে নরমুণ্ড সংগ্রহ করিবেন । পঞ্চগব্য ও চন্দনাদি দ্বারা শোধিত করিয়া ভূমিতে কানন অথবা বনে অঙ্কিত প্রমাণ ভূমিতে নিষ্কেপ করিয়া সেখানে সেই দিনে এবং একাকী যদি কোন মানব সহস্রসংখ্যক

১। পার্কৃত্যবাচ। ৬, ৮। ২। জ্ঞানমেতন্মহাদেব। ক, ৬, ৮। জ্ঞাতমেতন্মহাদেব। গ। ৩। শ্লোকাক্ষমেতৎ কেবলং ৬ চ পুস্তকযোর্বর্ততে। ৪। শ্লোকাক্ষমেতৎ ৬ পুস্তকে নাস্তি।

৫। ভগবানুবাচ। গ। ৬। শ্লোকাক্ষমেতৎ, কেবলং ৬ পুস্তকে বর্ততে।

৭। দেবি। গ, ব। ৮। মুচ্যতে। গ, ব।

৯। কুজবারে শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহৃতং। ৮।

একাকা অঙ্কপেন্নস্ত্রং স ভবেৎ কল্পপাদপঃ ।

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে^১ ॥ ৫

শবমানীয় তদ্বারে^২ তেনৈব পরিখন্ততে^৩ ।

তদ্দিনাৎ তদ্দিনং^৪ যাবৎ তাবদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৬

স ভবেৎ সর্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে^৫ ॥ ৭

অষ্টম্যাক্ষ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ।

সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়াস্তরম্ ॥ ৮

তাবজ্জপ্তা নিরাতঙ্কঃ^৬ সর্বসিদ্ধীধরো ভবেৎ ।

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ॥ ৯

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব^৭ গ্রাসাবধি বিমুক্তিতঃ ।

যাবৎসংখ্যাং মনুং জপ্যা-^৮ তাবদ্বোমাদিকঙ্করেৎ ॥ ১০

মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে তিনি কল্পরক্ষস্বরূপ হইবেন । অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে । ৩-৫

সেই বারে শব আনয়ন করিয়া সেই প্রকারে খনন করিবেন । সেই বার হইতে সেই বার পর্য্যন্ত যিনি অষ্টোত্তর শত জপ করিবেন, তিনি সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন । এই বিষয়ে কোন বিচার করিবেন না । অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে । ৬-১

উভয় পক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নির্ভয়ে জপ করিয়া সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন । অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে । ৮-৯

চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণে গ্রাস হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যত সংখ্যা হয়, তত জপ করিবেন । তাহার পর তাহার দশাংশাদিক্রমে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন । ১০

১। মুচ্যতে। গ, ঘ, ঙ। ২। শবমানীয়ত ঘট্টৈঃ। ঙ, চ। ৩। পরিখন্ত চ। খ।

৪। তদ্দিনাত্তদ্দিনং যাবৎ। ঙ। ৫। মিচ্ছতে। ঙ, চ।

৬। নিরাতঙ্কঃ। ঙ, চ। ৭। চন্দ্রসূর্য্যোগ্রহণে চ। খ।

৮। জপ্তা তাব। খ, ঘ, ঙ, চ। যাবৎসংখ্যাং জপেন্নস্ত্রং তাব। গ সূর্য্যগ্রহণকালম্ সমানো নাস্তি ভূতলে। ঙ।

সূর্য্যগ্রহণকালাদি নান্যঃ কালঃ প্রশস্ত্যতে^১ ।
 তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ^২ ॥ ১১
 অথবাগ্ন্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছ্যতে ।
 শরৎকালে চতুর্থ্যাদি-নবম্যন্তং বিশেষতঃ ॥ ১২
 ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু রাত্নৌ ভাবৎ সহস্রকম্ ।
 জপদেকাকী^৩ বিজনে কেবলং তিমিরালয়ে ॥ ১৩
 অষ্টম্যাদি-নবম্যন্তমুপবাসপরো ভবেৎ ।
 অগ্নত্র গুরুমার্গ্য লজ্জনং নৈব কারয়েৎ ॥ ১৪
 অথবাগ্ন্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছ্যতে^৪ ।
 অষ্টমীসন্ধিবেলায়ামষ্টোত্তরলতাগৃহম্ ॥ ১৫
 প্রবিশ্য মন্ত্রী বিধিবত্তাঃ সমভ্যর্চ্য যত্নতঃ ।
 পূর্ব্বোক্তকল্পমাসাচ্চ পূজাদিকং সমাচরেৎ ॥ ১৬

সূর্য্যগ্রহণ অপেক্ষা অস্ত কাল প্রশস্ত নহে । এই সময়ে যাত্রা করা হইবে, তাহা হইতে অনন্ত ফল লাভ করিবেন । ১১

অথবা অগ্ন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে । শরৎকালে বিশেষভাবে চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত নির্জন বনে অন্ধকার গৃহে কেবল একাকী সহস্র জপ করিবেন । ১২-১৩

অষ্টমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত উপবাসনিরত হইবে । ইহা ব্যতীত অগ্নত্র গুরুমার্গের লজ্জন করিবেন না । ১৪

অথবা অগ্ন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে । অষ্টমীর সন্ধিবেলার মন্ত্রবান্ সাধক অষ্টোত্তর (শত) কামিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া যত্নসহকারে বিধি অনুসারে তাহাদিগের পূজা করিয়া পূর্ব্বকথিত কল্প অনুসারে পূজাদির অনুষ্ঠান করিবেন । ১৫-১৬

১। কালো বিশিষ্ট্যতে । গ। ২। তত্র যদ্ যৎ কৃতং সর্ব্বমনস্তফলং ভবেৎ । খ।
 অত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদানন্তর ফলাভ্যে । গ। তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলপ্রদং । ঙ, চ।
 ৩। দেকস্ত। ক। ৪। মুচ্যতে গ, খ। শ্লোকান্ত প্রথমবিভীষাকর্ম্মাঃ
 পৌর্বাণ্যং বর্জ্যতে ঙ, চ পুস্তকয়োঃ ।

কেবলং কামদেবোহসৌ জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ।

তাসান্ত পত্রমূলেষু উদ্ধাং (১) সংগৃহ্য মন্তকে^২ ॥ ১৭

মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবেৎ সচ্ছো^৩ লতাদর্শনপূজনাং ।

অথবাণ্ডপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে^৪ ॥ ১৮

আকৃষ্টায়াঃ কুলাগারে লিখিত্বা^৫ মন্ত্রমেব চ ।

সম্পূজ্য^৬ তত্র সংস্কারং কৃৎবা তন্মৈ নিবেদ্য চ^৭ ॥ ১৯

কিঞ্চিজ্জপ্ত্বা মনুং নীত্বা^৮ দেবতাভাবতৎপরঃ ।

তাং বিসৃজ্য^৯ নমস্কৃত্য স্বয়ং জপ্ত্বা স্মৃৎসংযতঃ ॥ ২০

সাধক কামদেবস্বরূপ হইয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিবেন । সেই কামিনী-
গণের পত্রমূলে অর্থাৎ মন্তকে উদ্ধাগ্রহণ করিয়া কামিনীগণের দর্শন ও পূজা হইতে
তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হইবে । অথবা অণ্ডপ্রকারে পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে । ১৭-১৮

আকৃষ্টাশক্তির কুলাগারে মন্ত্র লিখিয়া পূজা করিয়া সেখানে সংস্কার করিয়া
তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কিঞ্চিৎ জপ করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিয়া দেবভাবে তৎপর
থাকিয়া তাঁহাকে বিসর্জন করিয়া নমস্কার করিয়া সংযতভাবে নিজে জপ

টিপ্পনা—মূলগ্রন্থে লতাসাধন-বিষয়ে দিগ্‌দর্শনস্বরূপ উল্লেখ আছে ।
মায়াতন্ত্রের দ্বাদশ পটলে এই বিষয়ে আলোচনা দেখা যায় । তাহা উদ্ধৃত করা
মাইতেছে ।

লতায়্যাঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুহ হরবল্লভে ।

শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দূরমণ্ডলে ॥

স্তনদ্বন্দ্রে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরী ।

শতং যোনৌ মহেশানি উথায় চ শতত্রয়ম্ ॥

এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।

অথবাণ্ডং সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি হ্রলভং ॥

রজোহবস্থাং সমানীয় তদযোনৌ স্বেচ্ছদেবতাম্ ।

পূজয়িত্বা মহারাজৌ ত্রিদিনং প্রজপেদ্বনুম্ ॥

১। উদ্ধাং। ৮। ২। তাসান্ত পত্রমূলেণ উদ্ধাং সংগৃহ্য কর্ণকে ৪। তাসান্ত পাদমূলে
উদ্ধাং সম্পূজ্য যত্নতঃ। গ, ঘ। ৩। মহা। ৬, ৮। ৫। তন্ত্র। ঘ।

৬। লোকার্জমৈতৎ ক-পুত্রে নাস্তি। ৭। কৃষ্টাঃ কতিলাগারে লিখিত্বা। খ।
ভাবয়েৎ। গ, ঘ। কুলাকৃষ্টলতাগারে। ৬, আকৃষ্টাঙ্গনাগারে। ৮। ৭। প্রপূজ্য।
খ, গ। ৮। নিবেদয়েৎ। গ। ৯। বীরো। ৬, ৮। ১০। তাং বৈ পূজ্য।

প্রাতঃ স্ত্রীভ্যো বলিং দত্ত্বা মন্ত্রসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ^১ ।

(অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণমিচ্ছতে ॥ ২১

করিয়া প্রাতঃকালে স্ত্রীগণকে উপহার প্রদান করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবে,
কোন সংশয় নাই । অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে । ১৯-২১

শতত্ৰয়ঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্ ।
অষ্টোত্তরশতং পূৰ্ব্বং চক্রবক্ত্রে জপেদ্ বৃধঃ ।
অতস্তাং নবভিঃ পুষ্পৈর্যজ্জৈদ্যোত্তরং শতম্ ॥
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা জপেদ্যোত্তরং শতম্ ।
ধনবান্ বলবান্ বাগ্মী সৰ্ব্বযোষিঃ-প্রিয়ঙ্করঃ ।
ষোড়শাহেন চ ভবেদ্ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ—হে শিবপ্রিয়ে ! আমি লতাসাধন বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ।
লতার (দীক্ষিতা কুলযুবতীর) কেশে একশত, ললাটে একশত, সিন্দূরভিত্তকে
একশত, প্রতিস্তনে একশত করিয়া হুইশত, নাভিতে একশত, যোনিমণ্ডলে
একশত, তাহার পর দশাঙ্গমান হইয়া তিনশত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে । এইভাবে
সমুদয় মিলিয়া দশশত জপ করিয়া সাধক সকল সিদ্ধি নিজের আয়ত্ত করিয়া
থাকেন ।

অনন্তর পৃথিবীতে অত্যন্ত দ্বন্দ্বিত অন্তপ্রকার লতাসাধনবিধি বর্ণনা
করিতেছি । রজস্বলা কুলযুবতীকে আনয়ন করিয়া তাহার যোনিমণ্ডলে
ইষ্টদেবতার অর্চনা করিবেন । দিনত্রয় যাবৎ মহারাত্রিতে প্রত্যহ ইষ্টদেবতার
পূজা করিয়া প্রতিদিন চক্রমুখে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবেন । তদনন্তর
প্রতিদিন তিনশত ছত্রিশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন । তাহার পর নবপুষ্প
(সন্দোজাত ঋতুশোণিত) দ্বারা ১০৮ বার ইষ্টদেবীর পূজা করিবেন । তাহার
পর পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক ১০৮ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন । (সংযতভাবে
গুরুপদেশানুসারে) এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ১৬ দিনের মধ্যে সাধক ধনবান্,
বলবান্, বাগ্মী, সকল নারীর প্রিয়পাত্র অবশ্যই হইবেন । ইহা দ্রুত সত্য, এই
বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই । ১৮-২০

১। ততঃ স্ত্রীভ্যো বলিং দত্ত্বা মন্ত্রসিদ্ধিসংশয়ঃ । ৬। প্রাতঃ স্ত্রীভ্যো বলিং দত্ত্বা
মন্ত্রসিদ্ধিসংশয়ঃ । ৮।

গুরুমানীয় সংস্থাপ্য দেববৎ পূজনং বিভোঃ ।

বস্ত্রালঙ্কারহেমাদৈঃ সন্তোষ্য গুরুমেব চ ॥ ২২

তৎসুতং তৎসুতাকৈব তৎপত্নীঞ্চ বিশেষতঃ^১ ।

(পূজয়িত্বা মনুং জপ্ত্বা স্বয়ং সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ^২) ॥ ২৩

অথবাণ্ডপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।

সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং^৩ ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ ॥ ২৪

কেবলং দেবভাবেন^৪ জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বাদৃ^৫ যথাবিভবমাত্মনঃ^৬ ॥ ২৫

গুরোরনুজ্ঞানুমাতেণ হৃষ্টমন্ত্রোহপি সিদ্ধ্যতি ।

গুরুং বিলম্ব্য শাস্ত্রেহস্মিন্ নাধিকারঃ সুরৈরপি ॥ ২৬

এযাঞ্চ মন্ত্রতন্ত্রাণাং^৭ প্রয়োগঃ ক্রিয়তে যদি ।

গুরুবক্ত্রং বিনা দেবি সিদ্ধিহানিঃ^৮ প্রজায়তে ॥ ২৭

(অথবাণ্ডপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।

স্বকীয়াং পরকীয়াং বা স্ত্রিয়মানীয় সাধকঃ ॥ ২৮

গুরুকে আনয়ন করিয়া সংস্থাপন পূর্বক দেবতার ন্যায় গুরুর পূজা, বস্ত্র, অলঙ্কার ও হর্ণাদির দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার পুত্র, কন্যাকে, বিশেষভাবে তাঁহার পত্নীকে পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিয়া স্বয়ং সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ২২-২৩

অথবা অণ্ডপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে। সহস্রার চক্রে গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান ও পূজা পূর্বক দেবভাবে জপ করিয়া সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। নিজের সামর্থ্য অনুসারে গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। ২৪-২৫

গুরুর অনুজ্ঞানুমাতে হৃষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুরুকে লজ্জন করিয়া এই শাস্ত্রে দেবগণও অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ২৬

হে দেবি! গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে কেহ যদি এই মন্ত্র-তন্ত্রসমূহের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। ২৭

অথবা অণ্ডপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে। উদ্ভবেত্তা সাধক স্বকীয়া বা

১। তৎসুতং চ। ২। পত্নীকৈব বিশেষতঃ। ৩। বস্ত্রনীহাংশো ও পুত্রকে নাস্তি।

৪। গুরুপাদপদ্মং। ৫, ৬। ৭। দেবভাবো। ৮। ৯। দক্ষিণাং।

১০। যথা বিভববিস্তারৈঃ। ১১। ১২। তন্ত্রমন্ত্রাণাং। ১৩, ১৪। ১৫। নৈব সিদ্ধিঃ

শতমষ্টোত্তরং জপ্তা যোনিমামল্লা তদ্বিৎ ।
 গচ্ছন্ পরমতত্ত্বজ্ঞঃ সহস্রং জপতে যদি ॥ ২৯
 তদা মন্ত্রো ভবেৎ সিন্ধো হৃষ্টমন্ত্রোহপি পার্শ্বতি ।
 এতৎ প্রয়োগং দেবেশি ন কঠৈঃ দর্শয়েৎ কচিৎ ॥ ৩০
 এতদ্ব্যস্তকং তত্ত্বকং শিষ্যোভ্যোহপি ন দর্শয়েৎ ।
 (যদি চ দর্শয়েন্মোহাৎ কুবুন্ধিঃ কুলনাশকঃ ২) ।
 অগ্ৰথা প্রেতরাজ্য্য ভবনং যাতি নিশ্চিতম্ ৩ ॥ ৩১

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে রহস্যপুরস্চরণবিধিঃ সপ্তমঃ পটলঃ ৪ ॥ ৭ ॥

পরকীয়া নারীকে আনিয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া যোনি আমন্ত্রণ করিয়া
 পরমতত্ত্বজ্ঞ সাধক গমন করিতে থাকিয়া যদি সহস্র জপ করেন তাহা
 হইলে হে পার্শ্বতি । মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । হৃষ্টমন্ত্র হইলেও সিদ্ধ হইবে । হে
 দেবেশি । এই প্রয়োগ কাহাকেও কখনও দেখাইবে না । ২৮-৩০

এই মন্ত্র ও তত্ত্ব শিষ্যগণকেও দেখাইবে না । (যদি মোহবশতঃ কোন
 কুবুন্ধি ব্যক্তি দেখান, তাহা হইলে তিনি কুলনাশকারী হইবেন ।) ইহার
 স্মরণ করিলে তিনি নিশ্চয় যমের গৃহে গমন করিবেন । ৩১

শ্রীকালীতন্ত্রের রহস্যপুরস্চরণবিধি নামক সপ্তম পটলের

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

১। বন্ধনীহং শ্লোকত্রয়ং কেবলং গ পুস্তকে বর্জ্যতে । ২। বন্ধনীহং শ্লোকাচ্ছং কেবলং গ
 পুস্তকে বর্জ্যতে । ৩। তদ্ব্যস্তকং । ৪। ইতি কালীতন্ত্রে পরমরহস্যে রহস্য-
 পুরস্চরণনাম সপ্তমঃ পটলঃ । ৬, ৮।

অষ্টমঃ পটলঃ

[আচার-বিধিঃ]

১ অথাচারং প্রবক্ষ্যামি যৎকৃতেহ ২ মৃতমশ্নুতে

সর্বভূতহিতে যুক্তঃ সময়াচারপালকঃ ॥ ১

অনিত্যকর্মসন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান-তৎপরঃ ।

মন্ত্রারাধনমাত্রেন শিবভাবেন ৩ তৎপরঃ ॥ ২

পরশ্রাং দেবতায়াক্ষ সর্বকর্মনিবেদকঃ ।

অন্যমন্ত্রার্চনশ্রদ্ধা-মন্ত্রমন্ত্রপ্রপূজনম্ ৪ ॥ ৩

কুলস্ত্রীবীরনিন্দাক্ষ তদ্ভব্যশ্রাপহারণম্ ।

স্ত্রীষু রোষং প্রহারক্ বর্জয়েন্নতিমান্ সদা ৫ ॥ ৪

স্ত্রীময়ক্ জগৎ সর্বং স্বয়ং ভাবৎ ৬ তথা ভবেৎ ।

পেয়ং চর্ব্যং তথা চোষ্যং ভক্ষ্যং ভোজ্যং গৃহং স্বয়ম্ ৭ ॥ ৫

সর্বক্ যুবতীরূপং ভাবয়েন্নতিমান্ সদা ৮ ।

কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাং সমাহিতঃ ৯ ॥ ৬

অনন্তর একটি আচার বলিব যাহা করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় । সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত থাকিয়া সময়াচারের পালনে রত থাকিয়া অনিত্য কর্ম ত্যাগ পূর্বক নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইয়া মন্ত্রের আরাধনামাত্র শিবভাবে তৎপর হইয়া পরদেবতার সকল কর্ম নিবেদন করতঃ অগ্নি মন্ত্রপূজায় শ্রদ্ধা, অন্যমন্ত্রের পূজা, কুলস্ত্রী ও বীরগণের নিন্দা, তাঁহাদের দ্রব্য অপহারণ, স্ত্রীগণে ক্রোধ ও প্রহার মতিমান্ সর্বদা বর্জন করিবেন । ১-৪

সকল জগৎকে স্ত্রীময় ভাবিবেন, নিজেও স্ত্রীময় হইবেন । মতিমান্ পানীয়কে, চর্বনযোগ্যকে, চোষণযোগ্যকে, ভক্ষণীয়কে, খাদ্যমাত্রকে, গৃহকে, নিজেকে, সকল কিছুকে সর্বদা যুবতীময় চিন্তা করিবেন । কুলজা-যুবতীকে দেখিয়া সমাহিত চিন্তে প্রণাম করিবেন । ৫-৬

১। ভৈরব উবাচ। ৬, চ।

২। কৃড়াগ।

৩। ভাবন। ঘ।

৪। অন্যমন্ত্রার্চনং শ্রদ্ধা অন্যমন্ত্রং প্রপূজনম্। ৬, চ।

৫। সুখং। ৬, চ, গ।

৬। শুভং। ঘ। ৭। স্বয়ং। গ।

৮। স্বয়ং যুবতীরূপং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ।

খ, চ।

৯। সুসংযতঃ। গ।

যদি ভাগ্যবশেনৈব কুলদৃষ্টিস্ত জায়তে^১ ।

তদৈব মানসীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭

বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা যুবতীমপি ।

কুংসিতাং বা মহাহৃষ্টাং^২ নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ ॥ ৮

তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপি বজ্জয়েৎ^৩ ।

সৰ্ব্বথা নৈব কর্তব্য^৪-মন্যথা সিদ্ধিরোধকুং ॥ ৯

স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এন বিভূষণম্^৫ ।

স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্য-মন্যথা স্বস্ত্রিয়া অপি^৬ ॥ ১০

বিপরীতরতা না তু^৭ ভবিতা হৃদয়োপরি ।

(তদন্তাবচিতং পুষ্পং তদন্তাবচিতং জলম্^৮ ॥ ১১

তদন্তাবচিতং ভোজ্যং দেবতাত্যো নিবেদয়েৎ ।

সৰ্ব্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং দেবতাপূজনাং প্রিয়ে ॥ ১২

যদি ভাগ্যবশতঃ কুলনারীর দর্শন ঘটে তাহা হইলে তখনই সেইখানে তাঁহাদের মানসপূজার কল্পনা করিবেন । ৭

বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা বা যুবতীকে তাঁহারা কুংসিতা বা মহাহৃষ্টা হইলেও নমস্কার করিয়া সম্মানিত করিবেন । তাঁহাদের প্রহার ও নিন্দা করিবেন না, কৌটিল্যও ত্যাগ করিবেন । সৰ্ব্বপ্রকারে ইহা করিবেন না । ইহা করিলে সিদ্ধি রুদ্ধ হইবে । ৮-৯

স্ত্রীগণই দেবতা, স্ত্রীগণই প্রাণ, স্ত্রীগণই অলঙ্কার । সৰ্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গী হইবেন । অন্য স্ত্রী না পাইলে নিজপত্নীর সঙ্গ করিবেন । ১০

তিনি বিপরীতরতা হইয়া হৃদয়ের উপর অবস্থান করিবেন । তাঁহার হস্ত-গৃহীত পুষ্প, তাঁহার হস্তগৃহীত জল, তাঁহার হস্তগৃহীত ভোজ্য দেবতাগণকে নিবেদন করিবেন । হে প্রিয়ে ! দেবতাপূজা হইতে সেই সকল অক্ষয় হইবে কথিত হইয়াছে । ১১-১২

১। দৃষ্টিঃ প্রজায়তে। গ। ২। মহানুভাৱ। খ। তথা হৃষ্টাং। গ. ঘ।

৩। মপ্রিয়স্তথা। খ. গ. ঘ. ঙ.। ৪। সৰ্ব্বথা চ ন কর্তব্য। ঙ. চ। ৫। এব হি ভূষণম্। - ঙ. চ। ৬। স্বস্ত্রিয়ামপি। খ. গ. ঙ. চ। ৭। বিপরীতরতাসক্তা। খ. গ। ৮। পয়ঃ। ঘ।

বিপরীত-রতাসক্তোহপ্যষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ।
 অষ্টোত্তরশতং বাপি তদা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে)^১ ॥ ১৩
 স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়াঃ^২ ।
 জপস্থানে মহাশঙ্খং নিবেশ্যার্দ্ধং জপকরেৎ ॥ ১৪
 স্ত্রিয়ং পশ্যন্ স্পর্শন্ গচ্ছন্ বিশেষাৎ কুলজাং শুভাম্^৩ ।
 ভক্ষন্ তাম্বুলমংস্ত্র্যাংশ্চ^৪ ভক্ষ্যদ্রব্যং যথাক্রটি ॥ ১৫
 মংস্ত্র্যং মাংসং তথা ক্ষৌদ্রং নানাঙ্গব্যাসমদ্বিতম্^৫ ।
 (ভক্তাঃশেষভক্ষ্যাণি দত্ত্বা দ্রব্যং জপেন্নম্নম্^৬) ॥ ১৬
 দিক্ কালনিয়মো নাত্র^৭ স্থিত্যাদিনিয়মো ন চ ।
 (সৰ্ব্বথা^৮ পূজয়েদ্ দেবীমস্নাতঃ কৃতভোজনঃ ॥ ১৭
 মহানিশাশুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ^৯) ।
 ন জপকালনিয়মো নার্সাদিষু বলিষপি ॥ ১৮

বিপরীতরমণে আসক্ত হইয়া যদি অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত জপ করেন, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ হয় । ১৩

স্ত্রীদ্বেষ করিবেন না । বিশেষতঃ স্ত্রীপূজা করিবেন । জপস্থানে মহাশঙ্খ স্থাপন করিয়া অর্দ্ধ জপ করিবেন । ১৪

স্ত্রীকে বিশেষতঃ কুলজা মঙ্গলময়ী যুবতীকে দেখিতে দেখিতে, স্পর্শ করিতে করিতে, গমনে রত থাকিয়া যথাক্রটি তাম্বুল, মংস্ত্র্য ও ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণে নিরত থাকিয়া মংস্ত্র্য, মাংস, মধু প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য, অন্নাদি নিখিল ভক্ষ্য দ্রব্য দান করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন । ১৫-১৬

এখানে দিক্, কাল বা স্থিতি প্রভৃতির নিয়ম নাই । স্নান না করিয়া ভোজন করিয়া, ভোজন করতঃ সৰ্ব্বপ্রকারে দেবীকে পূজা করিবে । ১৭

মহানিশার অন্তর্স্থানে মন্ত্রদ্বারা বলি প্রদান করিবেন । জপে, পূজায় এবং বলিতে কালনিয়ম নাই । ১৮

১। বহ্ননীহ-সাক্ষীলোকধরঃ ক খ পুস্তকয়োৰ্ণাভ। ২। কুলজাং শুভাম্। গ।

৩। ভূতানো মননোদগতঃ। গ। ৪। গচ্ছতাম্বুলমালাঞ্চ। খ। ভক্ষ্যস্তাম্বুলমংস্ত্র্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যান্। গ, ঘ। ভক্ষ্যং তাম্বুলমংস্ত্র্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যং যথাক্রটি। ঙ, চ। ৫। ভক্ষ্যদ্রব্যান্ যথাবিধি। ৬। মাংসমংস্ত্র্য-দধি-ক্ষৌদ্রপয়ঃ-শাকান্নমৈক্ষবম্। গ। ৬। কেবলং ক পুস্তকে বর্ততে। ৭। দিক্ কালো নিয়মো নাস্তি। ঙ, চ। ৮। সৰ্ব্বথা। ঙ, চ। ৯। বহ্ননীহঃ লোকঃ কেবলং ক পুস্তকে বর্ততে।

স্বেচ্ছানিয়ম উক্তোহত্র মহামন্ত্রস্য সাধনে ।
 বস্ত্রাসনদেহাগার-স্থানস্পর্শাদিবারিণঃ^১ ॥ ১৯
 শুদ্ধিং ন চাচরেত্তত্র^২ নির্বিকল্পং মনশ্চরেৎ ।
 (সর্বদ এষ শুভঃ কালো নাসুদ্বি^৩বিঘ্নতে কচিৎ ॥ ২০
 ন বিশেষো দিব্যারাত্রৌ^৪ ন সঙ্ক্যায়াং মহানিশি ।
 নাত্র শুক্লেরপেক্ষান্তি ন চামেষ্যাদিদূষণম্^৫) ॥ ২১
 সুগন্ধিধেতলোহিত্য-কুম্ভমৈরর্চয়েদ্ দলৈঃ^৬ ।
 বিদ্যৈর্গন্ধবকাগৈশ্চ তুলসীবর্জিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ২২
 নাধর্মো বিঘ্নতে সুভ্র ! কিঞ্চ ধর্মো মহান্ ভবেৎ ।
 স্বেচ্ছাচারোহত্র গদিতঃ প্রচরেদ্ধৃষ্টমানসঃ^৭ ॥ ২৩
 (কৃতার্থঃ মন্যমানস্ত সন্তুষ্টো হৃষ্টমানসঃ^৮) ।
 ইত্যাচারপরঃ শ্রীমান্ জপপূজাদি-তৎপরঃ ॥ ২৪

মহামন্ত্রের সাধনায় স্বেচ্ছানিয়ম কথিত হইয়াছে । বস্ত্র, আসন, দেহ, গৃহ, স্থানের স্পর্শাদির এবং জলের শুদ্ধি আচরণ করিবেন না । মনকে বিকল্পরহিত করিবেন না । সমস্ত কালই শুভ, কোথাও অশুদ্ধি নাই । ১৯-২০

দিন, রাত্রি, সঙ্ক্যা বা মহানিশায় কোন বিশেষ নাই । এখানে শুদ্ধির কোন অপেক্ষা নাই, অষজীয়ত্ব প্রভৃতি দোষও হয় না । ২১

সুগন্ধি শুভ ও রক্ত পুষ্প দ্বারা, তুলসী ভিন্ন বিঘ্ন, মরু ও বক প্রভৃতি সুন্দর পত্র দ্বারা পূজা করিবেন । ২২

হে সুভ্র ! এই সাধনায় কোন অধর্ম নাই এবং মহান্ ধর্ম হইবে । এই আচারে স্বেচ্ছাচার কথিত হইয়াছে । হৃষ্টমানে এই আচারের অনুষ্ঠান করিবেন । ২৩

নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও হৃষ্টমনা হইয়া এই আচারে নিরত থাকিয়া শ্রীমান্ হইয়া জপ-পূজাদিতে তৎপর হইয়া কুলতত্ত্বসমূহের অনুষ্ঠান

১। বারিণাম্ । গ। বারিণং । উ। ২। ন চার্চয়েত্তত্র । উ, চ। ৩। নাসুদ্বি ।
 উ, চ। ৪। দিব্যারাত্রি । উ, চ। ৫। বকমীহঃ সাক্ষীলোকঃ কেবলং ক পুস্তকে বর্জিতঃ ।
 ৬। কুলৈঃ । উ, চ। ৭। প্রচরেৎ শুদ্ধমানসঃ । ৮। প্রচরেদ্ হৃষ্টমানসঃ । ৮।
 প্রচরেদ্ধৃষ্টমানসঃ । উ, চ। ৮। লোকোদ্ধর্মৈতৎ কেবলং ক পুস্তকে বর্জিতঃ ।

পালকঃ কুলতত্বানাং পরতত্ত্বে প্রলীয়তে ।

উদিতাকৃতিরানন্দময়ঃ^১ সংসারমোচকঃ ।

অগ্নিমাণ্ডলসিদ্ধীশঃ সাধকো দেবতা^২ ভবেৎ ॥ ২৫

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে আচারবিধিরষ্টমঃ^৩ পটলঃ ॥ ৮ ॥

করতঃ পরতত্ত্বে লীন হইবে । কথিত আকার-বিশিষ্ট হইয়া আনন্দময় হইয়া
সংসার হইতে মুক্ত হইবেন । অগ্নিমাণ্ডল অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া সাধক
দেবস্বরূপ হইবেন । ২৪ ২৫

শ্রীকালীতন্ত্রের আচারবিধি নামক অষ্টম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

১। মদিরানন্দমানসঃ সংসারমোচকঃ সদা। গ। মদিরানন্দচিত্তস্ত সংসারমোচকঃ
সদা। ঘ। ২। সিদ্ধীনাশ্রয়ঃ সাধকো। ঙ, চ, চ। ৩। আচারকধনং অষ্টমঃ।
খ। আচারনিয়মো নাম। ঙ, চ।

নবমঃ পটলঃ

[বিজ্ঞা-ফল-বিধিঃ]

ভৈরব উবাচ—

এবং সমস্তবিজ্ঞানাং রাজ্ঞী^১ স্তোতুং ন শক্যতে ।
বক্তুকোটিসহস্রৈশ্চ জিহ্বা-কোটিশতৈরপি ॥ ১
সৰ্বসিদ্ধিপর্য^২ ভূমিরনিরুদ্ধসরস্বতী ।
তস্মাদস্থা^৩ জ্ঞানমাত্রাং সিদ্ধয়োহষ্টৌ^৪ ভবন্তি হি ॥ ২
অনিরুদ্ধ-সরস্বত্যা জ্ঞানমাত্রেন সাধকঃ ।
পাণ্ডিত্যে চ^৫ কবিত্বে চ বাগীশমতাং ব্রজেৎ ॥ ৩
তস্মা পাণ্ডিত্য-বৈদগ্ধ্য-বিচিত্রপদ-কল্পনাং^৬ ।
দেবা অপি বিলজ্জন্তে কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৪
অস্তি চেৎ স্বংসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোহস্তি চেৎ ।
অনিরুদ্ধ-সরস্বত্যাঃ সমো মন্ত্রোহস্তি^৭ বৈ তদা ॥ ৫

এইরূপ সকল বিদ্যার অধীশ্বরীকে কোটিসহস্র বদনদ্বারা এবং কোটিশত জিহ্বা দ্বারা স্তব করা সম্ভব নহে । ১

সকল সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ ভূমি হইলেন অনিরুদ্ধসরস্বতী । সেইজন্য ইহার জ্ঞান-মাত্রেই অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় । ২

সাধক অনিরুদ্ধসরস্বতীর জ্ঞানমাত্রে পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে বৃহস্পতির তুল্যতা প্রাপ্ত হন । ৩

সেই সাধকের পাণ্ডিত্যনৈপুণ্য এবং বিচিত্র পদ কল্পনায় দেবতারাও লজ্জা পান, মানবাসির কথা আর কি বলিব । ৪

তোমার তুল্যা নারী এবং আমার তুল্য পুরুষ যদি থাকেন, তাহা হইলে অনিরুদ্ধসরস্বতীর তুল্য মন্ত্র থাকিতে পারে । ৫

১। রাজ্ঞীঃ । ৬, ৮। ২। সৰ্বসিদ্ধিঃ পরা । ৩। (সৰ্বসিদ্ধিঃ পরতোষ পাঠঃ সমীচীনঃ ।) ৩। দস্তাৎ । ৬। দস্তা । ৮। ৪। সিদ্ধয়ঃ ৭, ৬। ৫। পাণ্ডিত্যেব । ৬, ৮। ৬। পদকল্পনাং, নং, ৭। পাঠকল্পনাং । ৭। মন্ত্রোহস্তি । ৮।

অস্তা জপো ব্রহ্মজপো জ্ঞানমস্ত্যাত্মচিন্তনম্^১ ।

যোগসঙ্কারণা^২ সম্যগ্ ধ্যানমস্তা ন সংশয়ঃ ॥ ৬

মহাপদি মহাপাপে মহাগ্রহনিবারণে ।

মহাভয়ে মহোৎপাতে মহাশোকে মহাময়ে^৩ ॥ ৭

মহামোহে মহাসৌখ্যে মহাদারিদ্র্যসঙ্কটে ।

মহারণ্যে মহাশূন্যে মহাস্থানে^৪ মহারণে ॥ ৮

দুরাখ্যানে^৫ দুরাবাসে দুর্ভিক্ষে দুর্নিমিত্তকে ।

সমস্তক্লেশসজ্জ্বাতে স্মরণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৯

অস্তা জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং^৬ ধ্যানমস্ত্যাত্মচিন্তনম্^৭ ।

তস্মাদস্তাঃ সমা বিদ্যা নাস্তি তস্ত্রে ন সংশয়ঃ ॥ ১০

শ্মশানশয়নো বীরঃ^৮ কুলস্ত্রীভির্বিহারবান্^৯ ।

কুলান্বতনিষেবৌ চ কালীতন্ত্রার্থচিন্তকঃ^{১০} ॥ ১১

ইহার জপ হইল ব্রহ্মজপ, ইহার জ্ঞান হইল আত্মচিন্তা, ইহার সম্যগ্ ধ্যান হইল যোগসঙ্কারণা, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৬

অত্যন্ত বিপদে, মহাপাপে, মহাগ্রহের শাস্তিতে, মহাভয়ে, অত্যন্ত উৎপাতে, মহাশোকে, কঠিন পীড়ায়, মহামোহে, মহাসুখে, কঠিন দারিদ্র্য ও সঙ্কটে, ভয়ঙ্কর অরণ্যে, মহাশূন্যে, মহাস্থানে, কঠিন যুদ্ধে, দুর্ঘট কথায়, দুর্ঘট বাসে, দুর্ভিক্ষে, অন্তর্ভ নিমিত্তে, সকল ক্লেশের সজ্জ্বাত উপস্থিত হইলে এই বিদ্যার স্মরণমাত্রেই যাহা কিছু অন্তর্ভ সকল কিছুই বিনষ্ট হয় । ৭-৯

ইহার জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, ইহার ধ্যান আত্মচিন্তা । সেইজন্য তস্ত্রে ইহার সদৃশী কোন বিদ্যা নাই । এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ১০

যে বীরসাহক শ্মশানে শয়নপূর্বক কুলস্ত্রীগণের সহিত বিহারে নিরত থাকিলে কুলান্বত সেবন করেন এবং কালীতন্ত্রের অর্থচিন্তায় নিরত থাকেন,

১। জ্ঞানসম্মার্গচিন্তনম্ । ৬। জ্ঞানমস্ত্যার্থচিন্তনম্ । ৮। ২। যোগসঙ্কদ্ বিনা । ৮।

৩। মহাজপে । ৪। মহোৎপাতে । গ, ঘ, ঙ, চ । ৪। মহাজ্ঞানে । খ, ঘ ।

৫। দুরাখ্যানে । খ । দুরাপদে । গ, ঘ । দুরাখ্যাসে । ঙ, চ ।

৬। জ্ঞানমেব । খ, গ, ঘ । ৭। মস্ত্যার্থচিন্তনম্ । ঙ, চ ।

৮। শ্মশানে শয়নে বীরঃ । ৯। শ্মশানে বীরশয়নঃ । গ, ঘ । শ্মশানশয়নে । ঙ, চ ।

১০। বিহারে । ১০। তন্ত্রার্থচিন্তকঃ ।

ব্রহ্মাদিভবনে তস্য সমো নাস্তি কৃতঃ পরঃ^১ ।
 স এব স্মৃকৃতী লোকে স এব কুলভূষণঃ ॥ ১২
 ধন্যা চ জননী তস্য যেন দেবী সমর্চিতা ।
 বক্ত্রে সরস্বতী তস্য লক্ষ্মীস্তস্য সদা গৃহে^২ ॥ ১৩
 তীর্থানি দেহে তিষ্ঠন্তি^৩ যেন দেবী সমর্চিতা ।
 ধনেন ধননাথশ্চ ভেজনা ভাস্করোপমঃ ॥ ১৪
 বলেন^৪ পবনো হোম যেন দেবী সমর্চিতা ।
 গানেন তুঙ্গুরুঃ সাক্ষাদ্ দানে কর্ণনমস্তথা^৫ ॥ ১৫
 দত্তাত্রেয়সমো জ্ঞানী যেন দেবী সমর্চিতা ।
 বহ্নিরিব রিপোর্হস্তা গঙ্গৈব মলনাশকঃ ॥ ১৬
 শুচৌ শুচিসমঃ সাক্ষাদিন্দোরিব^৬ সুখপ্রদঃ ।
 পিতৃদেবসমঃ শাস্তা কালশ্চৈব ত্রাসদঃ ॥ ১৭
 বারীশ ইব গম্ভীরো নির্ধাত ইব^৭ দুর্ধরঃ ।
 বৃহস্পতিসমো বাগ্মী^৮ ধরণীসদৃশঃ ক্ষমী ॥ ১৮

ব্রহ্মাদিভবনেও তাঁহার তুল্য কেহ নাই, অপরের কথা আর কি বলিব ? তিনিই স্মৃকৃতী এবং তিনিই বংশের অলঙ্কার । ১১-১২

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তাঁহার জননী ধন্যা, তাঁহার বদনে সরস্বতী এবং গৃহে লক্ষ্মী সর্বদা বাস করেন । ১৩

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ বিরাজ করেন, তিনি ধনে কুবেরের এবং ভেজে সূর্য্যের তুল্য । ১৪

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তিনি বলে পবন, সঙ্গীতে তুঙ্গুরু এবং দানে সাক্ষাৎ কর্ণতুল্য হন । ১৫

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তিনি দত্তাত্রেয় তুল্য জ্ঞানী, বহ্নির ন্যায় শত্রুঘাতী, গঙ্গার ন্যায় মলশোধক, শুচিবিষয়ে শুচিসদৃশ, চন্ডের ন্যায় সাক্ষাৎ সুখদাতা, যমের ন্যায় শাসনকর্তা, কালের ন্যায় ত্রাসদর্শ, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, নির্ধাতের ন্যায় দুর্ধর্ষ, বৃহস্পতিসদৃশ বক্তা, পৃথিবীতুল্য ক্ষমাবান্ হইবেন । ১৬-১৮

১। সমোহস্তি কিমু চাপরঃ । খ। ধ। ব্রহ্মাদিদেবতা তস্য সমানো নাস্তি চাপরঃ : ড. চ।

২। গৃহে সদা। ড. চ। ৩। সংশস্তি। ড. চ। ৪। বেগেন। খ. ঘ।

৫। দানেন বাসবো যথা। খ। দৈবর্ঘ্যে বাসবো যথা। ঘ। বাসবোপমঃ। ড. চ।

৬। দিন্দু। গ। ৭। নৃসিংহ ইব। নিম্নাভোরিব। গ. ঘ. ড. চ। ৮। বক্তা। ড. চ।

কন্দর্পসদৃশঃ স্ত্রীণাং^১ যেন দেবী সমর্চিতা ।
 অহো ভাগ্যমহো লোকে কুলজ্ঞান-পরায়ণঃ^২ ॥ ১৯
 তেষাং মধ্যেহপি যঃ^৩ কোহপি কালীসাধন-তৎপরঃ ।
 ত্যজসি ত্বং বরঞ্চৈতৎ^৪ পুমাংসং পরমং তথা ॥ ২০
 মাদৃশস্ত্বং^৫ কচিংকালে ত্যজসি ত্বং কদাচন^৬ ।
 কালীজ্ঞানিনমাসাত্ত ন ত্যজসি কদাচন ॥ ২১
 নহি কালীসমা^৭ বিদ্যা^৮ নহি কালীসমং ফলম্^৯ ।
 নহি কালীসমং জ্ঞানং নহি কালীসমং তপঃ ॥ ২২
 যে গুণাঃ পরমেশস্য পঞ্চকৃত্য-বিধায়িনঃ ।
 তে গুণাঃ সন্তি সর্বজ্ঞে^{১০} কালীতন্ত্রস্য নান্যথা ॥ ২৩

যাহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তিনি স্ত্রীগণের নিকট মদনসদৃশ । আহা
 কি ভাগ্য ! আহা এই পৃথিবীতে কুলজ্ঞানপরায়ণ এইরূপ বীর সাধক বিরাজ
 করেন । ১৯

তাঁহাদের মধ্যেও যদি কেহ কালীসাধনার তৎপর হন, তাহা হইলে তুমি
 বরং কখনও পরমপুরুষকে ত্যাগ করিতে পার, কোনকালে কখনও মাদৃশ
 ব্যক্তিকেও ত্যাগ করিতে পার, কিন্তু কালীজ্ঞানীকে প্রাপ্ত হইয়া আর ত্যাগ
 কর না । ২০-২১

কালীসদৃশী বিদ্যা নাই, কালীসদৃশ ফল নাই, কালীসদৃশ জ্ঞান নাই, কালী-
 সদৃশ তপস্যা নাই । ২২

পঞ্চকর্মানুষ্ঠাতা পরমেশ্বরের যে সকল গুণ আছে, যিনি সকল কালীতন্ত্র-
 বিজ্ঞাতা তাঁহাতেও সেই সকল গুণ বিরাজ করে, ইহাতে অন্যপ্রকার ভাবনা
 করিবে না । ২৩

১। স্ত্রী। গ, উ, চ। ২। কুলজ্ঞানী ভবেম্বরঃ। ঘ। ৩। তেষাং মধ্যে প্রিয়ঃ
 কোহপি। গ। তেষাং মধ্যে যঃ কোহপি। ঘ। ৪। বরঞ্চৈব। খ। ন কদাচিং। গ,
 খ। বরং বৈতৎ। উ, দ। ৫। মাদৃশস্ত্বং। ঘ, উ, চ। ৬। কদাচন। খ। শুচিন্মিতে।
 গ, ঘ। ৭। সমং। উ, চ। ৮। পূজা। খ। ৯। লোকোদ্ধারমৈতৎ গ-ঘ পুত্তকয়ো
 নাস্তি। ১০। সর্বোহপি। ঘ।

কালিকাহৃদয়জ্ঞানী লতা-^১ সাধনতৎপরঃ ।

দেববদ্যানবো^২ ভূত্বা লভেন্মুক্তিক শাস্ত্রতীম্^৩ ॥ ২৪

ইতি তে কথিতং সম্যক্ কালিকাতত্ত্বমুত্তমম্^৪ ।

অনেন সম্যগাস্ত্রায় সৰ্ব্বধৰ্মফলং^৫ লভেৎ ॥ ২৫

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বিদ্যাফলবিধি নবমঃ^৬ পটলঃ^৭ ॥ ৯ ॥

কালিকাহৃদয়জ্ঞাতা লতাসাধনে তৎপর সাধক মানব হইয়াও দেবরূপ হইয়া নিত্যমুক্তি লাভ করেন । ২৪

তোমাকে এই উত্তম কালীতত্ত্ব সম্যগ্রূপে বলিলাম । এই বিধি অনুসারে যথাযথভাবে উপাসনা করিয়া সকল ধর্মের ফল লাভ করিবে । ২৫

শ্রীকালীতন্ত্রের বিদ্যাফলবিধি নামক নবম পটলের

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । ১ ।

১। কালী। উ, চ। ২। মানবো। উ, চ। ৩। মুক্তিকতুর্বিধাম্। খ, ঘ, চ।

৪। কাল্যাণতত্ত্বমুত্তমম্। গ, ঘ। ৫। সৰ্ব্বধৰ্মফলং। গ, গ, ঘ।

৬। বিদ্যাপটলে নবমঃ। ক। ৭। ইতি কালীতন্ত্রে বিদ্যাহাস্যাপ্রকাশকো নাম

নবমঃ পটলঃ। উ। বিদ্যাহাস্যাপ্রকাশকো নাম নবমঃ পটলঃ। চ।

দশমঃ পটলঃ

[সিদ্ধ-বিদ্যা-বিধিঃ]

যথা কালী তথা দুর্গা যথা দুর্গা তথোগ্রমুখী ।
যথা তারা তথা কালী^১ যথা নীলা তথোগ্রমুখী^২ ॥ ১
দুর্গায়াঃ কালিকায়ান্ত ধ্যানং সমমিহোচ্যতে^৩ ।
মহাচীনক্রমেণৈব পঞ্চমী ভুক্তিমুক্তিদা^৪ ॥ ২
গন্ধৰ্ব্বাখ্যক্রমেণৈব পঞ্চমী ভুক্তিমুক্তিদা^৫ ।
মহাচীনক্রমেণৈব কালিকা ফলদায়িনী^৬ ॥ ৩
কালিকোগ্রমুখী শস্তা দস্তাত্রেয়-বিভাবিতা^৭ ।
সপ্তসপ্ততি-ভেদেন^৮ শ্রীবিদ্যা বিদিতা ভুবি^৯ ॥ ৪
তাসান্ত সমতা জ্ঞেয়া গুপ্তসাধন-সাধনে ।
চত্বারিংশৎ-প্রকারা চ^{১০} ভৈরবী পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫

যেমন কালী সেইরূপ দুর্গা, যেইরূপ দুর্গা সেইরূপ উগ্রমুখী, যেইরূপ তারা সেইরূপ কালী, যেমন নীলা সেইরূপ উগ্রমুখী । ১

দুর্গা এবং কালিকার ধ্যান তুল্যরূপে কথিত হইয়াছে। মহাচীনক্রমে সাধনায় পঞ্চমীবিদ্যা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন । ২

গন্ধৰ্ব্বনামকক্রমে সাধনায় পঞ্চমী বিদ্যা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। মহাচীনক্রমের সাধনাতেই কালিকা ফলদান করিয়া থাকেন । ৩

দস্তাত্রেয় কর্তৃক বিভাবিতা উগ্রমুখী কালিকা প্রশস্তা । ৭৭ প্রকার ভেদে শ্রীবিদ্যা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধা । ৪

গুপ্তসাধনপ্রক্রিয়ার তাঁহাদের তুল্যতা জানিতে হইবে। ভৈরবী বিদ্যা ৪০ প্রকার ভেদবিশিষ্টা হইয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন । ৫

১। ভৈরব উবাচ। ৬, ৮। ২। নীলা। গ। ৩। লোকাক্ষমেতৎ য পুস্তকে নাস্তি। ৪। সন্যাসিহোদিতম্। ৫। মিহোদিতম্। গ, ঘ। ৬। ভুবি দুর্লভা। ৭, ৮, ৯। তারা শীতলপ্রদা। ৬, ৮। ১০। মহানীল। ৫, গ, ৬।

১। সিদ্ধিদায়িনী। ৫, গ, ঘ। ২। বিভাবনা। ৫, গ, ঘ।

৩। ভেদাঃ। গ, ঘ। ভেদায়াঃ। ৬, ৮। ১০। শ্রীবিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা। ৬, ৮।

১১। প্রকারেণ। ৫, ৬, ৮।

তাসাম্ভ সমতা জেয়া গুপ্তসাধন-সাধনে ।
 যা যা বিদ্যা^১ মহাচণ্ডা তাসামেম^২ বিধির্মতঃ ॥ ৬
 মহাচীনক্রমেণৈব^৩ ছিন্নমস্তা চ সিদ্ধিদা^৪ ।
 যস্মিন্ মস্ত্রে য আচার-সুস্মিন্^৫ ধর্মস্তু^৬ তাদৃশঃ ॥ ৭
 কৃতার্থস্তেন জায়েত স্বর্গো বা মোক্ষ এব বা^৭ ।
 'ভ্রাস্তিরেব'^৮ ন কৰ্ত্তব্য। সিদ্ধিহানিস্তু জায়তে ॥ ৮
 বিশুদ্ধচিত্তোহত্র ভবেৎ সিদ্ধিঃ স্যাদপবর্গদা ।
 এবস্তু^৯ তৎক্ষণাৎ^{১০} সিদ্ধির্বিষ্ময়ো নাস্তি চাপরঃ^{১১} ॥ ৯
 (বিস্মিতা বিলয়ং যাস্তি পশবঃ শাস্ত্রমোহিতাঃ)^{১২} ।

ভৈরব উবাচ

কালিকাহৃদয়ং বিদ্যাং সিদ্ধিবিদ্যাং মহোদয়াম্^{১৩} ॥ ১০

গুপ্তসাধনক্রমে তাঁহাদের ভুল্যতা জানিতে হইবে । মহাচণ্ডা যে যে বিদ্যা
 আছেন, তাঁহাদের সহস্রে এই বিধি জেয় । ৬

মহাচীনক্রমেই ছিন্নমস্তা সিদ্ধিদান করেন । যে মস্ত্রে যে আচার, তাহাতে
 ধর্মও সেই প্রকার । ৭

তাহাদ্বারা কৃতার্থতালভ হইবে । স্বর্গ অথবা মোক্ষ যাহা কাম্য তাহাই
 লাভ হইবে । ইহাতে ভ্রাস্তি করিবে না, করিলে সিদ্ধিহানি ঘটবে । ৮

এই সাধনার বিশুদ্ধচিত্ত হইবেন । সিদ্ধি অপবর্গ-প্রদাত্রী হইবে । এবং
 সেইক্ষণে অপর কোন সিদ্ধি বিস্ময় থাকে না । ৯

(শাস্ত্রমোহিত বিস্মিত পশুগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়) ।

ভৈরব বলিলেন, এই কালিকাহৃদয়রূপ বিদ্যাকে মহোদয়া সিদ্ধিবিদ্যারূপে
 জানিবে । ১০

১। মহাবিদ্যা। ক, উ, চ। ২। মেব। ক, উ, চ। ৩। মহানীল। গ, ঘ।

৪। বিধির্মতঃ। খ, ঘ, চ। বাধঃ শ্রুতঃ। গ। ৫। স্ত্র। ব, গ, ঘ।

৬। মস্ত্রস্ত। উ। ৭। স্বর্গং বা মোক্ষমেব বা মুক্তিরেব বা। ঘ। মোক্ষ এব বা।

৮। রত্ন। উ, চ। ৯। এতত্ত্ব। উ, চ। ১০। এতত্ত্ব তৎক্ষণাৎ। খ, গ।

তত্র তত্র ক্ষণাৎ। ঘ। ১১। সিদ্ধির্বিষ্ময়ো নাস্তি চাপরম্। উ, চ।

১২। বন্ধনোৎপাদিঃ কেবলং খ পুস্তকে দৃশ্যতে। ১৩। বিস্মিতা বিলয়ং যাস্তি পশবঃ
 শাস্ত্রমোহিতাঃ। কালিকাহৃদয়ং বিদ্যাং সিদ্ধিবিদ্যাং মহোদয়াম্। ইত্যংশঃ উ, চ পুস্তকবো-
 ধভূতে।

পুরা যেন যথা জপ্তা^১ সিদ্ধিমাণু^২ দিবৌকসঃ ।

কামাক্ষরং বহ্নিসংস্থ-মিন্দিরানাদ-বিন্দুভিঃ ॥ ১১

মন্তরাজমিদং খ্যাতং দুর্লভং পাপচেতনাম্ ।

সুলভং শুভদং^৩ ভক্ত্যা সাধকানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২

ত্রিগুণা তু^৪ বিশেষেণ সর্বশাস্ত্র-প্রবোধিকা ।

অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি নারস্বত-প্রদা ॥ ১৩

পূর্বের দেবগণ যেভাবে জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । ককার, রকার, ঙ্গকার এবং নাদ বিন্দুযুক্ত অর্থাৎ ক্রীং ইহা হইল মন্তরাজ । পাপিগণের পক্ষে ইহা দুর্লভ । ভক্তিযুক্ত মহাত্মা সাধকগণের সাধনের সুলভ এবং মঙ্গলদায়ক । ১১-১২

ত্রিগুণা বিদ্যা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং বিশেষভাবে সকলশাস্ত্রের জ্ঞানদাত্রী । ইহার তুল্য বিদ্যাদানকর্ত্রী বিদ্যা আর নাই । ১৩

টিপ্পনী—অনন্তর একাক্ষর মন্ত্রের কথা বলিতেছেন । কামাক্ষর অর্থাৎ ককার । বহ্নিসংস্থ অর্থাৎ রেফসংস্থ ইন্দ্রিরা অর্থাৎ ঙ্গকার । নাদ অর্থাৎ ৮, বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার, তাহা হইলে মন্ত হইল ‘ক্রীং’, ইহাই একাক্ষর মন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ । ইহাকে কালিকা হ্রদয় বলে । প্রাণতোষণীকৃত বরদাত্ত্রে একাক্ষর-মন্ত্রের অর্থ কথিত হইয়াছে ।

ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্বকচ্ চৈ ।

বিশ্বমাতার্কো নাদো বিন্দুর্হৃঃখ-হরার্বকঃ ।

তেনৈব কালিকাদেবীং পূজয়েদ্ হৃঃখশাস্তয়ে ॥

অর্থাৎ ক শব্দের অর্থ হইল কালী, রকারের অর্থ ব্রহ্ম, ঙ্গ অর্থাৎ মহামায়া । নাদ অর্থাৎ বিশ্বমাতা, বিন্দু অর্থাৎ হৃঃখনাশ । সেই হেতু হৃঃখশাস্তির জন্য সাধক কালিকাদেবীর পূজা করিবেন । ১১

অনন্তর ত্র্যাক্ষর বিদ্যার কথা বলিতেছেন । একাক্ষর অর্থাৎ ক্রীং এই বিদ্যাকে ত্রিগুণ করিলে যাহা হয় তাহাই ত্র্যাক্ষর বিদ্যা, অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং । একাক্ষর ও ত্র্যাক্ষর মন্ত্রের সাধন, জপ ধ্যান, পূজা ও পুরুষচরণ সকলকিছুই ২২শ অক্ষর অনুরূপ । ১৩

১। মহাজপ্তা। ২। সিদ্ধি। ৩। সুলভা শুভদা। গ, ঘ। সুলভঃ শুভদাং। ৪। ত্রিগুণাত্মা। ৫, ৬।

আকর্ষণ-বশীকার-মারণোচ্চাটনং তথা ।
 শান্তি-পুষ্ট্যাদি-কর্ম্মাণি সাধয়েদনয়াচিরাৎ ॥ ১৪
 কিং বক্তব্যমনেনাপি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ।
 জিহ্বাকোটি-সহস্রৈস্ত বক্তুকোটি-শতৈরপি ॥ ১৫
 অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ।
 অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৬
 ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং সাধনঞ্চ পুরক্ষিয়া ।
 অনিরুদ্ধসরস্বত্যাঃ সমানং সর্ব্বমীরিতম্^১ ॥ ১৭
 রত্নৈরাকর্ষণে পুষ্পৈঃ পীতৈঃ স্তম্বনকর্ম্মাণি ।
 মারণে কৃষ্ণপুষ্পৈস্ত পূজয়েদ্ ঘোরদক্ষিণাম্^২ ॥ ১৮
 আট্টেকবীজং^৩ বীজানাং তথৈবাস্তেহপি চৈককম্^৪ ।
 (দক্ষিণে কালিকে চেতি মধ্যে সংযোজ্য মন্ত্রবিৎ^৫) ॥ ১৯

সাধক এই বিদ্যাদ্বারা অতিশীঘ্র আকর্ষণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, শান্তি-পুষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ সাধন করিবেন। ১৪

কি বলিব এই শিবকর্ত্তৃকও কোটি জিহ্বা এবং শতকোটি বদনেও এই বিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণন সম্ভব নহে। ১৫

এই বিদ্যার তুল্য বিদ্যা, এই জপের তুল্য জপ, এই বিদ্যাজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান কখনও হয়ও নাই, হইবেও না। ১৬

এই বিদ্যার ধ্যান, পূজা পুরস্চরণ প্রভৃতি সাধনা পূর্ব্বকথিত অনিরুদ্ধ-সরস্বতী অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্করা বিদ্যার অনুরূপ হইবে। ১৭

আকর্ষণে রক্তপুষ্পদ্বারা, স্তম্বনক্রিয়ায় পীতপুষ্পদ্বারা, মারণে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা ঘোরদক্ষিণার পূজা করিবে। ১৮

ক্রাঃ দক্ষিণ কালিকে ক্রীং শ্রীং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিশেষ আকর্ষণ সাধিত হইবে। দেবীর একহস্তে রক্তবর্ণ অঙ্কুশ অপর হস্তে একটি শূল, দেবী

১। সমং পূর্ব্ববদ্যচরেৎ। ২। সাধনং সর্ব্বমীরিতম্। ৩। সাধনং পূর্ব্বমীরিতম্। ৪।

২। পূজয়েদেব দক্ষিণাম্। ৩। আট্টেককন্ত ৬, ৮। ৪। অষ্টৈকৈকন্ত বীজানাং তথৈবাস্তে চ চৈককম্। ৫। বহ্ননোঃ পাঠঃ ক পুস্তকে নাস্তি।

স্বাহাস্তং^১ মন্ত্রমুচ্চার্য্য ভবেদাকর্ষণং মহৎ ।
 লোহিতাক্লুশহস্তাঞ্চ^২ একশূলধরাস্তথা ॥ ২০
 মহাকালসমাসীনাং^৩ ধ্যানত্বা চাকর্ষণং মহৎ^৪ ।
 স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব পাতাল-তলগস্তথা^৫ ॥ ২১
 আকর্ষয়তি মন্ত্রজ্ঞঃ কিমন্যদ্ ভুবি যোষিতঃ ।
 অযুতৈকজপঃ প্রোক্তঃ^৬ সদাকর্ষণ-কস্ম^৭ নি ॥ ২২
 অথান্যং^৮ সম্প্রবক্ষ্যামি বশীকরণমুত্তমম্ ।
 কূর্চ্চলজ্জাদয়ং বীজদ্বয়ং ঠাস্তং^৯ তথৈব চ ॥ ২৩
 যোজয়িত্বা জপেদ্ বিদ্যামযুতং^{১০} বশয়েদ্ ধ্রুবম্^{১১} ।
 ধ্যানমস্ত্যঃ^{১২} প্রবক্ষ্যামি যেন বশ্যং জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২৪

মহাকালের উপর সমাসীনা—এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষ আকর্ষণ সাধিত হইবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্রবলে স্থাবর, জঙ্গম, পাতালতলে অবস্থিতগণকেও আকর্ষণ করিতে পারেন, নারীর কথা আর কি বলিব? এই আকর্ষণ ক্রিয়ার সর্বদা এক অযুত জপ বিহিত হইয়াছে। ১৯-২২

অনন্তর অপর আরেকটি শ্রেষ্ঠ বশীকরণ প্রয়োগ বলিব। হুং হ্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা এই মন্ত্র অযুত জপ করিবেন। তাহা হইলে সাধক সকল কিছু নিশ্চয় বশ করিতে পারিবেন। এই বিদ্যার ধ্যান বলিব স্বাহা দ্বারা ত্রিজগৎ বশীভূত হইবে। ২৩-২৪

বীজানাং আদ্যৈকবীজম্—অর্থাৎ দ্বাবিংশতাক্ষর মন্ত্রের বীজসমূহের প্রথম বীজ ক্রীং, তথৈব এককং—সেই প্রকারেই একটি বীজ অর্থাৎ ক্রীং। এই দুইটি বীজের মধ্যে দক্ষিণে কালিকে যোজন করিতে হইবে। সর্বশেষে স্বাহা। তাহা হইলে মন্ত্রটি হইল ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহা। ১৯

বৃচ্চ—হুং, লজ্জা—হ্রীং। আদ্যার প্রকৃতিভূত বীজ হইল ক্রীং। অতএব বীজদ্বয়ং ইহার অর্থ হইল ক্রীং ক্রীং। ঠ অর্থাৎ স্বাহা, তাহা হইলে সমুদয়ের যোজনায় মন্ত্রটি হইল—হুং হ্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা। ২৩

১। স্বাহাস্ত। ৬, ৮। ২। লোহিতাক্লুশহস্তা একশূলধরাস্তথা। ধ, গ, ঘ।

৩। মহাকালসমাসীনা। ধ, গ, ঘ। ৪। ভবেৎ। ধ। চরেৎ। গ, ঘ, ঙ, চ।

৫। তলগা। ধ, গ। ৬। জপং প্রোক্তং। ৭। তথান্যং। ক। ৮। কূর্চ্চলজ্জাদয়ং
 দ্বয়কান্তে। ক। বীজদ্বয়কান্তে। ধ। বীজং দ্বয়ং ঠাস্তং। ঘ। বীজং দ্বয়কান্তে। ৬, ৮।

৯। নিযুতং। গ, ঘ। ১০। বশকর্ষণি, গ, ঘ। ১১। মত্। গ। মত্। ঘ, ঙ, চ।

নাগযজ্ঞোপবীতাঞ্চ^১ চন্দ্রাঙ্ককৃত-শেখরাম্ ।
 জটাজুট-সমাসীনাং^২ মহাকাল-সমীপগাম্^৩ ॥ ২৫
 এবং কামশরাবিদ্ধা^৪ বিহ্বলাঃ কামমোহিতাঃ^৫ ।
 স্বং স্বং সন্ত্যজ্য^৬ ভর্ত্তারং যাস্তি লোকত্রয়াঙ্গনাঃ^৭ ॥ ২৬
 অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং সিদ্ধিবিদ্যাং^৮ মহোদয়াম্ ।
 ভৈরবেণ^৯ পুরা প্রোক্তা কালীহৃদয়-সংজিতা^{১০} ॥ ২৭
 অস্মা ধ্যান-^{১১} প্রভাবেণ কলয়ামি জগন্ময়ম্ ।
 প্রণবং পূর্বমুদ্বৃত্য^{১২} হুল্লোখাবীজমুদ্বরেৎ ॥ ২৮
 রতিবীজং সমুদ্বৃত্য^{১৩} প্রপঞ্চম-^{১৪} ভগাবিতম্ ।
 ঠধয়েন সমায়ুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী ময়োদিতা^{১৫} ॥ ২৯

নাগরূপ যজ্ঞোপবীতযুক্তা, মস্তকে অঙ্কচন্দ্রশোভিতা, জটাজুটভূষিতা, উপবিষ্টা, মহাকালসমীপস্থিতা দেবীকে ধ্যান করিবে। ইহার প্রয়োগে ত্রিলোকের মহিলাগণ কামশরে আবিদ্ধ হইয়া বিহ্বল ও কামমোহিত হইয়া নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইবে। ২৫-২৬

পূর্বে ভৈরব কর্তৃক কথিত, কালীহৃদয় নামে বিখ্যাত, মহোদয়া সিদ্ধিবিদ্যা মহাবিদ্যার বর্ণনা করিব। ২৭

ইহার ধ্যানপ্রভাবে আমি ত্রিজগতের ধ্বংস করিয়া থাকি। এই মন্ত্র হইল ঐ হ্রীং ক্রীং যে স্বাহা। কালিকাকল্পে এই বিদ্যার তুল্য অন্য বিদ্যা দুর্লভ।

বিদ্যাস্তরের বর্ণনা করিতেছেন। প্রণব—ওঁকার। হ্রল্লোখাবীজ—হ্রীং। রতিবীজ—নিজবীজ। এই বিষয়ে চামুণ্ডাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

রত্যায়া কালিকা পাতু দ্বাবিংশত্যাক্ষররূপিণী ।

অর্থাৎ-রতি যাহার প্রথম সেই দ্বাবিংশত্যাক্ষররূপিণী কালিকা দেবী রক্ষা করুন।

- ১। পবিত্র। ৬, চ। ২। জটাজুট। সঞ্চিন্ত্য। ৩। জটাজুটসমায়ুক্তাং। ৬, চ।
 ৩। সমীপতঃ। চ। ৪। কামসমাবিদ্ধা। ক। কামসমাবিদ্ধা। ৫। ৬, চ।
 ৫। নিলজ্জা বিক্লবাঃ দ্বিরঃ। গ। ৬। স্বং সন্ত্যজ্য। ৬, চ। স্বং সংগৃহ্য।
 ৭। আলিঙ্গন্তি সदैব তম্। গ। ৮। সিদ্ধিবিদ্যাং। ৫, গ। ৯। ভৈরবেণ। ৬, চ।
 ১০। সংহৃতা। ক। সংজিতাং। ১১। জ্ঞান। ৬, চ। ১২। মুচ্চাৰ্য্য। ক।
 ১৩। সমুচ্চাৰ্য্য। গ। ১৪। মপঞ্চমঃ পপঞ্চম। ৬, চ। ১৫। প্রকান্তিতা। ৫।
 মহোদয়া। ৫।

অনয়া^১ সদৃশী বিদ্যা কালিকায়ান্ত্র দুর্লভা ।

ভৈরবোহস্ত ঋষিঃ প্রোক্তো বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্^২ ॥ ৩০

সিন্ধুকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী ।

রতিবীজং বীজমন্যা হুল্লোখা শক্তিরূচ্যতে ॥ ৩১

হুল্লোখয়া ষড়্ দীর্ঘেণ^৩ প্রণবাচেন কল্পয়েৎ ।

অঙ্গষট্ কং ততো ঋশ্বা ধ্যাত্বা দেবীং শিবো ভবেৎ ॥ ৩২

খড়্গোদ্ভিন্নেন্দুবিশ্ব-অবদমৃতরসা-প্লাবিতাদ্রী ত্রিনেত্রা,

সব্যো পাণৌ কপালাদ গলদমৃত-^৪মথো মূক্ত-^৫ কেশী পিবন্তী ।

দিগ্বজ্রা বন্ধকাঞ্চী মণিময়মুকুটা-দৈবু^৬তা দীর্ঘ-^৭ জিহ্বা,

পায়ান্নীলোৎপলাভা রবিশশি-বিলসৎ-কুণ্ডলালীঢ়পাদা ॥ ৩৩

ইহার ভৈরব হইলেন ঋষি, ছন্দঃ বিরাট্, সিন্ধুকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবতা, বীজ ক্রীং, শক্তি হ্রাং । ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হ্রং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্—এইরূপ অঙ্গগাস করিয়া নিয়োক্ত ধ্যান করিয়া সাধক শিব-স্বরূপ হইবেন । ২৮-৩২

দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা যিনি চন্দ্রকে বিদীর্ণ করিয়াছেন, বিদীর্ণ চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত ধারায় যাঁহার দেহ প্লাবিত হইতেছে, যিনি ত্রিনেত্রা, বাম-হস্তে অবস্থিত নরকপাল হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে তাহা যিনি পান করিতেছেন, যাঁহার কেশ মূক্ত, যিনি দিগ্বসনা, নরহস্ত দ্বারা যাঁহার মেখলা বন্ধ, মণিময় মুকুটাদি দ্বারা যিনি অলঙ্কৃত, যিনি ললজিহ্বা, যাঁহার দেহকাস্তি নীলপদ্মের অনুরূপ, সূর্য্য এবং চন্দ্র যাঁহার কর্ণকুণ্ডল, বাম চরণ যাঁহার অগ্রে প্রদারিত সেই দেবী সকলকে রক্ষা করুন । ৩৩

এই চামুণ্ডাতন্ত্রের সাহিত একবাক্যতা করিয়া তন্ত্রসারকার রতিবীজের অর্থ ক্রীং বলিয়াছেন । তাহা হইলে রতি বীজ অর্থাৎ ক্রীং । ভগ—একার, প্রপঞ্চম—মকার । একারযুক্ত মকার—মে । ঠদ্বয়—স্বাহা । সম্পূর্ণ মন্ত্রটী হইল— ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা । এই মন্ত্রই যড়ক্ষর । এই মন্ত্রের ঋষি হইলেন মহাকাল-

১। অনেন। ৬, চ। ২। উদাহৃতম্। খ, গ, ঘ। ৩। ষড়্ দীর্ঘমাস্বাবীজেন। ৬, চ।

৪। গলদমৃত। খ, ঘ। ৫। কপণা গলদমৃতমথোমুক্ত। ৬, কপাণং। চ।

৬। দৌপ্ত। ৬, চ।

জপেদ্বিংশতিসাহস্রং সহস্রৈকেণ সংযুতম্ ।

হোময়েত্তদদশাংশেন যুত্পুষ্পেণ মন্ত্রবিং^১ ॥ ৩৪

ত্রিকোণং কুণ্ডমালিখ্য^২ সিদ্ধবিদ্যঃ শিবো ভবেৎ ।

পূজনঞ্চ প্রয়োগঞ্চ দক্ষিণাবহুপাচরেৎ ॥ ৩৫

একাক্ষর্যা মহাকল্পসমানং সর্বমেব বা ।

রক্তপদ্মশ্চ^৩ হোমেন সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো^৪ ভবেৎ ॥ ৩৬

মন্ত্রবিং ২১ হাজার জপ করিবেন, যুত পুষ্প দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন । ত্রিকোণ কুণ্ড অঙ্কন করিয়া সিদ্ধবিদ্য শিবস্বরূপ হইবেন । ইহার পূজা ও প্রয়োগ দক্ষিণ-কালিকার ন্যায় হইবে । ৩৪ ৩৫

একাক্ষরী বিদ্যার অনুরূপ এই বিদ্যার প্রয়োগ হইবে । রক্তপদ্মের হোমদ্বারা সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণরূপ হইবেন । ৩৬

ভৈরব, ছন্দঃ বিরাট, দেবতা—সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী, বীজ—ক্রীং, শক্তি—হ্রীং । ইহার অঙ্গন্যাস হইল—ওঁ হ্রাং হ্রদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে যাহা, ওঁ হ্রং শিখায়ৈ বমট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ অগ্রায় ফট্ । সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবী শ্রীমদ্-দক্ষিণ-কালিকারই রূপভেদ, পৃথক্ দেবতা নহে । ২৮-৩২

সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবীর ধ্যান বলিতেছেন । দক্ষহস্তস্থিত খড়্গদ্বারা উদ্ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হইয়াছে যে ইন্দ্রবিষ অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল, তাহা হইতে প্রবন্ অর্থাৎ ক্ষরিত হইতেছে যে অমৃতরস, তাহা দ্বারা আত্মাবিত হইতেছে অঙ্গ যাহার, তিনি হইলেন খড়্গোদ্ভিন্দ্ৰবিষস্রবদমৃতরসাত্মক । সর্বোপাণো কপালাৎ বামহস্তস্থিত কপালরূপপাত্র হইতে । গলং—পতং, অমৃতং—সুধাং, পিবন্তী—পানশীলা । ইহা দ্বারা দেবী দ্বিভুজা, দক্ষিণহস্তে খড়্গা, বামহস্তে পানপাত্র নরকপাল ইহা বুঝা গেল । দেবী ত্রিনেত্রা এবং মূর্ত্তকেশী । বদ্ধকাঞ্চী অর্থাৎ নরকরদ্বারা যাহার মেখলা বদ্ধ রহিয়াছে । মণিময়মুকুটাদৈঃ অর্থাৎ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, দীপ্তজিহ্বা যাহার জিহ্বা প্রকাশমানা অর্থাৎ ললজিহ্বা । নীলোৎপলাভা অর্থাৎ যাহার দেহের কান্তি নীলবর্ণের ন্যায় । রবিশশিবিলসৎকুণ্ডলা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র যাহার কর্ণভূষণরূপে শোভা

১। মন্ত্রবিং । ৬, ৮।

২। কুণ্ডমালিখ্য । খ, গ, ঘ । ত্রিকোণকুণ্ডমালিখ্য

সিদ্ধবিদ্যাদীয়ে ভবেৎ । কুণ্ডমালিখ্য । ক । ৩। রক্তপুষ্পশ্চ । ক । ৪। বৈশ্রবণো । ক ।

বিশ্বপত্ন্য হোমেন রাজ্যং ভবতি^১ নিশ্চিতম্ ।
 রক্তপ্রসূন-হোমেন বশয়েদখিলং জগৎ ॥ ৩৭
 পীতপুষ্পস্য হোমেন স্তম্ভয়েদ্ বায়ু-^২মপ্যথ ।
 (মালতীপুষ্পহোমেন সাক্ষাদ্ বাক্‌পতি-সন্নিভঃ^৩ ॥ ৩৮
 কৃষ্ণপুষ্পস্য হোমেন শত্রূন্ মারয়তেহচিরাৎ ।
 অত্র সর্বস্য হোমস্য^৪ সংখ্যা স্তাদযুতাবধি^৫) ॥ ৩৯
 অস্ত্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মহাপাতককোটয়ঃ ।
 সত্য়ঃ প্রলয়মায়ান্তি সাধকঃ খেচরো ভবেৎ ॥ ৪০

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সিদ্ধবিদ্যাবিধি^৬ দশমঃ পটলঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বপত্ন্য হোমদ্বারা নিশ্চয় রাজ্য লাভ হইবে । রক্তপ্রসূন হোমদ্বারা সমগ্র জগৎকে বশীভূত করিবেন । ৩৭

পীতপুষ্প হোমদ্বারা বায়ুকেও স্তম্ভিত করিবেন । মালতী পুষ্পহোমদ্বারা বৃহস্পতি তুল্য হইবেন । ৩৮

কৃষ্ণপুষ্প হোমদ্বারা তৎক্ষণাৎ শত্রুগণকে মারিবেন । এই সকল কন্মের হোমের সংখ্যা অযুত পর্য্যন্ত হইবে । ৩৯

এই বিদ্যার স্মরণমাত্রে কোটি মহাপাতক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সাধক খেচর হইবেন । ৪০

শ্রীকালীতন্ত্রের সিদ্ধবিদ্যাবিধি নামক দশম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

পাইতেছে । আলাটপাদা অর্থাৎ ঘাঁহার বামচরণ অগ্রে বিস্তৃত রহিয়াছে । কারণ এবিষয়ে গুপ্তসাধনতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

আলীটং বামপাদস্ত প্রত্যালাটন্ত দক্ষিণম্ ।

যদিও এই ধ্যানে শবরূপ মহাদেব-বিষয়ে কোন উক্তি নাই, তথাপি 'আলাটপাদা' এইরূপ কথিত হওয়ার এবং এইরূপ সম্প্রদায়সিদ্ধ মত হওয়ার শবরূপমহাদেবের হৃদয়ে বামচরণ এবং উরুদ্বয়ে দক্ষিণচরণ অবস্থিত ইহা বুঝিতে হইবে । এইরূপ দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন । ৩৩

১। প্রাপ্নোতি। ২। বহি। ৩। ক। ৬, চ। ৪। বাক্‌গতির্ভবেৎ। ৫। ৬।

৪। সর্বস্য হোমস্য। গ। ৫। বন্ধনীঃ সাক্ষী যুক্তঃ ক, চ, পুস্তকে নাস্তি। অত্র সর্বত্র সংখ্যা স্তাৎ পুস্তকযুতাবধি। ৬। ৭। সিদ্ধবিদ্যাপটলে নাম দশমঃ পটলঃ। ৮, চ। মালতীপুষ্পহোমেন সাক্ষাদ্ বাক্‌পতি সন্নিভঃ কৃষ্ণপুষ্পস্য হোমেন শত্রূন্। মারয়তেহচিরাৎ। অত্র সর্বস্য হোমস্য সংখ্যা স্তাদযুতাবধি। ইত্যংশঃ চ পুস্তকে বর্ততে।

একাদশঃ পটলঃ

[সামান্যসাধনম্]

ভৈরব উবাচ -

(অথোচ্যতে কালিকায়াঃ সামান্যসাধনং প্রিয়ে ।

কৃতেন যেন বিধিবৎ পলায়ন্তে মহাপদঃ^১) ॥ ১

শিবাবলিচ্চ দাতব্যঃ সৰ্ব্বসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ।

মহোৎপাতে মহাঘোরে মহারোগে^২ মহাগ্রহে ॥ ২

মহাপদি মহাযুদ্ধে মহাবিগ্রহসঙ্কুলে^৩ ।

মহাদারিদ্র্যশমনে মহাভুংখপ্রদর্শনে^৪ ॥ ৩

মহাশান্তৌ মহাবশ্যে^৫ মহাস্বস্ত্যয়নে তথা ।

ঘোরাভিচারশমনে^৬ ঘোরোপদ্রবনাশনে ॥ ৪

কুটম্বুদাদিশমনে^৭ কুটশক্রনিবারণে^৮ ।

রাজাদিভয়শান্তৌ^৯ চ রাজক্রোধ-প্রশান্তয়ে^{১০} ॥ ৫

ভৈরব বলিলেন । প্রিয়ে । অনন্তর কালিকার সামান্য সাধনবিধি কথিত হইতেছে । যাহার অনুষ্ঠানে কঠিন আপৎসকল পলায়ন করে । ১

সকল সিদ্ধিকামিগণ কর্তৃক শিবাবলি প্রদান করা উচিত । মহোৎপাতে, মহাঘোরে, কঠিন রোগে, কঠিন গ্রহদোষে, অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত হইলে, মহাযুদ্ধে, ভীষণ সঙ্কুল বিগ্রহে, ভীষণ দারিদ্র্য-প্রশমনার্থে, অত্যন্ত ভুংখ উপস্থিত হইলে, মহাশান্তিকার্য্যে, বিশেষ বশীকরণে, মহাস্বস্ত্যয়নে, ঘোর অভিচার প্রশমনার্থে, ভয়ঙ্কর উপদ্রব শান্ত্যর্থ, কুট যুদ্ধ প্রভৃতি প্রশমনার্থে, কুটশক্র নিবারণার্থে, রাজা প্রভৃতি ভয়-শান্তিকৃত্যে, রাজার ক্রোধ শান্তির জন্য, মঙ্গল-

১। বন্ধনোহঃ শ্লোকঃ ক, খ, গ, চ পুস্তকেষু নাস্তি । ২। মহারোগে মহোৎপাতে মহাদোষে । ক, খ । মহারোগে মহাদোষে । গ । মহাদোষে । ঘ । ৩। মহাসঙ্কুলসংগ্রহে । ক । নিগ্রহসঙ্কুলে । গ । ৪। মহাভুংখপ্রশমনে । ক, ঘ, গ । ৫। মহাবাস্যে । ঘ । ৬। ঘোরাভিগমনে ঘোরে । ক । ৭। যুদ্ধাভিগমনে । ক । ৮। নিপাতনে । ক, গ, চ । ৯। শান্ত্যে । শান্ত্যর্কঃ গ, চ । ১০। রাজোপদ্রবনাশনে । ক ।

ন দদাতি বলিং যন্ত শিবায়ৈ^১ শিবতাপ্তয়ে^২ ।
 স পাপিষ্ঠো নাধিকারী কুলদেব্যাঃ সমর্চনে^৩ ॥ ৬
 কুলীনং নাবমন্তেত কুলজ্ঞঃ^৪ পরিপূজয়েৎ ।
 কুলজ্ঞেষু^৫ প্রসন্নেষু কালিকাসন্নিধি^৬ ভবেৎ ॥ ৭
 অহো ধন্যবতাং লোকে জানাতি^৭ কুলদর্শনম্ ।
 তেষাং মধ্যে তু যঃ কশ্চিৎ^৮ কুলদেবীং সমর্চয়েৎ ॥ ৮
 (কুলাচারবিহীনো যঃ পূজয়েৎ কালিকাং নরঃ ।
 স স্বর্গমোক্ষভাগী চ ন সাৎ সত্যং ন সংশয়ঃ^৯) ॥ ৯
 আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বলং পুষ্টিং মহদৃ যশঃ ।
 কবিত্বং ভুক্তিমুক্তী চ কালিকাপাদপূজনাৎ^{১০} ॥ ১০

প্রাপ্তির জন্ম যিনি শিবাকে বলিপ্রদান করেন না, তিনি পাপিষ্ঠ, কুলদেবীর পূজার অধিকারী নহেন । ২-৬

কৌলকে অবমাননা করিবে না। কৌলকে পূজা করিবে। কৌলগণ প্রসন্ন হইলে কালিকার সান্নিধালাভ ঘটে । ৭

আহা! ইহ লোকে ধন্যবান্গণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি কুলদর্শন জানিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ যদি কেহ কুলদেবীর পূজা করিতে পারেন । ৮

যে ব্যক্তি কুলাচারবিহীন হইয়া কালিকার পূজা করেন, তিনি কখনও স্বর্গ বা মোক্ষের অধিকারী হয়েন না। ইহা সত্য বলিতেছি, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৯

কালিকাদেবীর পাদপদ্মপূজার ফলে আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বল, পুষ্টি, বিশেষ যশঃ, কবিত্ব, ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয় । ১০

১। শিবায়ৈ। ৬, ৮। ২। শিবতাপ্তয়ে। গ, ঘ। ৩। স পাপিষ্ঠো ন লজ্জেত কুলদেব্যাঃ সমর্চনে। ক। স পাপিষ্ঠস্ত লজ্জেত কুলদেব্যাঃ প্রপূজনে। খ। ন লজ্জেত। ৬, ৮।

৪। দেবাবৎ। ক। ৫। কুলজ্ঞেষু। ক। ৬। সন্নিধী। ক।

৭। তথৈতি। ক, ৬, ৮। অহো ভাগ্যবতাং লোকে জানাতি। খ। অহো ধন্যতরা লোকে জানন্তি। গ। ৮। মধ্যেহপি যঃ কোহপি। খ, ঘ, ৬, ৮।

৯। বন্ধনোহঃ শ্লোকঃ ক খ ৬ ৮ পুস্তকেষু নাস্তি। ১০। পদপূজনাৎ। ৬, ৮।

শুক্লেন ধ্যানযোগেন কবিতা^১ বশবস্তিনী^২ ।
 পীতেন ধ্যানযোগেন শুভ্রয়েদখিলং জগৎ^৩ ॥ ১১
 (কৃষ্ণাভা শক্রমারণে ধূম্রাভা^৪ বৈরিনিগ্রহে^৫) ।
 অনয়া বিজয়া মম্বী স্পৃশেৎ পাতকিনং যদি ॥ ১২
 স তু সংস্পর্শমাত্রেণ বক্তি সৌধীমনর্গলাম্^৬ ।
 কুমারীপূজনং কুর্যাৎ সর্বধর্ম-^৭ ফলাপ্তয়ে ॥ ১৩

ভৈরব উবাচ^৮—

অথাত্মং সংপ্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং শক্রনিগ্রহম্ ।
 সর্বাস্তে বহিবনিতাং^৯ যোজয়িত্বায়ুতং জপেৎ ॥ ১৪
 কালিকাং^{১০} দ্বিভূজাং কর্তৃ-কপালে সবাদক্ষিণে^{১১} ।
 এবং ধ্যাত্বা তু শক্রগাং মারণং সমুপাচরেৎ^{১২} ॥ ১৫

৩৩ ধ্যানযোগে কবিতা বশবস্তিনী হইয়া থাকে । পীত ধ্যানযোগে
 অখিল জগৎ সাবকের আয়ত্তে আসে । ১১

শক্রমারণে কৃষ্ণাভা দেবী, শক্রনিগ্রহে ধূম্রাভা দেবী আশ্রয়ণীয়া । এই
 বিজয়া দ্বারা সাবক যদি পাতকীকেও স্পর্শ করেন, তাহা হইলে সেই পাতকীও
 অনর্গল সুখময়ী বাণী বলিয়া থাকে । সকল ধর্ম^৭ ও ফল প্রাপ্তির জন্য কুমারী-
 পূজা করিবেন । ১২-১৩

ভৈরব বলিলেন । অনন্তর আমি অষ্ট প্রকার শক্রনিগ্রহ-কারক প্রয়োগ
 বলিব । সর্বশেষে দ্বাভা যুক্ত করিয়া অযুত জপ করিবেন । ১৪

দ্বিভূজা, বামহস্তে অসি ও দক্ষিণহস্তে কপাল বিশিষ্টা কালিকাকে ধ্যান
 করিয়া শক্রগণের মারণ অনুষ্ঠান করিবেন । ১৫

১। কালিকা । খ । ২। বশবস্তিনী জগৎ । গ । কবিতা বলকাবিনী, উ, ঙ ।

৩। বশবস্তিনী জগৎ । গ ।

৪। কৃষ্ণেন শক্রমরণে ধূম্রাভা । ক । কৃষ্ণাভা শক্রমরণে ধূম্রাভা । খ ।

৫। বস্তিনীস্থানঃ উ চ পুস্তকয়োনিষ্ঠি ।

৬। বক্তিসৌধীনিবাকুলম্ । ঘ, উ, ঙ । মুক্তিসৌধীমনর্গলম্ । ব ।

৭। কর্ম । খ, গ, ঘ । সর্বধর্ম দত্তয়ে । উ, ঙ । ৮। ভৈরব উবাচ ইতি শ্রীঃ

কবলং খ পুস্তকে ।

৯। বহিবনিতাং । উ, ঙ ।

১০। কপিলঃ । খ, উ, ঙ । ১১। সবাদক্ষিণাম্ । খ, উ, ঙ । ১২। সমুপাচরৎ । ব ।

এবং কালীমতং প্রোক্তং সৰ্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্^১ ।

অনয়া বিত্তয়া সম্যক্ সাধয়েৎ স্বমনীষিতম্^২ ॥ ১৬

অনয়া বিত্তয়া যদ্ যন্ন সাধয়তি^৩ সাধকঃ ।

তত্ত্বং সৰ্বেষু তন্ত্ৰেষু নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

কালনিয়ন্ত্রণাং কালী জ্ঞানতত্ত্ব-প্রদায়িনী^৪ ।

তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন যজ্ঞেহুভয়সিদ্ধয়ে^৫ ॥ ১৮

কালীমত-^৬ মিদং দিব্যং ভৈরবেণ প্রকাশিতম্ ।

ন কুত্রাপি প্রবক্তব্যং সাধতে চ^৭ স্বপৌরুষম্ ॥ ১৯

(এতত্তত্ত্বঞ্চ মন্ত্রঞ্চ ধ্যানকৈব প্রপূজনম্^৮ ।)

প্রকাশাৎ^৯ সিদ্ধিহানিঃ স্মাৎ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ২০

সৰ্বসিদ্ধি প্রদানকারী এই কালীপ্রয়োগ বলিলাম। এই বিদ্যাধারা নিজের অভীষিতকে সম্যকভাবে সাধন করিতে পারিবেন। ১৬

এই বিদ্যাধারা যাহা সিদ্ধ হয় না, তাহা সকল তন্ত্ৰেও নাই। ইহা সত্য, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১৭

কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া দেবী কালী নামে অভিহিতা। ইনি জ্ঞান-তত্ত্বও প্রদান করিয়া থাকেন। সেইজন্য সাধক কালের হাত হইতে রক্ষা পাইতে এবং জ্ঞানতত্ত্ব লাভের জন্য কালীর সাধনা করিবেন। ১৮

ভৈরব কর্তৃক এই দিব্য কালীপ্রয়োগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কোথাও বলিবে না। ইহা দ্বারা নিজের পুরুষার্থ সাধন করিবেন। ১৯

এই তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান ও পূজা প্রকাশ করিলে সিদ্ধি হানি হয়, সেইজন্য যত্নসহকারে ইহা গোপন করিবেন। ২০

১। সিদ্ধিবনুষ্ঠিতম্। গ। সিদ্ধেবনুষ্ঠিতম্। ঘ। ২। স্বমনীষিতম্। ঙ, চ।

৩। ধায়তি। খ। সংসাধয়তি। ঙ। স্বসাধয়তি। চ।

৪। প্রদায়িনী। গ, ঘ, ঙ, চ।

৫। যজ্ঞেহুভয়সিদ্ধয়ে। ঘ, গ।

৬। তন্ত্র। চ।

৭। সাধকেন। খ, গ, ঙ।

৮। নোকাঙ্ক্ষ্যেতৎ ক-পুস্তকে নাস্তি। চ পুঙ্ক। ঙ, চ। ৯। প্রকাশে। ঙ, চ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন গোপুৰ্য্যং দেবতাগণৈঃ^১ ।

যথা মনুষ্যো লভ্যেত^২ তথা কার্য্যং মহেশ্বরী ॥ ২১

যো ভক্তঃ সাধয়েদ্ জ্ঞানী তস্মৈ নিত্যং^৩ প্রকাশয়েৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে (পরমহংসো কালীকল্পে)^৪ একাদশ: পটলঃ^৫ ॥ ১১ ॥

হে মহেশ্বরী । সেইহেতু ইহা দেবতাগণ কর্তৃক সৰ্ব্বপ্রযত্নে গোপন করা উচিত । মনুষ্য যাহাতে পাইতে পারেন তাহা করা প্রয়োজন । ২১

যে জ্ঞানী ভক্ত সাধন করিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রকাশ করিবে । ২২

শ্রীকালীতন্ত্রের পরমহংস কালীকল্পে একাদশ পটলের

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

১। শ্লোকার্ছমেতৎ ক-পুস্তকে নাস্তি। গোপুৰ্য্যং হি তথা প্রিয়ে। গ, ঘ।

২। যথা মৰ্ত্ত্যো ন লভতে। খ, উ, চ। যথা হৃদ্যো ন লভতে। গ, ঘ।

৩। সাধকো মন্ত্রী তস্মৈ সত্যং। খ। যো ভক্তঃ সাধকো জ্ঞানী তস্মৈ জ্ঞানম্। খ, ঘ, চ। ৪। বক্তনোহঃ পাঠঃ ক, খ পুস্তকযোঁ নাস্তি। ৫। ইতি কালীতন্ত্রে সাধনফলং নাম। ইতি কালীতন্ত্রে। চ।

কশ্মিন্চিদ্ গ্রন্থে অগ্নমংশঃ পরিলক্ষ্যতে—ক্রীং ক্রীং ক্রীং জুং জুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং জুং জুং হ্রীং হ্রীং যাহা।

ও ক্রীং ক্রীং জুং জুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং জুং জুং হ্রীং হ্রীং ।

ও হ্রীং রমে যাহা। বর্গাঙ্কং বহিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমযিতং। ত্রিগুণস্ত ততঃ কৃচ্চয়ুগ্মং লক্ষ্যযুগ্মং ততঃ। দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্বাচ্চ ততঃ পুনঃ। ঠগ্নয়েন সমাযুক্তং মনুবেবং বিহবুধাঃ।

অথ দক্ষিণদক্ষিণানিলতমনাঃ সয়েতি বিপ্রতিঃ। বিরম ক্ষণমঙ্গসত্ত্বং যতগং ভস্ম চিরায় দৃশ্যতে। ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

ভ্রাক্ষরীং মহাবিদ্যা মহাপাণ্ডিত্যদায়িনী। যশঃ শ্রী নক্ষত্রানী ললিতব্রতালীক্ষম-লতাক্রমাজ্ঞানি কালী হরতি। সতি শালক্ষণসত্তা। দৃঢ়ব্যালবালী-ঘনবক্রণ-মানীব সতলং কলহানী কীদৃশ্ যদি মনসি কালী বিজয়তে। (অগ্নং শ্লোকঃ কাশীহকেন চিন্মহাপুরুষেণ কৃতো নবদ্বোপে প্রকাশিতঃ।)

দ্বাদশঃ পটলঃ^১

[পরম-গুহাচারঃ]

ভৈরব উবাচ^২—

দ্বয়োক্তং পূজনং দেব সাধনেন পুরস্কৃতম্ ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বীরনিত্যক্রিয়াং প্রভো ॥ ১

ভৈরব্যুবাচ^৩—

প্রাতঃকৃত্যং ততো গ্রাস ঋশ্মাদ্ভাস্মদুলৈরপি ।
বর্ণব্যাপকবিগ্রাসঃ পীঠগ্রাসস্ততঃ পরম্ ॥ ২
ততোহন্তর্যজনং দেবি যোগিযোগানিশা^৪ প্রিয়ে ।
পঞ্চমানাং প্রাশনঞ্চ জপো রাত্রে বিধানতঃ ॥ ৩
স্তোত্রপাঠো যত্ন তত্র সময়ে চ বরাননে ।
বীরশ্রদ্ধা তর্পণঞ্চ তথালাপঃ স্ত্রিয়ামপি ॥ ৪
বিজয়াঙ্গীকৃতিশ্চৈব স্বমুখোদ্দেশিনং^৫ তথা ।
অপ্রকাশঃ কুলাচারে মূঢ়-ভাষা চ সর্বতঃ ॥ ৫

ভৈরব (ভৈরবী) বলিলেন । হে দেব । সাধনা সহকৃত পূজা আপনি বলিয়াছেন । হে প্রভো ! এখন বীরের নিত্যক্রিয়া আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । ১

ভৈরবী (ভৈরব) বলিলেন । প্রাতঃকৃত্য করিয়া তাহার পর ঋশ্মাদিগ্রাস, অঙ্গগ্রাস, করগ্রাস, বর্ণগ্রাস, ব্যাপকগ্রাস, পীঠগ্রাস করিবেন । ২

হে দেবি । তাহার পর অন্তর্যাগ, রাত্রে যোগিসাধকের যোগ, পঞ্চগ্রাস গ্রহণ, রাত্রে বিধিপূর্বক জপ করিবেন । ৩

হে বরাননে ! যে কোন সময়ে স্তোত্র পাঠ, বীরের প্রতি শ্রদ্ধা ও তর্পণ, এবং স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করিবেন । ৪

নিজের মুখে বিজয়াঙ্গীকৃতি প্রদান করিবে । কুলাচারে গোপনতা ও মূঢ়ভাষা সর্বপ্রকারে অবলম্বনীয় । ৫

১। দ্বাদশ পটলস্ত অন্তর্বিবহলঃ কেবলং ষ-পুস্তকে বর্ত্ততে ।

২। ভৈরব্যুবাচ । ৩। ভৈরব উবাচ । ৪। যোগিযোগো নিশি ।

৫। স্বমুখোদ্দেশতম্ ।

গুরুব্রজামাত্রেণৈব^১ সৰ্ব্বাচারবিধিঃ প্রিয়ে ।
 এমাদীনী চান্য়ানী বীরনিন্দা ন সূত্রতে ॥ ৬
 ঐতি পরম্পরয়া হেন চ রুদ্রা দেবি তচ্চীনে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 অন্ত্র বিষয়েনাস্তি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে^২ ॥ ৭
 বামাচারঃ কুলাচারশ্চীননাথেন শঙ্করাৎ ।
 প্রকাশিতঃ শঙ্করেণ মহারুদ্রাৎ প্রকাশিতঃ ॥ ৮
 মহাচীনাধিপো দেবো মহাত্ম্যেন তয়োদ্বয়োঃ ।
 কুলাচারাৎ^৩ কুলশ্রেষ্ঠে বামাচারঃ প্রযুক্ততঃ ॥ ৯
 অশ্বেবাসেষমাহাত্ম্যং চীনতন্ত্রে ময়োদিতম্ ।
 কুলাচারমশেষেণ চীননাথেন^৪ বেত্ত্যপি ॥ ১০
 যদ্ যদ্ দৃষ্টং শ্রুতং যদ্ যদ্ গুরুঃ^৫ সাধক-বক্তৃতঃ ।
 তত্তৎ কার্য্যং বীরবর্য্যোস্তেন সিদ্ধি ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ১১

হে প্রিয়ে সূত্রতে । গুরুর অনুজ্ঞাক্রমেই সকল আচারবিধি ও অন্ত্র
 অনুষ্ঠান প্রয়োগ করিবে । বীরের নিন্দা কখনও করিবেন না । ৬

পরম্পরাক্রমে এই আচার রুদ্র হইতে দেবীতে প্রকাশ পাইল, পরে চীনে
 ইহা অবস্থান করিতেছে । অতঃ কোন বিষয়ে ইহার প্রকাশ হয় নাই, ইহা
 তোমাকে সত্য বলিতেছি । ৭

এই বামাচাররূপ কুলাচার মহারুদ্র হইতে শঙ্কর প্রকাশ করেন, শঙ্কর হইতে
 চীননাথ প্রকাশ করেন । ৮

হে কুলশ্রেষ্ঠে । ভগবান্ শঙ্কর ও মহাচীনাধিপতি, তাঁহাদের দুইজনের
 মাহাত্ম্য হেতু এই বামাচাররূপ কুলাচার প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অতিশয়
 যত্নসহকারে অনুষ্ঠেয় । ৯

ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য চীনতন্ত্রে আমা কর্তৃক কথিত হইয়াছে । এই
 কুলাচার চীননাথও ভালভাবে জানেন । ১০

হে প্রিয়ে । গুরুর যে যে আচার দৃষ্ট হইবে এবং সাধকের মুখ হইতে যাহা
 যাহা শ্রুত হইবে, বীরশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক তাহাই অনুষ্ঠেয়, তাহা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ
 হইবে । ১১

১। গুরুব্রজামাত্রেণ। ২। ঐতি পরম্পরাতোহয়ম্, রুদ্রাদ্ দেব্যাং চীনে স্থিতম্ ।
 অন্ত্র বিষয়ে নাস্তি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। ৩। কুলাচারাঃ। ৪। চীননাথশ্চ।

৫। গুরোঃ।

কচিচ্চণ্ডঃ কচিদ্ভণ্ডঃ কচিদ্ভূত-পিশাচবৎ ।
 কচিদ্দেবার্চনরতঃ কচিস্তনিন্দকস্তথা ॥ ১২
 ভবেচ্ছীলরতো বীরো মহারুদ্রস্য শাসনাৎ ।
 ভক্ষণক্^১ বিধিং বক্ষ্যে পঞ্চমাদে যথাবিধি ॥ ১৩
 আদৌ গুরুং স্মরন্ পশ্চাৎ কুণ্ডলীং পরিভাব্য চ ।
 আজিহ্বাস্তত্পর্পনেন ভক্ষয়েন্নতিপূর্বকম্ ॥ ১৪
 গুরুং নহা তপোজ্যেষ্ঠং শক্তের্নতিপরায়ণঃ ।
 জ্যেষ্ঠত্বং বা কনিষ্ঠত্বং কুলাচারবিধানতঃ ॥ ১৫
 অভিষেক্তা গুরুঃ সাক্ষান্নম্রদেন সমঃ স্মৃতঃ ।
 অভিষেকে বিনাভূতে প্রধানত্বং করোতি যঃ । ১৬
 চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্ ।
 তদ্বিধিশ্চোত্তরাতন্ত্রে পাশবেন বিমিশ্রিতঃ ॥ ১৭
 বীরৈর্গ্ৰাহ্যঃ প্রযত্নেন হংসৈঃ ক্ষীরং জলাদ্ যথা ।
 আচারোহয়ং শক্তিমন্ত্রে সর্বত্র পরিকথ্যতে ॥ ১৮

মহারুদ্রের শাসনে বীরসাধক কখনও চণ্ড, কখনও ভণ্ড, কখনও ভূতপিশাচের
 স্যায়, কখনও দেবপূজায় নিরত । কখনও দেবপূজার নিন্দকের কার্যে রত
 থাকিয়া বিহিত অনুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন । অনন্তর যথাবিধি পঞ্চ মকারাদি
 ভক্ষণের বিধি বলিব । ১২-১৩

প্রথমে গুরুস্মরণে নিরত থাকিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া প্রণাম
 করতঃ জিহ্বা পর্যন্ত তর্পণ সাধন পূর্বক ভক্ষণ করিবে । ১৪

সুগাপানের পূর্বে গুরুকে, তপোজ্যেষ্ঠ সাধককে এবং শক্তিকে প্রণাম
 করিবে । কুলাচারবিধান অনুসারেই এই জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব নিরূপিত হইবে । ১৫

অভিষেক্তা গুরু সাক্ষাৎ মন্ত্রদানকারী গুরুর তুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।
 অভিষেক না হইলেও যিনি প্রধানত্ব নিরূপণ করিতে যান, তাঁহার আয়ু, বিদ্যা,
 যশ ও বল এই চারিটি বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই অভিষেক বিধি উত্তরাতন্ত্রে
 পাশাচারের সহিত মিশ্রিতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । হংসগণ কর্তৃক বেক্রপ
 জল হইতে ক্ষীর গৃহীত হইয়া থাকে, বীরগণ কর্তৃকও সেইরূপ যতপূর্বক স্বীয়
 আচার গ্রহণীয় । সকল শক্তিমন্ত্রে এই আচার কথিত হইয়া থাকে । ১৬-১৮

বিশেষাৎ কালিকা-তারা-ভৈরব্যাদিষু পঞ্চমু ।
 কালিকা-তারিণীভেদং যঃ কৰোতি স নারকী ॥ ১৯
 যত্র যত্র কালিকেতি নাম সংশ্রুয়তে প্রিয়ে ।
 তত্র তারাবিধানঞ্চ যুতে নাত্র সংশয়ঃ^১ ॥ ২০
 যদ্ যদন্যৎ সাধনঞ্চ নান্যত্রাপি নোদিতম্^২ ।
 তৎ সৰ্বং পূৰ্বপূৰ্বেণ তন্ত্ৰেণ জ্ঞায়তে প্রিয়ে ! ॥ ২১
 ন পূজা ন্যাসজালং বা স্ত্রীণাং কেবলজাপতঃ ।
 সিদ্ধিৰ্ভবতি দেবেশি কুলাচার-বিধানতঃ ॥ ২২
 অথ চেৎ ক্রিয়তে ন্যাস-স্তদা শৃণু বিধিং প্রিয়ে ।
 ঋত্যাগ্নজক-পীঠানাং ন্যাসং কৃত্বা চ সংস্মরেৎ ॥ ২৩
 ততঃ সাহমিতি ধ্যায়েন্মহাচীনমতং যথা ।
 কালীতন্ত্রং কোলতন্ত্রং তারাতন্ত্রং তথা প্রিয়ে ॥ ২৪

বিশেষতঃ কালী তারা ভৈরবী প্রভৃতি পাঁচটি বিদ্যায় কালী ও তারিণীর মধ্যে যিনি ভেদ করিবেন, তিনি নরকভোগ করিবেন । ১৯

হে প্রিয়ে ! যেখানে যেখানে 'কালিকা' এই নাম স্রুত হইবে । সেইখানেই মিলিতভাবে তারাবিধান অনুষ্ঠান করিতে হইবে এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ২০

হে প্রিয়ে ! যে যে সাধনবিধি এখানে আমা কর্তৃক কথিত হয় নাই সেইসকল সাধন পূর্ব পূর্ব কথিত তন্ত্রান্তরের সাহায্যে জানিতে হইবে । ২১

হে দেবাধিষ্ঠাত্রি ! স্ত্রীগণের পক্ষে কোন পূজা বা ন্যাসাদি অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই, কুলাচারবিধানে কেবল জপের দ্বারাই তাঁহাদের সিদ্ধি হইবে । ২২

হে প্রিয়ে ! যদি তাঁহারা ন্যাস করেন তাহা হইলে তাহার বিধি শ্রবণ কর । ঋত্যাগ্নিহাস, অগ্নিন্যাস, পীঠন্যাস করিয়া সম্যাক্রূপে স্মরণ করিবেন । তাহার পর "আমিই তিনিই" এইরূপ ধ্যান করিবেন । ইহাই মহাচীনের মত । হে প্রিয়ে ! কালীতন্ত্র, কোলতন্ত্র, তারাতন্ত্র, চীনতন্ত্র ও স্রুত তন্ত্র একই সঙ্কে

চীনতন্ত্রং স্বতন্ত্রঞ্চ যুগপদ বক্তৃতঃ স্মৃতম্ ।

অথ যদ যন্মতং প্রোক্তং তৎ পঞ্চসু সমাচরেৎ ॥ ২৫

গুরুপাদ-প্রসাদেন শুভাদৃষ্টম্ যোগতঃ ।

আচারঃ প্রাপ্যতে বীরৈ নাত্র কার্য্যশ্চ সংশয়ঃ ॥ ২৬

তদৈব তুষ্ঠা সা দেবী নিক্ষিকল্পঃ স্বয়ং যদি ॥ ২৭

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে পরমগুহ্যাচারে দ্বাদশঃ পটলঃ ॥ ১২ ॥

॥ সমাপ্তক্ষেদং শ্রীকালীতন্ত্রম্ ॥

আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে । যে যে মত আমা কর্তৃক কথিত হইয়াছে তাহা পাঁচটি ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান করিবে । ২৩-২৪

গুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহে এবং শুভাদৃষ্টের যোগে বীরসাধকগণ কর্তৃক এই আচার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় করিবে না । ২৬

এই আচার অনুষ্ঠানের ফলে যদি নিক্ষিকল্প ভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই দেবী স্বয়ং তুষ্ঠা হইয়া থাকেন । ২৭

পরমগুহ্যাচার প্রতিপাদক শ্রীকালীতন্ত্রের দ্বাদশ-পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

শ্রীকালীতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥

॥ কালীতন্ত্র সমাপ্ত ॥



নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি
সংগ্রহ, রুদ্ৰযামলম্,
প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা-প্রদীপ,
সাধন-প্রদীপ, পুরুষচরণ-প্রদীপ,
গীতা-প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ,
ভারাতন্ত্রম, মহানির্বাণতন্ত্র,
সিদ্ধনাগাভ্যর্জুন কঙ্কপুট,
পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য,
নীলতন্ত্র, নিকুণ্ডরতন্ত্র,
অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র,
কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্র,
নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র,
শারদাভিলক, নিত্যোষোড়-
শিকার্নব, যোগিনী হৃদয়,
বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত,
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ,
আনন্দ লহরী, শান্তানন্দ
তরঙ্গিনী, দণ্ডাশ্রেয়তন্ত্রম,
গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্,
শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস,
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও ব্রাহ্ম
পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি
ও রহস্য পূজা পদ্ধতি,
পুরুষচরনোল্লাস, শ্রীশ্রী
দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য, তন্ত্র
সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব-বিচার,
কঙ্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের
দুই বাংলার সতীপিঠ,
বর্শীকরণ তন্ত্র, পুংচরণরত্নাকর।
কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ,
শিব পুরাণ, সাস্ত্র পুরাণ,
দেবী ভাগবত, বক্ষ্যবৈবর্ত পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ,
কুর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ,
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্রহ পুরাণ,
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
শ্রী মহাভাগবত পুরাণ,
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ত্রিযাযোগ সার),
পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ,
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্মা খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিশ্মৃত অতীতের সন্ধানের ফিরে দেখা
হিমাঙ্কি নন্দন সিংহ

মায়াতন্ত্রম, যোগীতন্ত্রম,
ত্রিযোড়িশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম,
কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম,
নীলতন্ত্রম
সর্ব-দেবদেবীর মন্ত্রকোষ
শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্ ,সংশয় নিবাস
দণ্ডাশ্রেয় তন্ত্রম্ ,মহাবিদ্যানতন্ত্রম্
(ভারতখণ্ডম্) ,নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম,
জগদ্ধাত্রী তত্ত্বম।